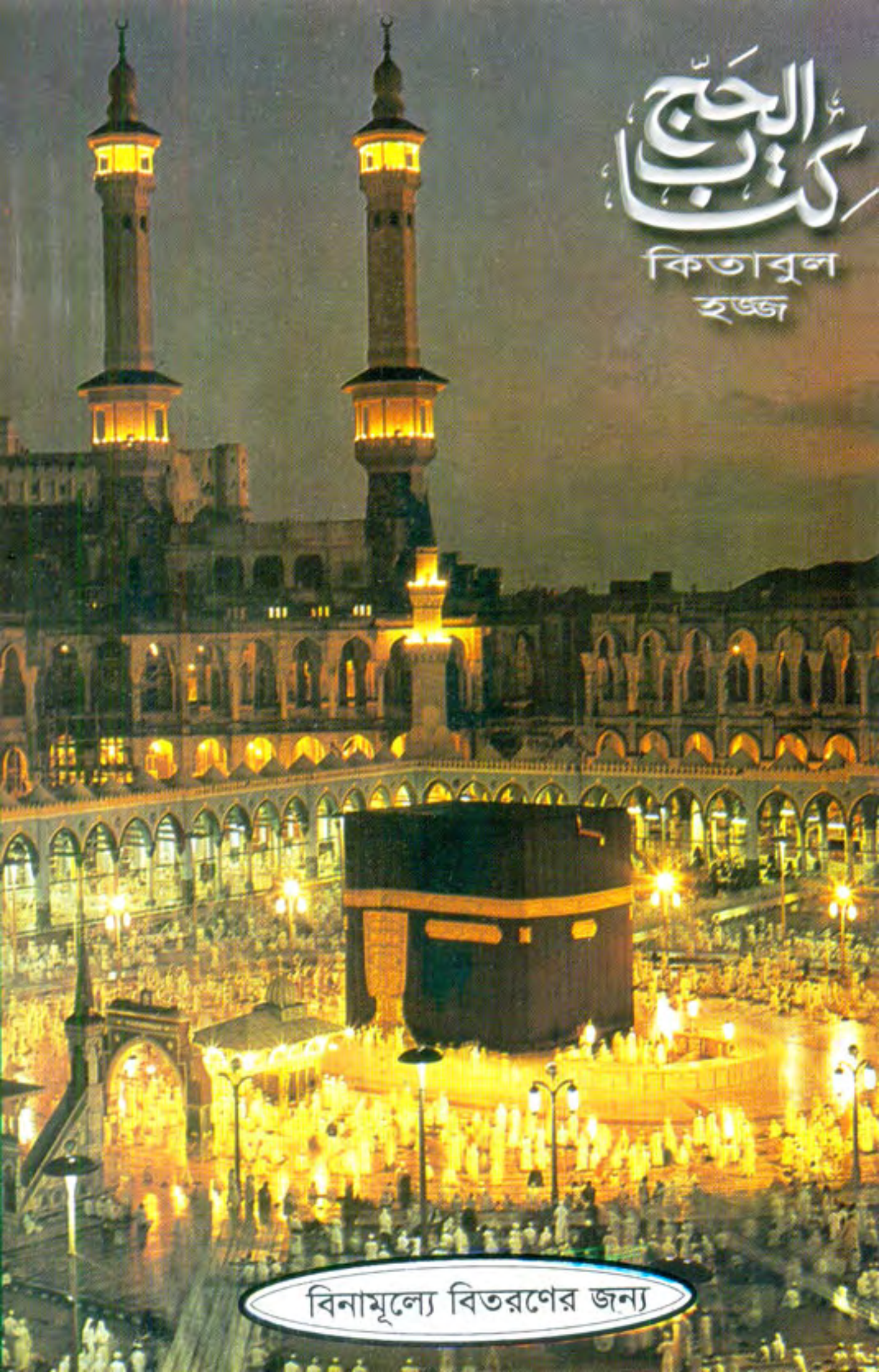
كتاب الحج
কিতাবুল
হজ্জ
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা দিয়ে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূরদূরান্ত থেকে।

(সূরা হজ্জ, আয়াত : ২৭)

كِتَابُ الْحَجِّ
কিতাবুল হজ্জ

গ্রন্থনা

মরহুম আল্‌হাজ্জ শেখ গোলাম মুহীউদ্দীন

প্রাক্তন সদস্য, কার্যকরী নির্বাহী কমিটি
গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি,
গুলশান, ঢাকা-১২১২

প্রধান পৃষ্ঠপোষক, মুহাম্মাদীয়া তাহফীযুল কুরআন মাদ্‌রাসা
ধীৎপুর, খিলগাঁও, ঢাকা

সম্পাদনা

মরহুম আল্‌হাজ্জ মুফতী মুহাম্মদ নুরুদ্দীন

সিনিয়র পেশ ইমাম, বায়তুল মোকাররম
জাতীয় মসজিদ, ঢাকা-১০০০

কিতাবুল হজ্জ

মরহুম আলহাজ্জ শেখ গোলাম মুহীউদ্দীন

আম্মা ও আব্বার
-খিদমতে

"হে আমার রব! তাঁদের (পিতা-মাতার) প্রতি রহম কর, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"
(সূরা বনী ইসরাইল-আয়াত ঃ ২৪)

প্রথম মুদ্রণ : এপ্রিল, ১৯৯৫ ইং
২২ তম সংস্করণ ঃ জুন ২০১৬ ইং

কম্পোজ ঃ **প্রিন্ট পয়েন্ট**
১১৬/২ নয়া পল্টন
ঢাকা-১০০০

প্রকাশক ঃ শেখ জহিরুল ইসলাম
শেখ গোলাম মোস্তফা
শেখ মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ
শেখ মোঃ ফয়সাল

যোগাযোগের ঠিকানা

অফিস
শেখ গোলাম মোস্তফা
বাড়ী নং-৪৬৩, রোড নং-৮ (পূর্ব)
নীচতলা,
ডি, ও, এইচ, এস, বারিধারা
ঢাকা-১২০৬

বাসা
কনকর্ড প্যানোরমা
এপার্টমেন্ট নং- ১০৩
হাউজ নং-০৭, রোড নং-৫১
গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন ঃ ৯৮৪২০৫১ (বাসা)

শেখ গোলাম মোস্তফাঃ- ০১৯৭১৫৪৭১৮৬
শেখ রেজাউল ইসলামঃ- ০১৭১৫১৫৫৫০৬
মোঃ শাহাবুদ্দিনঃ- ০১৭১২০১৪৯২০

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

প্রকাশক কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

হজ্জের প্রতিদান

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ

لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا

الْجَنَّةُ اخرجه البخاري ومسلم

‘মাবরুর হজ্জ (ত্রুটিবিহীন হজ্জ) এর প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন আর কিছু নয়’ ।

-বুখারী ও মুসলিম

মক্কা-মিনা-মুজদালিফা এবং আরাফার মাঝে দূরত্ব

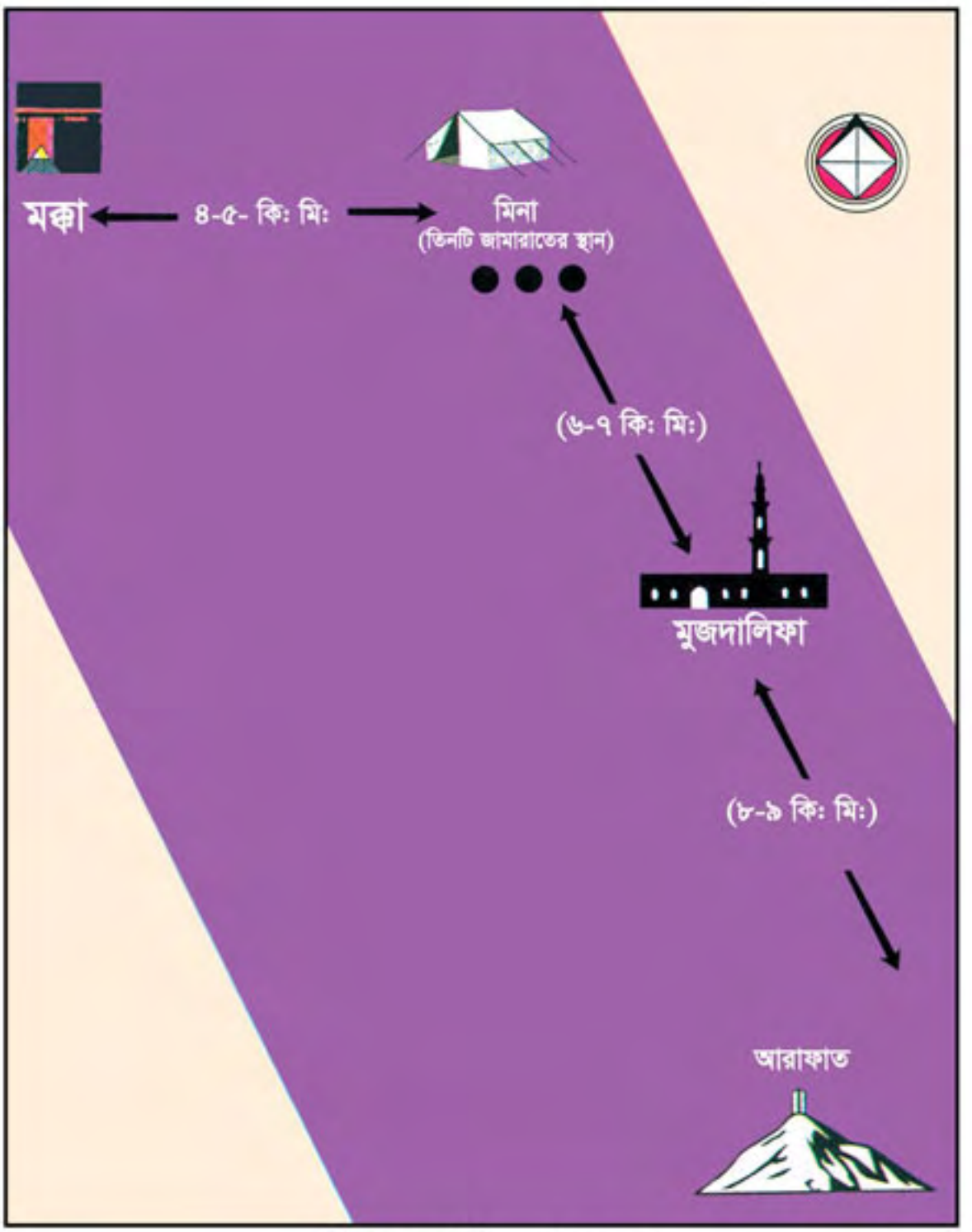

সূচিপত্র

বিষয়: পৃষ্ঠা:

হজ্জ ১১
হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ ১৯
হজ্জ সফরের পূর্বে ২০
হজ্জের সফরে আচরণবিধি ৩০
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা ৩৫
সফরসঙ্গী ৩৭
স্বাস্থ্য সচেতনতা ৩৮
তওবা ৪০
মীক্বাত ৪৩
ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম ৪৭

উমরাহ্‌

একনজরে উমরাহ্‌ ৫৪
উমরাহ্‌ করার নিয়ম ৫৬
মসজিদুল হারামে প্রবেশ ৬০
মক্কা শরীফে অবস্থানকালে ১২০
মক্কায় অবস্থিত কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানের পরিচিতি ১৩৩
তাওয়াফ ১৩৭
সায়ী ১৩৯
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের হজ্জের নিয়ম ১৪১
বদলী হজ্জ ১৪১

হজ্জ

একনজরে হজ্জ ১৪৪
হজ্জের ধারাবাহিক কার্যাবলী ১৫২
যিয়ারতে মদীনা মোনাওয়ারাহ্‌ ১৭৬
মসজিদে নববীতে প্রবেশ ১৭৭
জান্নাতুল বাক্বী ১৮৩
দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কয়েকটি দোয়া ১৮৯
হজ্জ সমাপন শেষে নিজেকে মূল্যায়ন করুন ১৯৭
নামাজের স্থায়ী সময়সূচী সাহ্‌রী ও ইফতারসমূহ ১৯৯

দোয়া কামনা

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আলহাজ্জ শেখ গোলাম মুহীউদ্দীন পবিত্র হজ্জ মৌসুমে ৫ই জানুয়ারি, ২০০৬ মক্কা শরীফে হজ্জ পালনরত অবস্থায় "লুলু আল খায়ের" ভবন দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আল্লাহর অশেষ রহমত ও কৃপায় তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বহুবার হজ্জ পালন করেছেন। অন্যান্য বারের ন্যায় ২০০৬ সালে হজ্জ মৌসুমে স্ব-পরিবারে হজ্জে গিয়েছিলেন। আমাদের মাতা অর্থাৎ শেখ গোলাম মুহীউদ্দীন সাহেবের সহধর্মিণী এবং আমাদের খালা অর্থাৎ তার শ্যালিকা সবাই ঐখানে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আমাদের আব্বাজানের ছিল ইসলামের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও পরকালে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াবার ভয়। তিনি অনেক ভাল কাজ ও দান-খয়রাত করে গিয়েছেন। যেমন তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা চর্চার প্রতিষ্ঠান মসজিদ ও মাদ্‌রাসার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর অমর গ্রন্থ "কিতাবুল হজ্জ" বইটি সম্মানিত হাজী সাহেবদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ ইসলাম ও আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর ভালবাসার নিদর্শন। এ ছাড়াও তিনি "কিতাবুস সালেহীন" নামে আরও একটি বই সংকলন ও প্রকাশনা করেন। তিনি লেখক হিসাবে পরিচিতি লাভের আগেই ইসলামী জ্ঞান পিপাসু হিসাবে সমাজে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। কিতাবুল হজ্জ বইটি লেখার সময় তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে প্রথম হজ্জই জীবনের শেষ হজ্জ হতে পারে। তাই হজ্জের আহকাম ও খুঁটিনাটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনার জন্য এই বইটি সারা বাংলাদেশে তথা সারা বিশ্বের বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য একটি হজ্জের বই হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তাই সম্মানিত হাজীগণদের নিকট অনুরোধ যারা এই বইটি পাঠ করবেন ও হজ্জ পালন করবেন তারা সকলেই আমাদের আব্বা আম্মা ও তাঁর পরিজনের আত্মার মাগফিরাত ও পরকালীন সফলতার জন্য দোয়া করবেন। মক্কায়, মিনায়, আরাফাতে, মুজদালিফায় ও মদীনায় খাস করে দোয়া করবেন।

বিনীত

কন্যা ও পুত্রগণ

নভেম্বর, ২০০৬

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ-

হজ্জ করা যেমন ফরজ, হজ্জের মাসআলা-মাসাইল শিক্ষা করাও তেমনি অপরিহার্য। যিনি যত ভালভাবে হজ্জের হুকুম-আহকাম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকবেন, তিনি তত ভালভাবে হজ্জ পালন করতে পারবেন। হজ্জ এমন একটা ইবাদত, যা জীবনে মাত্র একবারই ফরজ। হজ্জ সফরের পূর্বে আরও কয়েকটি নির্ভরযোগ্য হজ্জের কিতাব ভালভাবে পড়ুন এবং নিজকে তৈরি করুন। অসুস্থ, বৃদ্ধ ও শিশুসহ আত্মীয়-স্বজনকে সাথে নিয়ে বহুবার হজ্জ পালনের অভিজ্ঞতার আলোকে "কিতাবুল হজ্জ" কিতাবখানি লেখা হলো।

প্রত্যেক মুসলমানের উপর দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ। ইসলামকে জানতে হলে তার মূল কুরআন ও হাদীস থেকেই জানতে হবে। দ্বীনি জ্ঞান চর্চার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো কুরআন-সুন্নাহ। কুরআনের বাংলা তাফসীর পড়ুন। অনুরূপভাবে হাদীসের কিতাব বুঝে পড়ুন। তাহলে মনের সকল অন্ধকার ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে। কেননা, হিদায়াতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে, কুরআন ও হাদীস। তারপর নিজের জীবনে কুরআন ও হাদীসের আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করুন। নিজের ঘরে তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী বইয়ের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করুন। নেক সন্তান তৈরীতে এটা একটি সহায়ক পদ্ধতি। ইসলামী পরিবেশে থাকুন।

ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের জ্ঞান হাসিল করা, পাকী-নাপাকীর হুকুম-আহকাম জানা, নামাজ-রোযা ও অন্যান্য এবাদত বা শরীয়ত যেসব বিষয় ফরজ বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর জ্ঞান রাখা এবং যেসব বিষয় হারাম ও মাকরূহ করে দিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া (জানা) প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ।

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুহতারাম মুফতী আলহাজ্জ মুহাম্মদ নূরুদ্দীন সাহেব এই কিতাবখানি সম্পাদনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। যদি কোন সহৃদয় আলেম ব্যক্তি এই কিতাবের কোন ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেন তবে বড়ই উপকৃত হব। আল্লাহ্ তায়ালা এই কিতাবখানি কবুল করুন এবং যাঁরা হজ্জ ও উমরায় যাচ্ছেন তাদেরকে "হজ্জে মাবরূর' নসীব করুন। আমীন।

মরহুম আলহাজ্জ শেখ গোলাম মুহীউদ্দীন

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ-

মুহতারাম আলহাজ্জ শেখ গোলাম মুহীউদ্দীন সাহেব সেসব ভাগ্যবান লোকদের মধ্যে একজন যাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা পার্থিব সম্পদ দানের সাথে সাথে দ্বীনদারী ও দ্বীনি চেতনাও দান করেছেন। সে চেতনায় জনাব শেখ গোলাম মুহীউদ্দীন সাহেব বহুবার হজ্জ-উমরাহ্ পালন করেছেন। দেশের প্রখ্যাত আলেম-উলামার সাথে অনেকবার হজ্জ করার কারণে তিনি হজ্জের আহকাম ও আদায় পদ্ধতি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন এবং হজ্জ সম্পর্কিত "কিতাবুল হজ্জ" নামে একটি সুন্দর বই লিখে-তিনি নিজ খরচে মুদ্রণ করেন এবং বেশ কয়েক বছর যাবত তা হজ্জযাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করতে থাকেন। "কিতাবুল হজ্জ" বইটিতে হজ্জ-উমরা পালনের যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ আছে নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট দিনের করণীয় বিষয়গুলো এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে লিখা হয়েছে। বইটির পাঠক হজ্জ-উমরাহ্ পালনের ক্ষেত্রে একটি উত্তম ধারণা ও নির্দেশনা পাবেন বলে আশা করছি।

বইটির পূর্বের মুদ্রণে কুরআন মজীদের উদ্ধৃত আয়াত ও বিভিন্ন দোয়ার বাংলা উচ্চারণ ছিল, যা এই মুদ্রণে নেই। এর কারণ হলো কুরআন মজীদের আয়াত আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় এভাবে লিখা জায়েজ নয়। এমনকি কুরআন মজীদ লিখার একটি নির্ধারিত "রুসমে খাত" (লিখন প্রণালী) রয়েছে, ওই "লিখন প্রণালী" বাদ দিয়ে অন্য কোন প্রণালীতে কুরআন মজীদের আয়াত লিখা জায়েজ নয়। কুরআন মজীদের আয়াত সহীহ্-শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ। অশুদ্ধভাবে পাঠ করা নাজায়েজ ও গুনাহ্। বাংলা উচ্চারণে কুরআন মজীদের আয়াত লিখা হলে তার তিলাওয়াত অশুদ্ধ হয়ে

যায়। তাজবীদের নিয়মনীতি পালিত হয় না। এসব কারণে বইটিতে উদ্ধৃত আয়াতের বাংলা উচ্চারণ পরিহার করা হলো। *
তাছাড়া আরবীর কোন কোন বর্ণের সঠিক উচ্চারণের বাংলা কোন বর্ণ নেই। সেক্ষেত্রে বাংলা বর্ণ দ্বারা ওই সব আরবী বর্ণের উচ্চারণ করতে গেলে অশুদ্ধ উচ্চারণ হয়, আর তাতে অর্থ পরিবর্তন ও বিকৃত হয়ে যায়। এ কারণে আরবী দোয়াগুলোর বাংলা উচ্চারণও পরিহার করা হলো। *
আরবী দোয়াগুলোর বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে। যারা আরবী পড়তে অপারগ তারা বাংলা ভাষায় দোয়া করবেন। আল্লাহ্ তায়ালা সব ভাষাই জানেন। অশুদ্ধ আরবী উচ্চারণের চেয়ে বাংলায় শুদ্ধভাবে দোয়া করা শ্রেয়।

"কিতাবুল হজ্জ" নামক কিতাবটিতে হজ্জ-উমরাহ্ পালনের বিষয়গুলো সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে লিখা হয়েছে। তাই উপমহাদেশসহ বিশ্বের সর্বত্র প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে কিতাবখানির উর্দু, আরবি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হওয়া আবশ্যক মনে করি।

আল্লাহতায়ালা হজ্জ সম্পর্কিত এই বইখানি কবুল করুন। লেখক-প্রকাশক এবং বইটির জন্য যিনি যতটুকু শ্রম দিয়েছেন আল্লাহ্ তাঁদের সকলকে এর কল্যাণ ও সুফল দান করুন।

মরহুম মুহাম্মদ নুরুদ্দীন
সাবেক সিনিয়র পেশ ইমাম
বায়তুল মোকাররম
জাতীয় মসজিদ, ঢাকা।

* বর্তমান প্রেক্ষাপটে পাঠকদের সুবিধার্থে প্রকাশক এই বইটির কিছু অংশে আরবী দোয়াগুলোর বাংলা উচ্চারণ সহ জরুরী কিছু বিষয় সংযুক্ত করেছেন।

তালবিয়া

لَبَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ-

لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ۔
اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ۔
لَاشَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণ : লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক,
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক,
ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নিয়'মাতা, লাকা ওয়াল্ মুল্ক,
লা-শারীকা লাক্ ।

অর্থ : আমি হাজির, হে আল্লাহ্! আমি হাজির, আমি হাজির, কোন শরিক নেই তোমার, আমি হাজির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্যও তোমার, কোন শরিক নেই তোমার। হাদীস শরীফে আছে, "যখন মুমিন বান্দাহ্ তালবিয়া পড়ে, তখন তার ডানে-বামে যত আল্লাহ্র সৃষ্টি থাকে, গাছ হোক আর পাথর হোক, সবাই তার সাথে "লাববাইক বলে। এমনকি এদিক- ওদিকের সমস্ত জমিনেই বিস্তৃত হয়ে যায়।" (তিরমিযী)

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ
عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর, যেরূপ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত দান কর, যেরূপ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত দান করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী।

হজ্জ

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন :

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ- فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ-

অর্থ: নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত, তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্যই কর্তব্য। এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন. (সূরা আলে-ইমরান আয়াত: ৯৬-৯৭)

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ- وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ-

অর্থ: "এবং স্মরণ কর যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান; তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে। মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে।" (সূরা হজ্জ: আয়াত ২৬-২৭)

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ-

অর্থ: আর সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি কা'বাগৃহকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর এবং ইবরাহীম ও ইস্‌মাঈলকে আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ'। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৫)

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ-

অর্থ: স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক। এই স্থানকে তুমি নিরাপদ শহর বানিয়ে দাও; এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা

আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল থেকে রিযিক দাও।' তিনি বললেন, যে কেউ কুফরী করবে তাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব, অতঃপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো এবং কত নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল! (সূরা বাকারা, আয়াত-১২৬)

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

অর্থ: স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের ভিত্তি উত্তোলন করছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ১২৭)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত উম্মত সৃষ্টি কর। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু'। (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ১২৮)

হজ্জ ও উমরাহ্ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত- এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল, নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোজা রাখা ও বাইতুল্লাহ্র হজ্জ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কোন আমল সবচাইতে উত্তম?' তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। আবার জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোন্ কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোন্ কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, "হজ্জে মাবরূর" অর্থাৎ ত্রুটিমুক্ত হজ্জ। (বুখারী ও মুসলিম)

৩। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জিহাদকে আমরা মহিলাগণ সবচাইতে উত্তম কাজ বলে জানি, আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না? তিনি বললেন, না বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'হজ্জে মাবরূর'। (মুসলিম)

৪। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: রমযান মাসে উমরাহ্ আমার সাথে হজ্জ করার সমান। (বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্)

৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক উমরাহ্ অপর উমরাহ পর্যন্ত সংঘটিত গুনাহ্সমূহের কাফ্ফারাস্বরূপ। কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

৬। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলারা মাহ্রাম (যার সাথে বিবাহ হারাম এমন আত্মীয়) ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সাথে সফর করবে না এবং মাহরাম ব্যক্তি নিকটে না থাকলে অন্য কোন পুরুষ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে না। এ-কথা শুনে এক ব্যক্তি

দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো অমুক অমুক সেনাদলের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা রাখি। কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জ করার সংকল্প করেছে। (এমতাবস্থায় আমি কী করবো?) তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীর সাথে যাও। (বুখারী ও মুসলিম)

৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মক্কা থেকে মদীনায় ফেরার পথে) 'রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছালে একদল সওয়ারির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা মুসলিম। তারা জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কারা? জবাবে সাহাবীগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও (তাঁর সাহাবীবৃন্দ)। এ-কথা শুনে এক মহিলা ভীত হয়ে তার একটি বাচ্চার বাহু ধরে হাওদা থেকে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এ বাচ্চার কি হজ্জ হবে? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, হবে। তবে সওয়াব তুমি পাবে। (মুসলিম ও আবু দাউদ)

৮। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: আল্লাহ্‌–তায়ালা তার সম্মানিত ঘরের উদ্দেশে আগমনকারীদের জন্য প্রতিদিন একশত বিশটি রহমত নাজিল করেন: (তন্মধ্যে) ষাটটি তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি নামাজ আদায়কারীদের জন্য, আর বিশটি আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধকারীদের জন্য।

(বায়হাকী, তারগিব)

৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহ্‌ বা জিহাদ করতে বের হয়েছে, অতঃপর পথে তার

মৃত্যু হয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য গাজী, হাজী ও উমরাহ্কারীর সওয়াব লিখে দিবেন। (বায়হাকী, মিশকাত শরীফ)

১০। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বান্দাহ্কে জাহান্নাম থেকে আরাফার দিনের চেয়ে অধিক (সংখ্যায়) আর কোন দিন নাজাত দেন না। (মুসলিম)

১১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "যখন তোমরা কোন নবাগত হাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, তখন তোমরা তাঁকে সালাম দাও, তার সাথে মুসাফাহা কর এবং গৃহে প্রবেশের পূর্বেই দোয়ার জন্য অনুরোধ কর। কেননা, সে গুনাহ্ থেকে পবিত্র হয়ে এসেছে। (আহমদ, মিশকাত)

১২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের বছরে খাসআম গোত্রের এক স্ত্রীলোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! হজ্জ আদায় করা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাহর ওপর ফরজ। আমার পিতার ওপর হজ্জ এমন সময় ফরজ হয়েছে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন এবং সওয়ারিতে বসে থাকতে অক্ষম। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তার হজ্জ কি আদায় হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ আদায় হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। (এক) সাদকায়ে জারিয়া (যেমন) মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, (দুই) ইল্ম যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়, (যেমন শাগরিদ রেখে গিয়ে ইল্মে দ্বীনের চর্চা জারী রাখা বা কোন

কিতাব লিখে যাওয়া)। (তিন) নেককার সন্তান- যে তার পিতার জন্য দোয়া করে এবং সওয়াব পাঠাতে থাকে।

(কুরতবী) তাফসীরে মারেফুল কুরআন, (মুসলিম)

১৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরাহ্ করার জন্য রাস্তায় বের হলো, তারপর রাস্তায় মারা গেল, সে কোন প্রকার প্রশ্ন ও হিসাবের সম্মুখীন হবে না। তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। (তাবরানী, আবু ই'য়ালা ও বায়হাকী)

১৫। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জুহায়না গোত্রের একজন স্ত্রীলোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন, কিন্তু হজ্জ না করেই তিনি মারা যান। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ কর। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর, যদি তোমার মা ঋণী হতো, তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না? আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহ্র হকই সবচেয়ে বেশি আদায়যোগ্য। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

১৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে পা হেঁচড়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এই ব্যক্তির কী হয়েছে? লোকেরা বলল, সে পদব্রজে আল্লাহর ঘর (কাবা) জিয়ারত করতে যাওয়ার মানত করেছে। তিনি বললেন, এই ব্যক্তিকে শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা থেকে মহান আল্লাহপাক পবিত্র। তাকে বাহনে চড়ে যেতে বল।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

(ব্যাখ্যা: কোন কোন লোক মনে করে যে, মানুষ নিজেকে যত বেশি কষ্ট ও কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করবে, আল্লাহ তার ওপর তত অধিক সন্তুষ্ট হন। উল্লেখিত হাদীসে এই ভ্রান্তধারণার সংশোধনী দেয়া হয়েছে)।

১৭। হযরত সাফওয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া পৌঁছে আবু দারদার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাকে পাইনি। বাড়িতে দারদার মাকে পেয়েছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ বছর হজ্জে যাচ্ছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, যাচ্ছি। তিনি বললেন, আমাদের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার জন্য তার মুসলমান ভাই-এর দোয়া (আল্লাহর দরবারে) কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখনই সে তার কোন মুসলমান ভাই-এর কল্যাণ কামনা করে দোয়া করে, তখনই সে নিযুক্ত ফেরেশতা বলে, (আমীন) আল্লাহ কবুল করুন, আর তোমার জন্যও অনুরূপ হোক (অর্থাৎ তুমি তোমার মুসলিম ভাই-এর জন্য যে কল্যাণ কামনা করে দোয়া করলে সে কল্যাণ তোমারও হোক।

(মুসলিম)

১৮। হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা পরপর একত্রে হজ্জ ও উমরাহ কর। কেননা এ হজ্জ ও উমরাহ দারিদ্র ও গুনাহ্ দূর করে দেয়, যেমন হাপরের আগুনে লোহা ও সোনা-রুপার ময়লা দূর হয়। একটি কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। (তিরমিযী)

১৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করল এবং হজ্জ পালনকালে কোন ধরনের অশালীন কথা ও কাজে কিংবা কোন গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়নি, সে যেন নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। (বুখারী ও মুসলিম)।

আল্লাহু আকবার! আল্লাহ তায়ালার কত বিরাট করুণা ও অনুগ্রহ যে, হজ্জের জন্য তিনি বিপুল সওয়াব দান করে থাকেন এবং সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ করে দেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং তাবয়ীগণ অজস্র কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও অধিক সংখ্যায় হজ্জ সমাপন করতেন। কেউ কেউ তো প্রত্যেক বছরই হজ্জ পালন করতেন। ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.) পঞ্চান্নবার হজ্জ করেছিলেন।

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ

১। মুসলমান হওয়া।

২। হজ্জ সফরের জন্য আর্থিক সঙ্গতি থাকা। অর্থাৎ সফরকালীন সময়ের জন্য আপন পরিবার-পরিজনের আবশ্যকীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা রেখে মক্কা মুকাররমা পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম হওয়া।

৩। সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া, অর্থাৎ পাগল না হওয়া।

৪। বালেগ হওয়া অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৫। শারীরিকভাবে সক্ষম থাকা।

৬। যাতায়াতের রাস্তা নিরাপদ থাকা।

৭। মহিলাদের ক্ষেত্রে মাহরাম সাথী থাকা।

মাহরাম এমন আত্মীয়কে বলা হয় যার সাথে শরীয়তের পর্দার হুকুম নেই এবং যার সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম। গায়রে মাহরাম (আত্মীয় বা অনাত্মীয়) ব্যক্তির সাথে সফর করা অথবা পরিচিত অন্য মহিলার সাথে সফর করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। নিজের স্বামী, পিতা, পুত্র, ভাই কিংবা অনুরূপ কোন মাহরাম আত্মীয়ের সাথেই মহিলাদের হজ্জের সফর করতে হবে।

শোনা যায় অনেক মহিলা কাউকে মাহরাম ব্যক্তি সাব্যস্ত করে হজ্জে যায়, এটা মারাত্মক গুনাহ।

মহিলার উপর হজ্জ ফরজ হলে, মাহরাম ব্যক্তি না পাওয়া পর্যন্ত দেরি করতে হবে এতে গুনাহ নাই। সারা জীবনেও মাহরাম ব্যক্তির ব্যবস্থা না হলে মৃত্যুর আগে বদলি হজ্জ করার ওসিয়ত করে যেতে হবে, এটা ওয়াজিব।

হজ্জের সফরের পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন

নিয়ত খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন যে, শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুম পালনার্থে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জে যাচ্ছেন।

সুতরাং সতর্ক থাকুন যেন চাল-চলনের মধ্যে, লেবাস-পোশাকের মধ্যে, ভাব-ভঙ্গিতে বা কথাবার্তায় রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর কিছু প্রকাশ না পায়।

হালাল উপার্জন

শুধু হজ্জের জন্যই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে হালাল উপার্জন অপরিহার্য। হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে বলতে থাকে, 'ইয়া পরওয়ারদিগার! ইয়া রব! কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কী করে কবুল হতে পারে? (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে কাসীর-এর বরাতে)

গীবত

সফর সঙ্গীদের সাথে আলাপ-আলোচনাকালে খেয়াল রাখুন যেন কারো গীবত করা না হয়। দেশে অবস্থানকালেও এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা দরকার, আমাদের সমাজে অনেকেই এই ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকেন না। অথচ গীবত করা কবীরা গোনাহ্। আপন মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়ার সাথে গীবতের বীভৎসতার তুলনা করা হয়েছে।

"আর তোমরা পরস্পরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? এটা তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা কর"। (সূরা হুজুরাত: আয়াত ১২)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তোমার ভাইয়ের এমন কোন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে।

বলা হলো, আমি যে প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম তা যদি সত্যই তার মধ্যে থেকে থাকে? তিনি বললেন, যেসব দোষ তুমি আলোচনা করলে তা যদি সত্যি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে সে দোষ না থাকে, তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ (বুহতান) আরোপ করলে। বুহতান আরো বড় কবীরা গুনাহ। (মুসলিম)।

গীবতের ইছলাহ

অর্থাৎ গীবতের ক্ষতি এবং প্রতিকার। গীবতের কারণে দ্বীন দুনিয়ার অসংখ্য ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

(১) গীবতের সাথে অন্তরে এমন অন্ধকার সৃষ্টি হয়, যার কারণে চরম কষ্ট ভোগ করতে হয়। এমনকি গলা টিপার মত কষ্ট হয়। যার অন্তরে সামান্যতম অনুভূতি রয়েছে সেও তা অনুধাবন করতে সক্ষম।

(২) হাদীস মতে গীবত যিনার তুলনায় অধিক ক্ষতির কারণ।

(৩) গীবতকারীকে আল্লাহপাক ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত যার গীবত করা হয় সে ক্ষমা না করে। এটা হক্কুল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) গীবত করার কারণে মুখমণ্ডলের নূর নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং মানুষ তাকে অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।

(৫) গীবত থেকে বাঁচার সহজ তরিকা হলো, অপ্রয়োজনে কারো সম্পর্কে মোটেই আলোচনা না করা, না শোনা। গীবত শুনলে যদি সক্ষম হয় তাহলে নিষেধ করা, অক্ষম হলে নিজে উঠে চলে যাওয়া প্রয়োজন। যদি স্বাভাবিকভাবে উঠে যাওয়া সম্ভব না

হয়, তাহলে কোন বাহানা করে উঠে চলে যাওয়া উচিত। অন্যথায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বৈধ আলোচনা আরম্ভ করে দেওয়া উচিত।

অহংকার

এ সফরে যেন অহংকারের লেশমাত্র না থাকে। অহংকার করা কবীরা গুনাহ্।

আলস্নাহ্পাকের নির্দেশ ঃ

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا-

"ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনো পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনো পর্বত সমানও হতে পারবে না। (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৩৭)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ- وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ-

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করো সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো; নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। (সূরা লোকমান : আয়াত: ১৮-১৯)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল কোন ব্যক্তি যদি চায় তার পোশাক সুন্দর হোক, জুতাটা আকর্ষণীয় হোক (এটাও কি

অহংকারের পর্যায়ভুক্ত)। তিনি বললেনঃ আল্লাহ নিজে সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন (অর্থাৎ এটা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত নয়)। অহংকার হচ্ছে– গর্বভরে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদের তুচ্ছজ্ঞান করা। (মুসলিম)

হারিসা ইবনে ওয়াহহাব (রাঃ) বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কোন্ সিফাতের লোক জান্নাতী হবে, সে খবর কি আমি তোমাদের জানাব না? প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি, যাকে লোকেরা শক্তিহীন ও তুচ্ছজ্ঞান করে, সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে (কিছু প্রার্থনা করে) তবে আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করেন। ভাল করে শোন! আমি কি তোমাদেরকে জানাব না, কোন প্রকৃতির লোক জাহান্নামী? প্রত্যেক নাদান, মূর্খ, উদ্ধত-অবাধ্য, অহংকারী জাহান্নামী হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মানুষের হক

মানুষের টাকা-পয়সা বা সম্পদের কোন হক নষ্ট করে থাকলে কিংবা কাউকে দৈহিক বা মানসিক কষ্ট দিয়ে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে অথবা ক্ষমা চেয়ে দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মজলুমের দোয়াকে ভয় করবে, কেননা তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরায় থাকে না। (বুখারী)

অনেক লোক গায়ের জোরে অথবা অর্থের জোরে অথবা প্রভাব খাটিয়ে অন্যের জায়গা-জমি জবর-দখল করে থাকে। অথচ তার বিষময় ফল সম্পর্কে এতটুকুও চিন্তা করে না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ

জমি জবরদখল করবে, তার গলায় (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমিন পরিয়ে দেয়া হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জানো কোন ব্যক্তি নিঃস্ব গরীব?" সাহাবীগণ বললেনঃ "আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই গরীব যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই।" তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যে শেষ বিচারের দিন নামাজ, রোযা, যাকাত ইত্যাদি নেকিসহ আসবে কিন্তু পূর্বে সে কাউকে তিরস্কার করেছিল, অপবাদ দিয়েছিল, সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, রক্তপাত করেছিল বা কাউকে প্রহার করেছিল, সেই জন্য তার নেকী থেকে ঐ ব্যক্তিদেরকে দিয়ে দেয়া হবে। তার বিচারের পূর্বে যদি সমস্ত নেকী শেষ হয়ে যায় তখন ঐ পাওনাদারের পাপসমূহ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের হক (আল্লাহ) আদায় করাবেন। এমনকি শিংওয়ালা বকরির কাছ থেকে শিংবিহীন বকরির হক আদায় করে দেয়া হবে। (মুসলিম)

হকদার ও পাওনাদারগণের কারও যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তবে অর্থ-সম্পদের বিষয়ে তার উত্তরাধিকারীগণের সাথে নিষ্পত্তি করা দরকার। সম্ভব না হলে পাওনাদারের জন্য সওয়াবের নিয়ত করে তার পক্ষ থেকে সমপরিমাণ অর্থ সদকা করে দেওয়া উচিত।

দেনা-পাওনা সম্পূর্ণ আদায় না হলে এ সম্পর্কিত একটি তালিকা (ওসিয়তনামা) বাড়ীতে রেখে যাওয়া উচিত।

পাওনা আদায় করা সম্ভব না হলে পাওনাদার থেকে অনুমতি নিন অন্যথায় হজ্জে গমন মাকরূহ হবে।

ঋণ

যদি ঋণ থাকে তাহলে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পরিশোধ করা উচিত। ঋণ বড় ভয়ানক ব্যাপার। ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার জান্নাতে প্রবেশ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা ভীষণ অন্যায় ও বিপজ্জনক; যথাসম্ভব শীঘ্রই তা পরিশোধ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা দরকার।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করা ভীষণ অন্যায় এবং জুলুম।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে পর্যন্ত কোন মুমিন তার ঋণ পরিশোধ না করে, সে পর্যন্ত তার রূহ (আত্মা) ঋণের সাথে লটকানো থাকে। (তিরমীযি)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ঋণ ব্যতীত শহীদের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হয়। (তিরমীযি)

সুদ

সুদ খাওয়া ও দেওয়া হারাম, কবীরা গোনাহ্। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, এর লিখক ও এর সাক্ষীকে অভিসম্পাৎ করেছেন এবং তিনি বলেছেন এরা সবাই সমানভাবে গুনাহে শরীক। (মুসলিম)

সুতরাং কারো সুদের লেনদেন থাকলে তা থেকে যথাযথভাবে সংশোধিত হয়ে খাঁটি তওবা করা উচিত।

পরিবার-পরিজন

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তথা পরিবার-পরিজনকে তাকওয়া অবলম্বন ও শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ থাকার জন্য কড়া উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া দরকার। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সঠিক সময়ে, সহীহভাবে আদায় করার জন্য এবং মহিলাদেরকে পর্দায় থাকার জন্য তাদেরকে সুকৌশলে, মিষ্টি ভাষায় নসিহত করা দরকার। তাদের সার্বিক মঙ্গলের জন্য দেশে অবস্থানকালে এবং হজ্জে এসেও দোয়া করা উচিত।

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই পাহারাদার ও রক্ষক। তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আমীর বা শাসক একজন রক্ষক (তাকেও তার রক্ষণাবেক্ষণের পুরাপুরি হিসাব দিতে হবে)। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের রক্ষক। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী। কাজেই তোমরা প্রত্যেকেই পাহারাদার, আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার পাহারাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। (এক) সাদকায়ে জারিয়া (যেমন) মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, (দুই) ইল্‌ম- যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়, (যেমন শাগরিদ রেখে গিয়ে ইলমে দ্বীনের চর্চা জারী রাখা বা কোন কিতাব লিখে

যাওয়া)। (তিন) নেককার সন্তান– যে তার পিতার জন্য দু'আ করে এবং সওয়াব পাঠাতে থাকে।

(কুরতবী) (তাফসীরে মারেফুল কুরআন, মুসলিম)

মোহরানা

আমাদের সমাজে অনেকেই স্ত্রীদের মোহরানা পরিশোধের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না। অথচ মোহরানা স্বামীর উপর ঋণ, এ ঋণের প্রাপক স্ত্রী। মুক্তি পাওয়ার দু'টি মাত্রই পন্থা, হয় ওয়াদা মাফিক পরিশোধ করতে হবে, অথবা স্ত্রী মনের খুশিতে মাফ করে দিবেন। নতুবা মোহরানার ঋণ নিয়ে স্বামী মারা গেলে তাকে সে জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

মোহরানার ঋণ মাফ করে দেওয়ার জন্য স্ত্রীর প্রতি জোর-জবরদস্তি করা শক্ত গোনাহের কাজ।

ওয়ারিশ

স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদের মাঝে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করা কবীরা গুনাহ্।

"যে ব্যক্তি তার ওয়ারিশদিগকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখবেন।" (ইবনে মাযাহ্)

কত বড় ভয়াবহ ব্যাপার। আমাদের সমাজে অনেকেই কন্যা সন্তানদের প্রতি অথবা বোনদের প্রতি বিষয়সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক সুবিচার করেন না– এ ব্যাপারে আমাদের সকলের সাবধান হওয়া উচিত।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ। সুতরাং শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, পানীয়, অন্তঃকরণ ও মানুষের সাথে

লেনদেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। হজ্জের সফরেই হোক বা দেশে অবস্থানকালেই হোক– এই অভ্যাস বজায় রাখা একান্ত দরকার।

পিতা-মাতা

যে হজ্জযাত্রীর পিতা-মাতা জীবিত আছেন আর তারা দেশে থাকছেন হজ্জযাত্রী তার হজ্জে যাওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার প্রয়োজন ও খিদমতের সার্বিক বিষয়ের সুব্যবস্থা করে যাবেন। কখনো তাদের মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে বিশেষভাবে ক্ষমা চেয়ে যাবেন, তাদের বিশেষ দোয়া নিয়ে যাবেন।

"হজ্জের এই মোবারক সফরে যদি পিতা-মাতা উভয় বা একজন সাথে থাকেন, তাঁদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হোন। তাঁদেরকে মসজিদুল হারামে আনা-নেয়ার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হোন। স্মরণ রাখবেন, দোয়া কবুলের স্থানগুলোতে আপনি তাঁদের দোয়া পাবেন।

আল্লাহতায়ালার নির্দেশ "তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না বরং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে বাহু নত করে দাও এবং বলঃ হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন"। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ২৩-২৪)

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ যে সন্তান পিতা-মাতার দিকে দয়া ও

ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পায়। লোকেরা আরজ করলঃ সে যদি দিনে একশ'বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ একশবার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ পিতার সাথে সদ্ব্যবহার এই যে তার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। হযরত আবু উসায়দ বদরী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূলুল্লহ (সাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা-মাতার ইন্তেকালের পরও তাদের কোন হক আমার জিম্মায় আছে কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ তাদের জন্য দোয়া ইস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। পিতা-মাতার এসব হক তাঁদের মৃত্যুর পরও তোমার জিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

হজ্জের সফরে আচরণবিধি

হজ্জযাত্রী আল্লাহ্ তায়ালার মেহমান এবং সকল হজ্জযাত্রীর গন্তব্যস্থল হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার ঘর বা বাইতুল্লাহ। সুতরাং এই সফর অত্যন্ত পবিত্র। প্রত্যেক হজ্জযাত্রীর নিম্নে বর্ণিত আচার-আচরণ পালন করা উচিতঃ

১। যাত্রার সময় গৃহ হতে শান্ত মনে বের হওয়া উচিত। চিন্তিত ও বিমর্ষ অবস্থায় বের হওয়া উচিত নয়। এ পরিমাণ টাকা-পয়সা সঙ্গে নেয়া দরকার যেন নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর ফকীর মিস্কিনকে কিছু দান-সদকা করতে পারা যায়।

মনে মনে এ ধারণা নিতে হবে যে, "আমি আল্লাহ্‌র আমন্ত্রণে সাড়া দিতে যাচ্ছি। হজ্জের এ সফরে কারো সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবো না এবং কাউকে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে দেবো না এবং তাকওয়া-পরহেজগারী অবলম্বন করবো।"

২। হজ্জ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। যতদূর সম্ভব নিজেকে তৈরী রাখুন। পরিবার-পরিজনকে তাকওয়া অবলম্বন ও পূর্ণ শরীয়তের পাবন্দী করার নসিহত করুন।

৩। বেডিংপত্র খুব হাল্কা রাখুন। আপনার মালপত্র আপনাকেই বহন করতে হবে। আপনার সঙ্গী-সাথী প্রত্যেকেই হাজী, প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র ঘরের মেহমান, প্রত্যেকেই সম্মানিত ব্যক্তি।

আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : মুমিন ব্যক্তি কখনও ঠাট্টা বিদ্রূপকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী এবং অসদাচারী হতে পারে না। (তিরমিযী)

৪। সঙ্গী-সাথীদেরকে সম্মানের চোখে দেখা উচিত এবং তাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটিকে নিজগুণে ক্ষমা করে দেয়া দরকার। আশা করা যায়, আল্লাহ্‌ আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন।

৫। সঙ্গী-সাথীদের অসুখ-বিসুখে তাদের পাশে দাঁড়ানো দরকার। প্রয়োজনে মেডিক্যাল মিশনে বা ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া কর্তব্য।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ্‌ তায়ালা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যে সব সৎকর্ম করত, সেগুলো তাঁর আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাকো। (বুখারী)

৬। সঙ্গী-সাথীদের আক্রমণাত্মক কথাবার্তাকে ধৈর্যের সাথে এড়িয়ে চলা উচিত।

৭। অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলা উচিত নয়। মুখ যতদূর সম্ভব বন্ধ রাখা দরকার। এমনকি কোন অনর্থক কথার মাঝে পড়ে গেলে ভদ্রভাবে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ্ তায়ালার বাণী:

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ-

"আর যখন তারা কোন প্রকার অহেতুক কথা শ্রবণ করে, তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং (শান্তভাবে) বলে দেয়, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি 'সালাম'। আমরা অজ্ঞদের সাথে সম্পৃক্ত হতে চাই না।" (সূরা কাসাস, আয়াত ঃ ৫৫)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে"। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তা বলে বেড়াবে"। (মুসলিম)

হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলেন-আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারি ও মুসলিম)

সাল্হ ইব্নে সা'দ (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, "যে ব্যক্তি আমাকে তার দু-চোয়ালের মাঝখানে অবস্থিত জিনিসের (জিহবা বা বাকশক্তি) এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের

(লজ্জাস্থান) নিশ্চয়তা দিবে, আমি তার বেহেশত লাভের জন্য যামিন হব"।

(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর যিকির ব্যতীত অধিক কথাবার্তা বলো না। কেননা, আল্লাহর যিকির ব্যতীত অধিক কথাবার্তা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর কঠিন অন্তরের লোকই আল্লাহ থেকে সর্বাধিক দূরে থাকে। (তিরমিযী)

অবসর সময়ে মুহাসাবা এবং মুরাকাবা করবেন। অর্থাৎ অধিকাংশ সময় এই ধ্যানে নিমগ্ন থাকবেন যে, আমি আমার মালিকের সম্মুখে আছি। আমার সমস্ত কথাবার্তা, কর্মকাণ্ড এবং অবস্থার উপর তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। একেই মুরাকাবা বলে। আর মুহাসাবা এই যে, কোন সময় যেমন–শোয়ার সময় একা নির্জনে বসে সমস্ত দিনের আমল স্মরণ করে এরূপ ধ্যান করবেন যে, এখন আমার হিসাব–নিকাশ হচ্ছে আর আমি উত্তর দিচ্ছি।

৮। পথ খরচের মধ্যে কেউ কারো সাথে শরীক হবেন না। প্রত্যেকেই নিজের খরচ নিজে বহন করবেন। একত্রে খরচ করলে হিসাব পরিষ্কার রাখবেন।

৯। টাকা-পয়সা খুব সাবধানে রাখা উচিত অন্যথায় অসতর্কতায় টাকা খোয়া যেতে পারে।

১০। প্রত্যেক হজ্জযাত্রীকে নিজ নিজ কাজে স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। হজ্জব্রত পালন শেষ হওয়ার পূর্বে বেশি কিছু কেনাকাটা করা উচিৎ হবে না।

১১। এদিক-সেদিক দৃষ্টি না দিয়ে সতর্কতার সাথে চলাফেরা করা উচিত। নারী-পুরুষের উভয়ের উচিত ভিড়ের মাঝে নিজের দৃষ্টিকে সংযত করে নিচের দিকে রাখা। কারণ, অতি সহজেই

চোখের পলকে চোখের গোনাহ্ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তায়ালা যেন আমাদের সকলকে চোখের এবং জবানের গোনাহ্ থেকে রক্ষা করেন।

১২। হাঁটা-চলা করতে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য নিজ বাসা বা হোটেল থেকে মসজিদে হারামে যাতায়াতের জন্য মসজিদে হারাম থেকে বিনা খরচে হুইল চেয়ার দেয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যাবর্তনকালে ঐ হুইল চেয়ার ফেরত দিতে হবে।

হজ্জ সফরে নামাজ ঃ

হজ্জ সফরে নামাজ কখন, কোথায় কখন পড়া হবে, মাসাআলা না জানার কারণে অনেক সময় অনেকের সংশয় দেখা দেয় এমনকি মিনা, আরাফাতেও প্রশ্ন উঠে, তাই আগে সফর সম্পর্কিত কিছু মাসাআলা জানা দরকার।

(ক) ৪৮ মাইল দূরত্বগামী যাত্রীকে শরীয়তে মুসাফির বলা হয়।

(খ) নিজের এলাকা অতিক্রম করা মাত্রই মুসাফির হয়ে যাবে এবং মুসাফিরের হুকুম মত চলতে হবে।

(গ) মুসাফির হয়ে কোথাও গিয়ে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়ত করলে "মুক্বীম" হয়ে যাবে, এর কমে মুক্বীম হবে না।

(ঘ) অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন দুই স্থানে ১৫ দিন থাকার নিয়ত করলে মুক্বীম হবে না বরং মুসাফির থেকে যাবে। যেমন কেউ মক্কা মোকাররমায় ১০ দিন এবং মিনায় ৫ দিন থাকার নিয়ত করলো, এতে সে মুক্বীম হবে না বরং মুসাফিরই থেকে যাবে।

সুতরাং যে হাজী সাহেবান মক্কা মোকাররমায় এমন সময় পৌঁছেন যে ৮ই জিলহজ্জ পর্যন্ত ১৫ দিন হয় না, তারা যদি মক্কা মোয়াজ্জামায় ১৫ দিন বা এর চেয়ে বেশি দিন একামাতের নিয়ত

করেন, তাহলে সে নিয়ত ছহীহ হবে না; বরং মুসাফিরই থেকে যাবেন, কারণ তারা ১৫ দিনের মধ্যে মিনা-আরাফাতে অবশ্যই যাবেন, যেতে হবে। তাই এ অবস্থায় তাদের মুক্বীম হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তিদের মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় কসর করতে হবে।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা

০১। ইহ্‌রামের জন্য দুই সেট ইহরামের কাপড় রাখা দরকার, এক সেট অর্থাৎ দু'টি চাদর ইহ্‌রাম অবস্থায় পরিধান করার জন্য এবং বাকি ইহ্‌রামের কাপড় সাথে থাকা ভাল, যেন প্রয়োজনে কাপড় পরিবর্তন করা যায়। তাছাড়া, মিনা-আরাফা-মুযদালিফায় চাদরের বেশ প্রয়োজন দেখা যায়। সাধারণত: ইহ্‌রামের চাদরের জন্য আড়াই হাত বহরের ৩ গজ কাপড়ের প্রয়োজন হয়, (তবে শরীর অনুপাতে কম বেশি হতে পারে)।

০২। মহিলাদের ইহরামের জন্য নির্দিষ্ট কোন কাপড় নাই, মহিলার ঐ সমস্ত (সেলাই যুক্ত) কাপড়-চোপড় সাথে নিয়ে যাবেন যেগুলো তারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরিধান করে থাকেন যেমন- সালোয়ার কামিজ, ম্যাক্সি, শাড়ী, বোরখা, চাদর, বড় ওড়না ইত্যাদি (তওয়াফ ও ছায়ীর সময় সালোয়ার কামিজ পরা সুবিধা)।

০৩। স্যান্ডেল ২-৩ জোড়া (ইহ্‌রাম অবস্থায় পরার জন্য)।

০৪। কাঁধে ঝুলিয়ে রাখার ব্যাগ ১টা (পানির বোতল, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, পুস্তকাদি, জায়নামাজ, ছাতা ও স্যান্ডেল এই সব নিজের সাথে রাখার জন্য।

০৫। লুঙ্গি, পায়জামা, পাঞ্জাবী ও আন্ডারওয়ার-প্রয়োজন মত।

০৬। গেঞ্জি, টুপি, রুমাল ও জুতা প্রয়োজন মত।

০৭। শীত বস্ত্র, (শীতকালে মদীনা শরীফে প্রচন্ড শীত)।
০৮। গামছা বা তোয়ালে ও সাদা ফোল্ডিং ছাতা ১টা করে।
০৯। আয়না, চিরুনী, তেল ও ছোট কাঁচি।
১০। সেফটি রেজার, বেস্নড, নেল কাটার ও সেফটি পিন।
১১। টুথপেষ্ট, ব্রাস, মিছওয়াক, সুঁই, সুতা, চাকু, নোট বই ও কলম।
১২। মহিলাদের আবশ্যকীয় অন্যান্য জিনিসপত্র।
১৩। গায়ের চাদর, বিছানার চাদর ও জায়নামাজ ১টা করে।
১৪। থালা, বাটি, গস্নাস ও চামচ ১টা করে।
১৫। ভেসলিন, ফেস্ ক্রীম ও লিপজেল প্রয়োজনমত।
১৬। আপনার জরুরী প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র (ব্যথা, পেটের অসুখ ও সর্দি কাশি ও জ্বরের ঔষধ সাথে রাখবেন)।
১৭। টয়লেট পেপার, টিস্যু পেপার ও গায়ে মাখার সাবান (ইহ্রাম অবস্থায় সুগন্ধি সাবান ব্যবহার করা মাকরূহ)।
১৮। টাকা রাখার থলি (বুকের উপর ঝুলিয়ে রাখার জন্য)।
১৯। কাপড় টাঙ্গানোর জন্য রশি ও হ্যাংগার।
২০। চাকাওয়ালা ব্যাগ বা সুটকেস (ব্যাগ বা সুটকেসে অবশ্যই চাকা থাকতে হবে। তা না হলে মালামাল পরিবহনে অসুবিধা হবে)।
২১। কাগজ-কলম, মোটা মার্কার কলম ও মোটা টেপ।
২২। গিস্নসারিন, এলার্ম ঘড়ি, স্ট্যাম্প সাইজের কয়েক কপি ফটো, ইত্যাদি সাথে নিয়ে নেবেন। এছাড়াও সেখানে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্র হাতের কাছে বেশ সস্তা দামেই কিনতে পাবেন।
২৩। বেডিংপত্রের ওপরে বড় অক্ষরে ইংরেজিতে আপনার নাম, পাসপোর্ট নম্বর ও ঠিকানা লিখে রাখুন। বেডিংপত্র হালকা রাখুন। (**পরামর্শ** ঃ নামাজ পড়তে যেয়ে যদি আপনার জুতা খুঁজে না পান, তবে অন্যের জুতা ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদ থেকে

উঠিয়ে নিবেন না। সামান্য কয়েক রিয়াল মূল্যের জুতার জন্য হজ্জের ক্ষতি যেন না হয়। স্যান্ডেল রাখার জন্য কাপড়ের তৈরী খুব ছোট বিশেষচিহ্ন ওয়ালা রঙিন ব্যাগ নিজ দেশ থেকে নিয়ে আসা সুবিধাজনক)।

সফর-সঙ্গী

উত্তম সফর-সঙ্গী নির্বাচন করে নিন। কয়েকজন মিলে কাফেলা (জামাত) তৈরী করে নিন। আলেম ও পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হাজী কাফেলায় থাকলে খুবই ভাল।

ভাল সফরসঙ্গী অহেতুক তর্ক-বিতর্ক এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম করা থেকে আপনাকে বিরত রাখতে পারেন এবং হজ্জের হুকুম-আহকাম শুদ্ধরূপে পালনে সাহায্য করতে পারেন।

পরামর্শ করে কাফেলার মধ্য থেকে এমন একজনকে আমীর বানিয়ে নিন, সকলেই যার আনুগত্য করবে এবং তার কথা মেনে চলবে। নবী করীম (সাঃ) এ সম্পর্কে এরশাদ করেন-

إِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তি মিলে সফর করলে তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নিযুক্ত করে নেয়। (আবূ দাউদ)

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর দৃষ্টান্ত হল এমন দুই ব্যক্তির মতো, যাদের একজন কস্তুরী ব্যবসায়ী, অপরজন হাপর চালনাকারী (কামারের কয়লার চুলায় ফুঁকদানকরী)। কস্তুরী ব্যবসায়ী হয় তোমাকে কিছু কস্তুরী বিনামূল্যে দেবে, না হয় তুমি তার নিকট থেকে খরীদ করবে অথবা তুমি অন্তত তার নিকট থেকে কস্তুরীর সুবাস লাভ করবে। অপরদিকে হাপর চালনাকারী হয়ত তোমার

কাপড় জ্বালিয়ে দেবে, অন্যথায় তুমি তার নিকট থেকে দুর্গন্ধ পেতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

সঙ্গী–সাথীদের উপর রাগ হলে অন্য সময় তাকে খুশী করার চেষ্টা করা দরকার। আর যদি দেখা যায় যে, অপরাধ প্রকৃতপক্ষে আপনার তা হলে অন্য সময় অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিতে লজ্জাবোধ করবেন না। কারণ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে আপনি এবং তিনি একই কাতারে দাঁড়াবেন।

স্বাস্থ্য সচেতনতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি লাভের জন্য দোয়া করতেন।

বাংলাদেশ থেকে বেশির ভাগ লোকই বৃদ্ধ বয়সে হজ্জে আসেন।

বাংলাদেশ থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সাথে করে নিয়ে যাওয়া উচিৎ এবং প্রত্যেক হাজী সাহেবকে সাবধানে চলাফেরা করা উচিৎ।

যাদের ডায়াবেটিস বা হার্টের রোগ রয়েছে, তারা এ সংক্রান্ত একটি মেডিক্যাল নির্দেশনা সাথে রাখুন। তাতে ব্লাড গ্রুপও উল্লেখ করে রাখুন।

বৃদ্ধ বয়সে নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিৎ ঃ
শরীরের ওজন বেশি থাকলে তা কমিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা একান্ত দরকার। কারণ, মেদবহুল শরীর বিভিন্ন জটিল রোগব্যাধিকে আমন্ত্রণ জানায়।

খাদ্য তালিকায় যেগুলো একেবারে কম থাকবে ঃ
ঘি, মাখন, চর্বি, ডালডা, চর্বিদার মাংস, চিনি-মিষ্টি জাতীয় খাবার, কাঁচা লবণ, ডিমের কুসুম ও চিংড়ি মাছ ইত্যাদি।

খাবার তালিকায় যেগুলো বেশি পরিমাণে থাকবে ঃ
ডাল, শাক-সবজি, ছোট মাছ, ফল-মূল (বিশেষভাবে টক জাতীয় ফল) ইত্যাদি। এর সাথে দু'বেলা সালাদ খান এবং প্রচুর পানি পান করুন।

যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তাদের জন্য ইসবগুলের ভূসি দু'বেলা খাওয়ার আগে ২/৩ চামচ করে খাওয়া ভাল।

আঁশ জাতীয় খাদ্য বেশি খেতে হবে যেমন-ডাল, শাক-সবজি, ফলমূল (আপেল, পেয়ারা ইত্যাদি খোসাসহ)।

সব রকমের মাছ বিশেষতঃ সমুদ্রের মাছ এবং উদ্ভিজ তেল কর্নওয়েল, সানফ্লাওয়ার ওয়েল সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি খেতে হবে। ক্যালরি ঠিক রেখে খেতে হবে।

ফলমূল হচ্ছে সব থেকে ভাল খাবার এবং পানি হচ্ছে সব থেকে ভাল পানীয়।

(সফ্‌ট ড্রিংক বা কোমল পানীয় পান করার ব্যাপারে সংযত থাকা দরকার। কারণ প্রতি ১২ আউন্স কোমল পানীয় বোতলে ১১ চা চামচ চিনি থাকে।

নিয়মিত ও পরিমাণমত সুষম খাদ্য খাওয়া দরকার, নিয়মিত ও পরিমাণমত ব্যায়াম (দৈনিক প্রায় আধঘণ্টা হাঁটা) বা দৈহিক পরিশ্রম করা উচিৎ।

নিজেকে সুস্থ রাখাও আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের নামান্তর। কারণ আপনি নিজের দেহ, মন, মস্তিষ্ক, প্রতিভা কর্মক্ষমতা কেবল ব্যবহারই করবেন অথচ ঘুম, খাওয়া, ব্যায়াম, ধ্যান, বিশ্রাম প্রভৃতির মাধ্যমে এসবের যত্ন নেবেন না তা হয় না। আল্লাহর নেয়ামতের সদ্ব্যবহার ও এসবের খোরাক জোগান দেয়াও ইবাদত।

শান্ত হোন, সুস্থ থাকুন, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা পরিহার করে সুন্দর, শান্তিময় নির্বিঘ্নে জীবন-যাপন করুন। বৃদ্ধ বয়সে একাকী না থেকে মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখুন।

কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোন ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে ততটুকু বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে না, দ্বীনের মধ্যে যতটুকু ফেতনার সৃষ্টি করে মানুষের সম্পদ ও আভিজাত্যের মোহ। (তিরমিযী)

তওবা

তওবার স্বরূপঃ তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরীয়তের পরিভাষায় কোন গোনাহ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

(এক) বর্তমানে যে গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে।

(দুই) অতীতের গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হতে হবে।

(তিন) ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ফরজ কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাযা করতে হবে। যেমন নামাজ, রোযা, হজ্জ যাকাত ইত্যাদি আল্লাহর হক আদায় না করে থাকলে তা আদায় করতে হবে। গোনাহ যদি বান্দার বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধন-সম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিসদেরকে ফেরৎ দেবে। কোন ওয়ারিস না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুল মালও না থাকে অথবা তার ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা করে দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন কোন হক হলে, যেমন–কাউকে অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে অথবা কারও গীবত করলে যেভাবেই সম্ভব হয় তাকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে।

যদি ক্ষমা নেয়া সম্ভবপর না হয় উদাহরণতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি মারা যায়, কিংবা তার ঠিকানা অজ্ঞাত হয়, তবে তার জন্যে

নিয়মিতভাবে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে।

(পরামর্শ ঃ হজ্জের সফরে বের হওয়ার পূর্বের রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ শেষে খালেস নিয়্যতে তওবা করুন। জীবনে যে সমস্ত গোনাহ হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে তা কল্পনায় চোখের সামনে নিয়ে আসুন। ঐ সমস্ত গোনাহের জন্য অনুশোচনা করুন এবং আন্ত রিকতা সহকারে খাঁটি তওবা করুন। যত নিভৃতে হয়, যত নিরালায় হয়, ততই ভাল; কারণ অন্য কেউ উপস্থিত থাকলে অসুবিধা হয়।

এ সত্য কথাটি আমরা সকলেই জানি যে, এ বাড়িঘর, ধনদৌলত, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি সবাইকে ছেড়ে একদিন একাকী বিদায় নিতে হবে। যতটা সম্ভব আল্লাহ্ তায়ালার নিকট মিনতি সহকারে কান্নাকাটি করুন এবং নিজের গুনাহ ও ভুলত্রুটি থেকে তওবা করুন।)

আল্লাহ্ তায়ালার বাণীঃ

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُولٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا-

"আলস্নাহ্ অবশ্য ওই সব লোকের তওবা কবুল করবেন যারা ভুলবশত: মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তওবা করে, আলস্নাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন। আলস্নাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"।

আর তওবা তাদের জন্য নয় যারা অপরাধ করতেই থাকে, তারপর তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, "আমি এখন তওবা করছি। আর ক্ষমা ওই সব লোকদের জন্য নেই, যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এইসব লোকদের জন্য আমি মর্মান্তিক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।" (সূরা নিসা, আয়াত:১৭-১৮)

অর্থাৎ তাদের তওবা কবুলযোগ্য নয়, যারা সারা জীবন নির্ভয়ে গুনাহ্ করতে থাকে আর মৃত্যু যখন মাথার ওপর ছায়াপাত করে এবং মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় ও ফেরেশতা দৃষ্টিগোচর হয়, তখন বলে, আমরা এখন তওবা করছি। তারা জীবনে সুযোগ অযথা ব্যয়

করে তওবার সময় হারিয়ে ফেলে। তাই তাদের তওবা কবুল হবে না। যেমন, ফেরাউন ও ফেরাউনের সভাসদরা সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর চিৎকার করে বলেছিল, আমরা মূসা ও হারুনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। তাদেরকে বলা হয়েছিল, ঈমানের সময় চলে যাওয়ার পর এখন ঈমান আনায় কোন ফায়দা নেই।

মুমূর্ষু অবস্থা ও মৃত্যুকষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার তওবা কবুল করেন। মুমূর্ষু অবস্থা শুরু হওয়ার পর তওবা কবুল হয় না।

যদি মানবসুলভ দুর্বলতার কারণে পুনরায় কোন সময় সে গুনাহ্ করে ফেলে, তবে অবিলম্বে পুনরায় নতুন তওবা করে নেবে এবং পরম করুণাময়ের দরবার থেকে প্রত্যেকবার তওবা কবুলের আশা রাখবে।

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপরে জুলুম করেছ, তোমরা আলস্নাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আলস্নাহ্ সমস্ত গুনাহ্ মাফ করেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু।" (সূরা যুমার: আয়াত-৫৩)

প্রথম যুগের কোন কোন মনীষীর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কারো দ্বারা পাপ সংঘটিত হলে সে কি বলবে? উত্তরে বলা হয়েছিল যে, তাই করবে যা আদি পিতা-মাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) করেছিলেন। আদম (আঃ) নিবেদন করেছিলেন :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

"হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমরা আমাদের নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই

ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব।" (সূরা আরাফ, আয়াত ২৩)

অনুরূপভাবে হযরত মুসা (আঃ) নিবেদন করেছিলেন:

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ-

"হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি আমার নিজের ওপর অত্যাচার করেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

অনুরূপভাবে হযরত ইউনুস (আঃ) নিবেদন করেছিলেন:

لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِیْنَ-

"হে আলস্নাহ্! তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তুমি অতি পবিত্র, নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের অন্স্থর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।"

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৭)

মীকাত

ওমরাহ্ বা হজ্জ আদায়ের জন্য যে নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করার পূর্বেই ইহ্রাম বাঁধতে হয়, তাকে মীকাত বলা হয়। **বাইতুলস্নাহ শরীফের সম্মানার্থে মীকাতে পৌঁছে বা তার পূর্বেই ইহ্রাম বাঁধতে হয়।** নামাজী যেমন তাকবীরে তাহ্রীমা দ্বারা নামাজের মধ্যে প্রবেশ করে, হজ্জযাত্রীও তদ্রুপ ইহ্রাম বাঁধার মাধ্যমে হজ্জের কাজে প্রবৃত্ত হয়। বিনা ইহ্রামে মক্কায় প্রবেশ করা জায়েজ নয়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফা, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম এবং নজদবাসীদের জন্য কার্ন্ (কারনুল মানাজিল) নামক স্থানকে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন। এসব স্থান উক্ত এলাকার জন্য এবং অন্য সব এলাকা থেকে যারা ঐ সমস্ত এলাকা হয়ে হজ্জ ও উমরা

সমাপনের উদ্দেশ্যে আগমন করবে তাদের জন্য মীকাত। কিন্তু যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী তাদের বাড়ীই তাদের জন্য মীকাত। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

ইহরামের জন্য মোট পাঁচটি স্থানকে মীকাত হিসাবে স্থির করা হয়েছে:

(১) ذُوْ الْحُلَيْفَةِ **(যুল-হোলাইফা বা বীরে আলী)** : এটা মদীনাবাসী এবং এই পথে মক্কায় আগমনকারীদের মীকাত। যুল হোলাইফা মদীনা শরীফ থেকে প্রায় ১০ কি:মি: দূরে অবস্থিত। মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের দূরত্ব প্রায় ৪৫০ কি: মি:।

(২) اَلْجُحْفَةُ **(আল-জুহ্‌ফাহ)** : এটা সিরিয়াবাসী এবং এই পথে মক্কায় আগমনকারীদের মীকাত।

(৩) قَرْنُ الْمَنَازِلِ **(কারনুল মানাজিল)** : এটা নজদবাসী এবং গাল্‌ফ স্টেট্‌স এই পথে মক্কায় আগমনকারীদের মীকাত।

(৪) ذَاتِ عِرْقٍ **(যাতে ইরাক)** : এটা ইরাক-ইরানবাসী এবং এই পথে মক্কায় আগমনকারীদের মীকাত।

(৫) يَلَمْلَمْ **(ইয়ালামলাম)** : এটা বাংলাদেশী, ভারতীয়, পাকিস্তানী, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসী এবং এই পথে মক্কা শরীফে আগমনকারীদের মীকাত। এটা লোহিত সাগরের অদূরবর্তী "ইয়ালামলাম" পাহাড়ের কাছে অবস্থিত। যাঁরা প্রথমে মক্কা শরীফ যাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে বিমানযোগে রওয়ানা হচ্ছেন, তাদের বিমানে আরোহণের পূর্বেই ইহ্‌রাম বেঁধে যাওয়া উচিত। কারণ বিমান এই স্থানটি কখন অতিক্রম করে তা সফরকারীদের পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন। মনে রাখতে হবে যে, উমরাহ বা হজ্জ আদায়কারীকে অবশ্যই জেদ্দা পৌঁছার আগেই ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। যদি তা না করা হয় তবে কাফফারাস্বরূপ একটি দম দেওয়া ওয়াজিব; কারণ বিমান মীকাত অতিক্রম করে হুদুদের ভিতর দিয়ে জেদ্দা পৌঁছে।

তবে যারা মদীনা শরীফে প্রথমে যাওয়ার ইচ্ছা করেন, তাঁরা বিনা ইহ্‌রামে রওনা হবেন এবং জেদ্দা পৌঁছে সরাসরি মদীনা

শরীফে চলে যাবেন। মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফে আসার পথে জুল-হুলাইফা (বর্তমান 'বীরে আলী' নামে পরিচিত) থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কা শরীফে পৌঁছবেন।

হজ্জ বা উমরাহ পালনকারী ব্যাক্তির বিনা ইহরামে যে স্থান অতিক্রম করে হারাম এলাকায় প্রবেশ করা জায়েজ নয় তাকে মীকাত বলে। ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইহরামের জন্য মোট পাঁচটি স্থানকে মীকাত হিসেবে স্থির করা হয়েছে।

মীকাত-এর পাঁচটি স্থান

সৌদি আরবের মানচিত্র

ইহ্‌রাম

ইহ্‌রাম এর আভিধানিক অর্থ, হারাম বা নিষিদ্ধ করা। এর পারিভাষিক অর্থ, "হজ্জ উমরাহ্‌র নিয়ত করা তালবিয়া পাঠসহ।" হজ্জযাত্রী যখন ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জের নিয়ত করে তালবিয়া পড়ে তখন তার জন্য কতগুলো হালাল এবং মুবাহ জিনিসও হারাম (নিষিদ্ধ) হয়ে যায়। এ জন্য একে 'ইহ্‌রাম' বলা হয়।

ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম (পুরুষ)

১। ইহ্‌রাম বাঁধার প্রায় এক-আধ দিন পূর্বেই গোঁফ, চুল, নখ, ইত্যাদির যথারীতি হাযামত বানিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সাবান দিয়ে খুব ভালভাবে গোসল করে আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করে তৈরী হয়ে থাকা উচিত।

২। ইহ্‌রাম বাঁধার সময়ে ইহ্‌রামের নিয়্যতে গোসল করা সুন্নাত। অসুবিধা থাকলে ওজু করলেও চলবে।

৩। পুরুষরা সেলাই করা কাপড় খুলে একটা সাদা চাদর নাভির উপর থেকে লুঙ্গির মত পরে নিন। পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরজ। আর একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিন। যেন দুই কাঁধ ও পিঠ ঢাকা থাকে। ইহ্‌রামের লেবাস সাদা এবং নতুন হওয়া ভাল।

ইহ্‌রামের জন্য বিশেষভাবে তৈরী তোয়ালেও ব্যবহার করতে পারেন। পুরুষেরা দুই ফিতার স্যান্ডেল ব্যবহার করুন যেন পায়ের উপরের মাঝখানের উঁচু হাড় এবং গোড়ালি খোলা থাকে।

পরামর্শ ঃ ইহ্‌রামের চাদর যেন মোটা কাপড়ের এবং ভাল বুননের হয়। শরীর যেন দেখা না যায়। সতর ঢাকা ফরজ।

পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা ফরজ। নাভির উপরে বাঁধা ইহরামের চাদর যেন নাভির নিচে না আসে। তাছাড়া

ইহ্‌রামের চাদর ছোট হলে বাতাসে বা একটু অন্যমনস্ক হলে সহজেই সতর খুলে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। সতর দেখানো বা দেখা উভয়ই কবীরা গুনাহ। হজ্জের সফর অত্যন্ত পাক-পবিত্র সফর এ বিষয় সতর্ক থাকা খুবই দরকার।)

মহিলাদের ইহ্‌রাম এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

মহিলাদের জন্য ইহ্‌রামের কোন নির্দিষ্ট পোশাক নাই। মহিলারা সেলাইযুক্ত ওই সমস্ত কাপড়-চোপড় পরিধান করে থাকবেন, যেগুলো তাঁরা স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। যেমনঃ শাড়ি, সেলোয়ার, কামিজ, ম্যাক্সি, বোরখা ইত্যাদি। যে কোন ধরনের আরামদায়ক জুতাও ব্যবহার করতে পারবেন।

১। ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে গোসল করে নিন। গোসল করতে অসুবিধা থাকলে শুধু ওজু করে নিন। চিরুনি দিয়ে খুব ভালভাবে চুল আঁচড়িয়ে নিন।

২। এই গোসল শুধু পরিচ্ছন্নতার জন্য। এই কারণে হায়েজ থাকা অবস্থায় মহিলা এবং শিশুদের জন্যও তা সুন্নাত। এর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা শরীয়তসিদ্ধ নয়।

৩। যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়, তবে ইহ্‌রামের নিয়্যতে সাধারণ নফল নামাজের মত দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ুন। আর যদি মাকরূহ ওয়াক্ত হয় তবে ওই দু'রাকাত নফল নামাজ ছাড়াই ইহ্‌রামের নিয়ত করুন।

৪। এখন নিয়ত করুন। আপনি যে ধরনের হজ্জের সংকল্প করেছেন সেইভাবে নিয়ত করুন। পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য হজ্জের নিয়ত একই রকম।

৫। নিয়্যতের সাথে সাথে তিনবার তালবিয়া (লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...) নিম্নস্বরে পড়ুন। যদি কোন মহিলা পড়তে না পারেন তবে তার মাহরাম ব্যক্তি বা অন্য কোন মহিলা তাকে পড়িয়ে দিন। তারপর দুরূদ শরীফ পড়ুন এবং মোনাজাত করুন।

এখন ইহ্‌রাম বাঁধা হয়ে গেল। এখন থেকে আপনি ইহ্‌রামের বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত হলেন।

মহিলারা মুখমণ্ডল খোলা রাখবেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বেগানা পুরুষের সামনেও মুখমন্ডল সম্পূর্ণ খোলা থাকবে। বরং তাদের সামনে চাদর অথবা অন্য কোন কিছু দ্বারা মুখ আড়াল করে দিতে হবে। অন্য রেওয়াতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমরা মহিলারা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলাম। ইহ্‌রামের কারণে আমরা মুখমন্ডলে ঘোমটা ব্যবহার করতাম না। পুরুষেরা যখন আমাদের সামনে দিয়ে যেত তখন আমরা মাথার উপর থেকে চাদর ঝুলিয়ে দিতাম এবং পর্দা করতাম। পুরুষেরা চলে গেলে আমরা মুখমণ্ডল খুলে নিতাম।(মা'আরেফ)

যেহেতু মহিলাদের জন্য (বেগানা) গায়ের মাহরাম পুরুষের সামনে বেপর্দা হওয়া নিষিদ্ধ, সেহেতু মুখমণ্ডলের সাথে লাগতে না পারে এমন কিছু কপালের ওপর বেঁধে তার উপর নেকাব ঝুলিয়ে নিন।

ইহ্‌রাম অবস্থায় অজু করার সময় মাথার রুমাল সরিয়ে চুলের উপরেই মাথা মসেহ করতে হবে।

মহিলাদের জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় অলংকার এবং হাত মোজা পরিধান করা জায়েয। কিন্তু পরিধান না করাই উত্তম।

মহিলাদের জন্য উচ্চস্বরে তালবিয়া (লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...) পড়া নিষিদ্ধ। নিজের কানে শুনতে পান এমনভাবে পাঠ করবেন।

মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডন করা নিষিদ্ধ। সুতরাং ইহ্‌রাম খোলার পর সমস্ত চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের এক কড়া পরিমাণ চুল নিজের হাতে, অন্য মহিলা দ্বারা অথবা মাহরাম ব্যক্তি দ্বারা কেটে ফেলতে হবে। কোন বেগানা পুরুষকে দিয়ে কাটানো নিষেধ। অঙ্গুলির এক কড়ার চাইতে যেন বেশি কাটেন, তাহলে সমগ্র চুলের অধিকাংশই কাটা হয়ে যাবে।

মহিলারা তাওয়াফের সময় কখনও ইয্‌তেবা এবং রমল করবেন না এবং সায়ী করার সময় সবুজ বাতি দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে দৌঁড়াবেন না; বরং নিজের স্বাভাবিক গতিতে চলবেন।

পর্দা বর্জন করা বা পুরুষের সাথে ধাক্কাধাক্কি করা কোনক্রমেই জায়েজ নয়, তাই যথাসম্ভব পুরুষ এড়িয়ে হজ্জ ও উমরাহর আমল সম্পন্ন করতে হবে।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তথা ইহ্‌রাম বাঁধার সময় যদি কোন মহিলা হায়েজ অবস্থায় থাকেন, তবে এই অবস্থাতেই ইহ্‌রাম বেঁধে নেবেন, ইহ্‌রামের নিয়্যতে ওজু-গোসল করে কেবলামুখী বসে নিয়ত করবেন এবং তালবিয়া পড়বেন, নামাজ পড়বেন না, তালবিয়া ও যিকির-আযকারে নিমগ্ন থাকবেন।

মক্কা শরীফে পৌছে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন না। তিনি নিজ কামরায় অবস্থান করবেন। যেদিন তিনি পাক হবেন সেদিন তিনি উমরাহ্‌র বাকী কাজ সমাপ্ত করবেন। অর্থাৎ, তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করে তাওয়াফ-সায়ী ইত্যাদি করবেন।

এমনিভাবে হজ্জের শুরুতে অর্থাৎ ৮ জিলহজ্জ তারিখে মিনা যাওয়ার প্রাক্কালে যদি কোন মহিলা হায়েজ অবস্থায় থাকেন তাহলে তিনি গোসল করে ইহ্‌রাম বেঁধে নিবেন এবং মিনা-আরাফা- মুযদালিফায় অবস্থান করবেন এবং হজ্জের সমস্ত কাজ সম্পাদন করবেন, তালবিয়া পড়বেন, পাথর নিক্ষেপ করবেন, কুরবানী দিবেন ইত্যাদি। কিন্তু যতক্ষণ পাক না হবেন মসজিদে হারামে প্রবেশ করে তাওয়াফে জিয়ারত করতে পারবেন না। অপেক্ষা করতে থাকবেন। যখন পাক হবেন, তখন তাওয়াফে জিয়ারত করবেন। এই বিলম্বের জন্য (১২ জিলহজ্জের পরে হলেও) তার উপর কোন দম অর্থাৎ কাফফারাহস্বরূপ কুরবানী ওয়াজিব হবে না। তাওয়াফে যিয়ারত ছাড়া দেশে ফিরে আসা যাবে না। তাওয়াফে যিয়ারতের কোন বদলা নেই, এ তাওয়াফ করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

বিদায়ী তাওয়াফের সময় যদি কোন মহিলার হায়েজের ওজর দেখা দেয় এবং তার পাক হওয়া পর্যন্ত যদি মক্কায় অবস্থান করা সম্ভব না হয় তাহলে তাওয়াফে বিদা তার উপর ওয়াজিব থাকবে না। তার উচিত কা'বা শরীফে প্রবেশ না করে দরজার নিকট দাঁড়িয়ে দোয়া চেয়ে রওয়ানা হয়ে যাওয়া।

কোন কোন মহিলা হজ্জের সময়ে হায়েজ নিরোধ পিল খেয়ে থাকেন, এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হলে শরীয়তের নিষেধ নয়।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, আরব দেশে শাড়ীর প্রচলন নেই। তাছাড়া শুধুমাত্র শাড়ীতে পর্দা করা অসুবিধা হয়। কাজেই সালোয়ার, কামিজ, বড় ওড়না, ম্যাক্সি ইত্যাদি পরা সুবিধাজনক। যখন নামাজ পড়বেন তখন শাড়ীর উপর একটা বড় চাদর গায়ে জড়িয়ে নামাজ পড়া উচিত।

কোন কোন মহিলা এভাবে নামাজ পড়েন যে, তাদের চুল খোলা থাকে, কারো কব্জি খোলা থাকে, কোন মহিলার কান খোলা থাকে, কোন মহিলা এত ছোট ওড়না ব্যবহার করেন যে, চুল লটকান অবস্থায় দেখা যায়। এ সব পদ্ধতি নাজায়েয। আর নামাজ পড়া অবস্থায় মুখমণ্ডল, হাত এবং পা ব্যতীত শরীরের যে কোন অঙ্গের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ এতক্ষণ সময় যদি খোলা থাকে, যে সময়ে তিন বার সুব্হানাল্লাহ্ বলা যায়, তাহলে নামাজ সহীহ্ হয় না। আর এর চেয়ে কম সময় খোলা থাকলে নামাজ হয়ে যাবে বটে কিন্তু গুনাহ্ হবে।

মহিলাগণ নামাজ আরম্ভ করতে হাত কাঁধ পর্যন্ত এবং তাও ওড়নার ভিতরে রেখেই উঠাবেন। ওড়নার বাইরে হাত বের করবেন না। (বেহেশতী জেওর)

মহিলারা এমন সময় তাওয়াফ শুরু করবেন, যেন নামাজের জামাতের আগেই তাওয়াফ শেষ হয়ে যায়।

মহিলারা পুরুষদের সাথে নামাজে দাঁড়াবেন না। তাঁরা বাবুন্নিসা বা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নামাজ পড়বেন। এই ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা দরকার।

ইহ্‌রাম অবস্থায় নিম্নলিখিত কাজগুলো করা নিষিদ্ধ (হারাম)

১। সেলাইযুক্ত কাপড় যেমন কোর্তা, পায়জামা, টুপি, গেঞ্জি, মোজা, আচকান, দস্তানা ইত্যাদি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু মহিলারা সেলাইযুক্ত স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করবেন।

২। পুরুষ লোকদের জন্য মাথা ও মুখমন্ডল আবৃত করা নিষিদ্ধ, জাগ্রত বা ঘুমন্ত উভয় অবস্থায় খোলা রাখতে হবে।

৩। যে কোন ধরনের সুগন্ধি, আতর, সুগন্ধি তেল বা সুগন্ধি সাবান ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

৪। ক্ষৌরকার্য করা যেমন: চুল, দাড়ি, গোঁফ ইত্যাদি কামানো বা নখ কাটা বা ছিঁড়ে ফেলা নিষিদ্ধ।

৫। বন্য পশুপাখি শিকার করা বা কাউকে শিকারে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ।

৬। এমন জুতা পরিধান করা নিষিদ্ধ যার ফলে পায়ের উপরের মাঝখানে উঁচু হাড় ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ নয়।

৭। স্বামী-স্ত্রী দৈহিক সম্পর্ক, এমনকি ঐ সম্পর্কে কোনরূপ আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

৮। ঝগড়া-বিবাদ করা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা এমনিতেও নিষিদ্ধ, ইহ্‌রামের অবস্থায় আরও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

ইহ্‌রাম অবস্থায় নিম্নলিখিত কাজগুলো করা মাকরূহ

১। শরীর থেকে ময়লা দূর করা, মাথা, দাড়ি বা শরীর সাবান ইত্যাদি দিয়ে ধৌত করা মাকরূহ।

২। মাথা অথবা দাড়ি চিরুনি দ্বারা আঁচড়ানো মাকরূহ।

৩। উপুড় হয়ে শোয়া মাকরূহ। চিৎ অথবা কাত অবস্থায় শোয়ায় আপত্তি নেই, তবে ডান কাতে শোয়া সুন্নাত।

৪। দাড়ি, চুল ও পশম উঠে যেতে পারে অথবা ছিঁড়ে যেতে পারে এমনভাবে দেহের কোন জায়গা চুলকানো মাকরূহ।

৫। পানের সঙ্গে জর্দা, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ এবং শরবতের সঙ্গে গোলাপ, কেওড়া ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্য খাওয়া মাকরূহ।

৬। সিগারেট, বিড়ি, তামাক ইত্যাদি ধূমপান করা এমনিতেই নিষেধ, স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর– এটা সবাই জানেন। তদুপরি এতে দুর্গন্ধ থাকার কারণে ইহ্‌রাম অবস্থায় এ থেকে বিরত থাকা একান্ত উচিত।

৭। গুনাহের কাজ করা সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ। ইহ্‌রাম অবস্থায় আরও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যেমন–গীবত করা, অপবাদ দেওয়া, অযথা কথা বলা, অনর্থক কাজ করা, হাসি-তামাশা করা, কাউকে অহেতুক অপদস্থ করা, অশালীন কথাবার্তা বলা ইত্যাদি।

৮। রান্না করা ছাড়া কোন সুগন্ধি খাদ্যদ্রব্য খাওয়া মাকরূহ, তবে ওই খাদ্য রান্না করা হলে খাওয়া জায়েজ।

৯। কাপড় অথবা তোয়ালে দিয়ে মুখমণ্ডল পরিষ্কার করা মাকরূহ, তবে হাত দিয়ে মুখমন্ডল পরিষ্কার করা যাবে।

১০। ইহ্‌রামের চাদরের দুই প্রান্তে পিন অথবা সেফটি পিন দ্বারা আটকানো মাকরূহ।

ইহ্‌রাম অবস্থায় জায়েজ

১। গোসল করা জায়েজ। কিন্তু শরীরের ময়লা দূর করা যাবে না। ইহ্‌রামের চাদর পরিবর্তন করা জায়েজ।

২। পাসপোর্ট ও টাকার থলি কোমরে, পেটে বা গলায় ঝুলানো জায়েজ।

৩। আংটি পরা, চশমা ব্যবহার করা, ছাতা ব্যবহার করা, আয়না দেখা, মেসওয়াক করা জায়েজ।

৪। মাথার ওপরে কাপড় রেখে বোঝা বহন করা জায়েজ নয়। তবে খালি মাথায় বোঝা বহন করা জায়েজ।

৫। পান খাওয়া জায়েজ। তবে লবঙ্গ, এলাচি এবং সুগন্ধিযুক্ত জর্দা দিয়ে পান খাওয়া মাকরূহ।

৬। ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করা জায়েজ, যেমন : সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র কুকুর, চিল ইত্যাদি।

৭। শীতের সময় মাথা ও মুখ ব্যতীত সর্বাঙ্গ ঢাকার জন্য লেপ অথবা কম্বল বা চাদর ব্যবহার করা জায়েজ। লেপের মধ্যে মুখ ঢাকা নিষেধ।

৮। মহিলাদের জন্য হাতমোজা এবং অলংকার ব্যবহার করা জায়েজ; কিন্তু ব্যবহার না করা উত্তম।

৯। উট, গরু, বকরী, মুরগী, গৃহপালিত হাঁস যবেহ্‌ করা এবং এগুলোর গোশত খাওয়া জায়েজ।

[যদি মাথা, দাড়ি বা শরীরের কোন অঙ্গ থেকে ২/১টি চুল আপনা-আপনি পড়ে যায়, তবে কোন আপত্তি নেই। এর জন্য কোন দম বা সদকা ওয়াজিব নয়।]

উমরাহ্

এক নজরে উমরাহ্

হজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলো যেমন ঃ ৯ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত এই পাঁচ দিন হজ্জের জন্য নির্ধারিত। এই দিনগুলোতে উমরাহ্ করা নিষেধ। এই পাঁচ দিন ব্যতীত বছরের যে কোন সময়ই উমরাহ্ করা যায়। সক্ষম হলে সারা জীবনে একবার উমরাহ্ পালন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

উমরাহ্র ফরজ দুটি:

(১) ইহ্রাম, (২) তাওয়াফ।

ওয়াজিব দুটি:

(১) সায়ী ও (২) মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা।

মীকাত থেকে বা মীকাতের পূর্ব থেকে উমরাহ্র নিয়্যতে ইহ্রাম বাঁধা (ফরজ)।

তারপর মক্কা শরীফে পৌছে কাবা ঘর তাওয়াফ করা (ফরজ)।

তারপর সায়ী করা অর্থাৎ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে ৭বার যাওয়া-আসা করা (ওয়াজিব)।

তারপর মাথা মুণ্ডানো বা মাথার সমস্ত চুলের এক-চতুর্থাংশ ছেঁটে ফেলা (ওয়াজিব)।

এখানেই উমরাহ্ কাজ শেষ হয়ে গেল। (কাজেই ইহ্‌রামের পোশাক খুলে স্বাভাবিক পোশাক পরে নিন)।

উমরাহ্ করার নিয়ম

উমরাহ্ পালনের মূল কাজ ৪টি: (১) ইহ্‌রাম বাঁধা (ফরজ), (২) তাওয়াফ করা (ফরজ), (৩) সায়ী করা (ওয়াজিব) এবং (৪) হলক্ব বা (কসর) করা (ওয়াজিব)

এই চারটি কাজ কিভাবে কোথায় সম্পাদন করবেন তার বিবরণ নিচে দেয়া হলোঃ

উমরাহ্‌র প্রথম কাজ ইহ্‌রাম বাঁধা (ফরজ)

বাংলাদেশ হতে যারা উমরাহ্ বা হজ্জ করতে যাবেন জেদ্দা পৌছার পূর্বেই মীকাতে অথবা মীকাতের পূর্বে বাড়ীতে, হাজী ক্যাম্পে, বিমানবন্দরে কিংবা বিমানে আরোহণের পর ইহ্‌রাম বেঁধে নিবেন। কারণ, জিদ্দা বিমানবন্দর মীকাত এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অন্যথায় হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে একটা দম দিতে হবে।

ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম

১। ইহ্‌রাম বাঁধার দু-একদিন পূর্বে নখ, চুল, গোঁফ ইত্যাদির কার্যাবলী যথারীতি সমাপ্ত করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হবে।

২। সম্ভব হলে গোসল করুন, ইহ্‌রামের জন্য গোসল করা সুন্নাত। শরীর অসুস্থ থাকলে শুধু ওজু করুন।

৩। তারপর সেলাই করা কাপড় খুলে একখানা চাদর পরিধান করুন এবং আর একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিন, যেন দুই কাঁধ এবং পিঠ ঢেকে যায়। ইহ্‌রামের লেবাস সাদা এবং নতুন হওয়া ভাল (মহিলারা সেলাইযুক্ত কাপড় পরে থাকবেন)।

৪। যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়, তবে ইহ্‌রামের নিয়তে টুপি পরে সাধারণ নফল নামাজের মত দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ুন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। অবশ্য সূরা ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা পাঠ করলেও চলবে। আর যদি মাকরূহ ওয়াক্ত হয় তবে ওই দুই রাকাত নফল নামাজ ছাড়াই ইহ্‌রামের নিয়ত করুন।

৫। নামাজের পরপরই টুপি খুলে রাখুন, কিন্তু দুই কাঁধ ও পিঠ চাদরে ঢাকা থাকবে।

৬। এখন নিয়ত করুন।

যদি **তামাত্তো হজ্জ** পালনের ইচ্ছা করে থাকেন, তবে এখন শুধু উমরাহ্‌ পালনের নিয়ত এভাবে করুন। "ইয়া আল্লাহ! আমি উমরাহ্‌ পালন করার নিয়ত করছি; আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন"। হজ্জের প্রাক্কালে (৮ই যিলহজ্জ তারিখে) মক্কায় অবস্থানকালে হজ্জের জন্য পুনরায় নিয়ত করে ইহ্‌রাম বাঁধবেন।

যদি **কিরান হজ্জ** পালনের নিয়ত করে থাকেন, তবে এখন উমরাহ্‌ ও হজ্জ পালনের জন্য এভাবে নিয়ত করুন। "ইয়া আল্লাহ! আমি উমরাহ এবং হজ্জ পালন করার নিয়ত করছি। আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।"

আর যদি **ইফরাদ হজ্জ** পালনের নিয়ত করে থাকেন, তবে শুধু হজ্জের নিয়ত এভাবে করুন। ইয়া আল্লাহ! আমি হজ্জ পালন করার নিয়ত করছি; তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।

যদি নামাজের নিষিদ্ধ বা মাকরূহ সময় ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়, যথাঃ সূর্য উঠতে থাকার সময়, সূর্য ঢলার সময় এবং ফজরের পর ও আছরের পর, তাহলে ইহ্‌রামের নামাজ না পড়ে ইহ্‌রামের নিয়ত করুন।

৭। অতঃপর উচ্চস্বরে অন্তত একবার (তিন বার হলে ভাল) তালবিয়া পড়ুন। (কিন্তু মহিলারা নীরবে পড়ুন)

"লাব্বাইক, আলস্নাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা, লাকা ওয়ালমুলক, লা-শারীকা লাক্।

৮। তালবিয়া শেষে কয়েকবার দুরূদ শরীফ পড়ুন এবং দোয়া করুন। আপনার জানা মতে যে কোন দোয়া করুন।

ইহ্‌রাম বাঁধা হয়ে গেল। এখন থেকে আপনি ইহ্‌রামের বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত হলেন।

৯। এখন থেকে এ তালবিয়াই আপনার জন্য সবচেয়ে বড় ওজীফা। উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে সব সময় সাধ্যমত তালবিয়া পড়তে থাকুন।

সফর শুরূ

ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ-

"আল্লাহ্ তায়ালার নামে তাঁরই ওপর নির্ভর করে বের হচ্ছি। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ভাল কাজ করারও কোন ক্ষমতা নাই এবং মন্দ হতে বেঁচে থাকারও কোন উপায় নাই।"

যানবাহনে আরোহণকালে দোয়া

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-

অর্থঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এটাকে (এই বাহনকে) আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।

[শুধুমাত্র হজ্জের সফরেই নয়, যে কোন সময় ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এবং যানবাহন (ট্যাক্সি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) আরোহণকালে এই দোয়া পড়তে হয়। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় আরও কিছু দোয়া এই কিতাবের শেষাংশে দেওয়া আছে, মুখস্থ করুন এবং জীবনভর আমল করুন।]

জেদ্দা এয়ারপোর্ট

জেদ্দা এয়ারপোর্ট হজ্জ মৌসুমে প্রচণ্ড ভিড় হওয়া স্বাভাবিক। আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সমাধা করতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। সুতরাং এই সময় বিচলিত হবেন না, ধৈর্য ধরুন এবং নিজেকে পারিপার্শ্বিক কোলাহল থেকে নির্বিকার ও শান্ত রাখুন। খেয়াল রাখুন, আপনি এখন ইহ্‌রামের অবস্থায় আছেন।

আপনার বাস যখন জেদ্দা থেকে মক্কা শরীফের দিকে যেতে থাকবে তখন ভয় ও ভক্তির সাথে উচ্চস্বরে "তালবিয়া" পাঠ করুন। মনে মনে চিন্তা করুন, কিরূপ মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আল্লাহপাক দয়া করে আপনাকে প্রবেশের তৌফিক দিয়েছেন।

আপনার বাস মক্কা শরীফে মোয়াল্লেম অফিসের কাছে থামবে। সেখানে দাপ্তরিক কিছু কাজ করার পর হজ্জ এজেন্টের নির্ধারিত বাড়িতে গিয়ে বাস থামবে। বাস থেকে আপনার মালপত্র ঠিকমত নামিয়ে নিবেন। মালপত্র নিয়ে নির্ধারিত ঘরে দলবদ্ধভাবে উঠবেন। প্রয়োজন হলে গোসল করুন। তাওয়াফের পূর্বে গোসল করা উত্তম। শারীরিক অসুস্থতা থাকলে অজু করুন। তারপর পরিধানের কাপড়ের ব্যাপারে যদি সন্দেহ হয় যে, পবিত্র আছে কিনা, তবে ইহ্‌রামের কাপড় বদলিয়ে অন্য ইহ্‌রামের কাপড় পরে নিন।

হজ্জ এজেন্টে বা মোয়াল্লিমের লোকের সাথে অথবা আপনার সাথী কোন অভিজ্ঞ হাজী সাহেবের সাথে তালবিয়া পড়তে পড়তে কাবা ঘরে আসুন এবং যথারীতি উমরাহ্‌র বাকি কাজ পালন করুন। তাওয়াফ-সায়ীর সময় সাথে বেশি টাকা-পয়সা রাখবেন না।

মসজিদুল হারামে প্রবেশ

যদি **"বাবুস সালাম"** দরজা জানা থাকে তবে মসজিদে হারামে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম। অন্যথায় যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা জায়েজ।

মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে প্রথমে ডান পা রাখুন এবং এই দোয়া পড়ুন: [শুধু মসজিদুল হারামেই নয় যে কোন মসজিদে প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়তে হয়।]

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔

আল্লাহর নামে এ মসজিদে প্রবেশ করছি এবং অসংখ্য দুরূদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

বাইতুলস্নাহ শরীফ দেখা মাত্র দোয়া

মসজিদে হারামে প্রবেশ করে যখনই বাইতুল্লাহ শরীফের ওপর প্রথম দৃষ্টি পড়বে, তখন লোক চলাচলের রাস্তা থেকে একপাশে সরে দাঁড়ান এবং এই আমল করুন:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ،
وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ-

তারপর দুই হাত দু'আর জন্য উঠান এবং দুরূদ শরীফ পড়ে আপনার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে খুব দোয়া করুন।

এই দোয়াও করুন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُخْطِكَ وَالنَّارِ-

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত কামনা করছি এবং আপনার অসন্তুষ্টি এবং দোযখ থেকে পানাহ চাচ্ছি"। এটি একটি দোয়া কবুলের বিশেষ সময়।

চিন্তা করুন, আপনি কী দেখছেন! আপনার সারা জীবনের আকাঙ্খিত বস্তু এখন আপনার চোখের সামনে। আপনার দু'চোখ ভরে হয়ত পানি আসতে চাইবে। এই সময় কান্না না থামিয়ে বরং আকুল হয়ে কেঁদে নিন। অন্য লোকে যে যাই বলুক, ভ্রূক্ষেপ করবেন না। এখন দোয়া কবুলের সময়। এ সুযোগ জীবনে আর নাও আসতে পারে। **বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রে এই হজ্জ জীবনের প্রথম এবং শেষ হজ্জ।** আল্লাহ্ তায়ালা হয়ত এর পরে আরও অনেকবার আপনাকে হজ্জে নিয়ে আসবেন, তবুও এই প্রথম দেখার আবেগ-অনুভূতি শিহরণ-ভয়-ভালবাসা সম্পূর্ণ আলাদা। এখনই আপনার জীবনের

সমস্ত গোনাহ মাফ চেয়ে নিন। দোয়া কবুলের এমন সুবর্ণ সুযোগ যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়।

উমরাহ্‌র দ্বিতীয় কাজঃ তাওয়াফ করা (ফরজ)

(তাওয়াফের শাব্দিক অর্থ, কোন কিছুর চারদিকে ঘোরা। ইসলামী পরিভাষায় কাবা শরীফের চতুর্দিকে পাক-পবিত্র অবস্থায় শরীয়ত নির্দেশিত নিয়মে সাতবার প্রদক্ষিণ বা চক্কর দেওয়াকে তাওয়াফ বলা হয়)।

তাওয়াফের প্রস্তুতি

এখন আপনি তাওয়াফ করার জন্য হাজরে আসওয়াদের দিকে চলুন এবং সেখানে পৌঁছে আপনি ইহ্‌রামের যে চাদর পরিধান করে আছেন, সেই চাদরের ডান অংশ ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের ওপর রেখে দিন। অর্থাৎ ডান কাঁধ খোলা থাকবে এবং বাম কাঁধ চাদরে ঢাকা থাকবে। এরূপ করাকে ইজতিবা বলে। পূর্ণ তাওয়াফেই (সাত চক্করেই) ইজতিবা করতে হবে অর্থাৎ চাদরকে এইভাবে রাখতে হবে।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারন করিয়া দিয়াছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলিয়াছিলাম 'আমার সহিত কোন শরীক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদের জন্য যাহারা তাওয়াফ করে এবং যাহারা সালাতে দাড়ায়, রুকু ও সিজদা করে।

সুরা হজ্জ, আয়াত ঃ ২৬

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

সুরা বাকারা, আয়াত ঃ ২০১

তাওয়াফ শুরু করার স্থান

এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করিয়া দাও, উহারা তোমার নিকট আসিবে পদব্রজে ও সর্ব প্রকার ক্ষীনকায় উষ্ট্রের পিঠে, উহারা আসিবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া।

সুরা হজ্জ, আয়াত ঃ ২৭

সায়ীঃ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ـ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ـ

সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৮

সায়ী করার স্থান

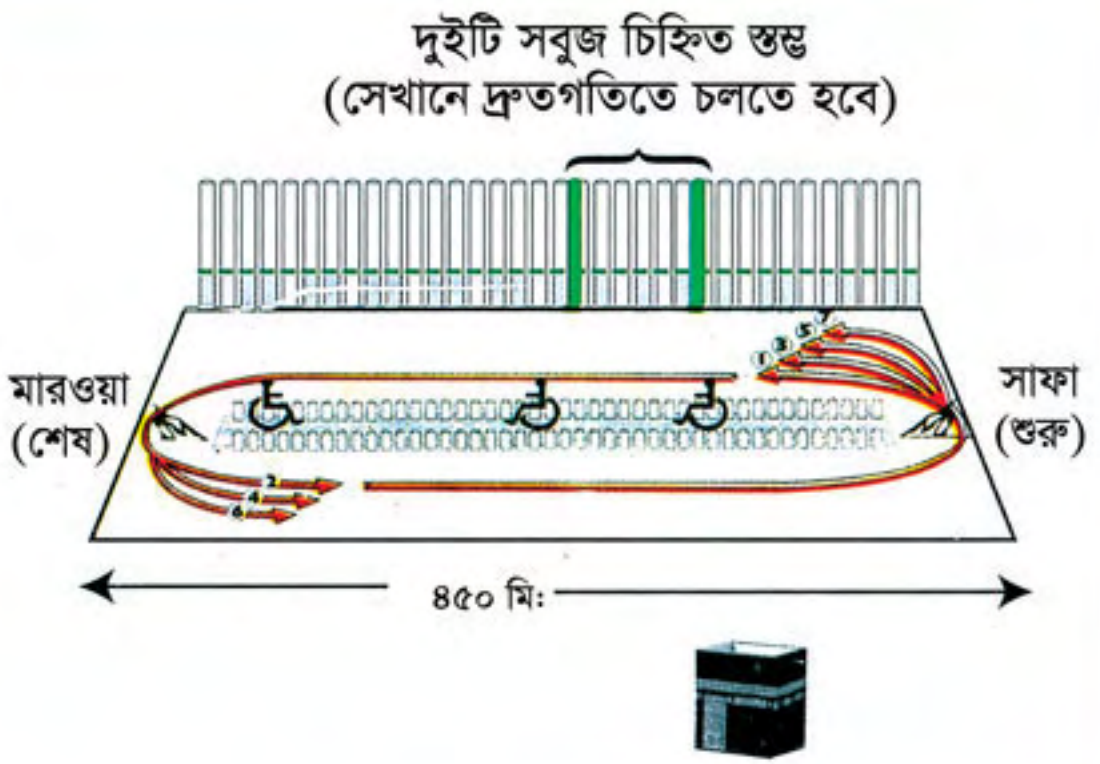

সাফা থেকে মারওয়ার দূরত্ব প্রায় ৪৫০ মিটার

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

আরও স্মরণ রাখতে হবে যে, উমরাহর তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করতে হবে। অর্থাৎ বীরের ন্যায় বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে ঘন ঘন কদম ফেলে কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতে হবে।

(শুধু উমরাহ্‌র তাওয়াফের জন্যই ইজতিবা করতে হয়, তাওয়াফের পর নামাজে ইজতিবা করা মাকরূহ। বিমান বা বাসের ভেতরে বা অন্য কোন সময়ে ইজতিবা করবেন না)

তাওয়াফের নিয়ত

এখন আপনি কাবা ঘরের যে দিকে হাজরে আসওয়াদ আছে সে দিকে এসে কাবামুখী হয়ে এভাবে দাড়ান যেন হাজরে আসওয়াদ আপনার ডান দিকে থাকে এবং মসজিদুল হারামের গায়ে যে সবুজ বাতি দিয়ে চিহ্নিত করা আছে তা আপনার পেছন দিকে থাকে। এ পর্যন্ত যে তালবিয়া পড়ে এসেছেন তা বন্ধ করে দিন। অতঃপর এভাবে তাওয়াফের নিয়ত করুন:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ
سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ
مِنِّىْ-

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার সম্মানিত ঘর সাতবার তাওয়াফ করার নিয়ত করছি, তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।"

(তাওয়াফের নিয়ত করা ফরজ। নিয়ত না করলে তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। নিয়ত অর্থ মনে মনে সংকল্প করা। নিয়তের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই মুখে বাক্য উচ্চারণ করার নিয়ম প্রচলিত আছে। নিজ

মাতৃভাষায় বা মনে মনে এতটুকু বললেই হবে যে, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার ঘর তাওয়াফ করার নিয়ত করছি"।)

তারপর ডানদিকে এতটুকু চলুন যেন হাজরে আসওয়াদ ঠিক আপনার বরাবর হয়ে যায়।

তারপর নামাজের তাকবীর তাহরীমার মত দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে বলুন:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ-

তারপর দু'হাত নামিয়ে ফেলুন।

ইসতিলাম অথবা ইশারা

তারপর সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে চুমু খেয়ে অথবা হাতে স্পর্শ করে হাতে চুমু খেয়ে নতুবা দুই হাতের তালু দিয়ে হজরে আসওয়াদের প্রতি ইশারা করে দুই হাতেই চুমু খেয়ে কাবা শরীফকে আপনার বাম দিকে রেখে তাওয়াফ আরম্ভ করুন এবং বাইতুল্লাহ্‌র দরজার দিকে চলুন। (হাজরে আসওয়াদ, মূলতাযাম, রুকনে ইয়ামানী ইত্যাদিতে আজকাল সুগন্ধি মেখে দেওয়া হয়, সুতরাং ইহ্‌রাম অবস্থায় এগুলো স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা উচিত)। তাওয়াফ করা অবস্থায় নিজের বুক ও পিঠ বাইতুল্লাহ্‌ শরীফের দিকে করা যাবে না; তবে হাজরে আসওয়াদ চুমু দেওয়ার সময় বুক বাইতুল্লাহ্‌ শরীফের দিকে করা থাকে।

তাওয়াফের সময় দৃষ্টি সংযত করে নিচের দিকে রাখুন। অত্যন্ত আদবের সাথে তাওয়াফ করুন আল্লাহ্পাকের ভয়-ভীতি অন্তরে রাখুন। আল্লাহ্পাকের হামদ-সানা ও দোয়া-দুরূদ পড়তে থাকুন। কত বড় খোশনসীব আপনার; আল্লাহ্পাকের কত বড় মেহেরবানী আপনার উপরে! তাওয়াফ করার সময় পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন দোয়া বর্ণিত নেই।

প্রচলিত দোয়াগুলোর অর্থ জেনে আরবীতে পাঠ করতে পারলে খুবই ভাল। অন্যথায় নিজ মাতৃভাষায় দোয়া করতে পারেন। অথবা নিচের দিকে তাকিয়ে খুব মনোযোগ ও ধ্যানের সাথে তাওয়াফ করাই শ্রেয়। কেউ কেউ আরবী অশুদ্ধ উচ্চারণে শব্দ করে দোয়াগুলো পড়তে থাকে তাতে অন্যান্য তাওয়াফকারীদের মনোযোগ নষ্ট হয়।

খুব শান্ত-শিষ্টভাবে তাওয়াফ শুরূ করূন আর প্রথম চক্করের দোয়া পড়ুন।

তাওয়াফের

প্রথম চক্করের দোয়া

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا
بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ وَالصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ
وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَ وَفَآءً بِعَهْدِكَ
وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِى الدِّيْنِ
وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ،وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ،
وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ـ

প্রথম চক্করের দোয়ার উচ্চারণঃ সুব্হানাল্লাহি ওয়াল্হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাসদীকাম বিকিতাবিকা ওয়া-ওয়াফাআম বিআহ্দিকা ওয়া ইত্তিবাআল লিসুন্নতি নাবিয়্যিকা ওয়া হাবীবিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল আফ্ওয়া ওয়াল আফিয়াতা ওয়াল মুয়াফাতাদ্ দা-ইমাতা ফিদ্ দীনি ওয়াদ্দুন্ইয়া ওয়াল্ আখিরাতি, ওয়াল ফাওযা বিল্জান্নাতি ওয়ান্ নাজাতা মিনান্ নার।

প্রথম চক্করের দোয়ার অর্থঃ আল্লাহ্ পাক-পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য; আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহামহিম আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া ভাল কাজ করারও কোন ক্ষমতা নেই এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকারও কোন উপায় নেই। আর দুরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম– এর প্রতি এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি। হে আল্লাহ্। আমি তোমাকেই মাবুদ স্বীকার করছি এবং তোমাকেই সত্য জেনেছি এবং তোমার কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং তোমার নবী ও প্রিয় হাবীব আমাদের নেতা হজরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম– এর সুন্নাতের অনুরসরণ করে তোমার নিকট দেয়া ওয়াদা পালন করেছি। হে আল্লাহ্! তোমার ক্ষমার দরজা আমার জন্য সব সময় খোলা রাখ এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে মঙ্গল দান কর। জান্নাত দান করে আমাকে

সাফল্য প্রদান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাকে রক্ষা কর।

তারপর সামনে অগ্রসর হলে দেখতে পাবেন অর্ধবৃত্তাকারে মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর ঘেরা একটি স্থান। একে হাতীম বলে। তারপর আরও কিছুটা অগ্রসর হলে আপনি পৌঁছে যাবেন বাইতুল্লাহ্‌র পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে যাকে 'রুক্‌নে ইয়ামানী' বলে।

যখন রুক্‌নে ইয়ামানীর কোণে পৌঁছবেন, তখন সেই কোণে চুমু দিবেন না, শুধু দুই হাত বা ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করবেন, সম্ভব না হলে এর প্রয়োজন নেই, ইশারা করার জন্য হাত উঠাবেন না।

রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে এই দোয়া পড়ুন: এই স্থানে এই দোয়াটি পড়ার কথা হাদিস শরীফে আছে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً
وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ - وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ
يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ-

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর। আর জাহান্নামের আজাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। হে

মহাপরাক্রমশালী, হে মার্জনাকারী, হে সারা জাহানের প্রতিপালক।

এই দোয়া পড়তে পড়তে হাজরে আসওয়াদ বরাবর পৌছলে (মসজিদুল হারামের গায়ে সবুজ বাতি দিয়ে চিহ্নিত স্থানটুকু দেখে নিন) এক চক্কর পূর্ণ হয়ে যাবে। এখন 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ' বলে, সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদে চুমু খাবেন, অথবা হাতের দুই তালু দিয়ে ইশারা করে দুই হাতেই চুমু খাবেন, এই এক চক্কর পূর্ণ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ، وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ، وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ، وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ، وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، وَهٰذَا مَقَامُ الْعَآئِذِبِكَ مِنَ النَّارِ، فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَى النَّارِ ـ

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا، وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

দ্বিতীয় চক্করের দোয়ার উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না হাযাল্ বাইতা বাইতুকা, ওয়াল্ হারামা হারামুকা, ওয়াল্ আম্না আম্নুকা, ওয়াল আব্দা আব্দুকা, ওয়া আনা আব্দুকা ওয়াব্নু আবদিকা, ওয়া হাযা মাকামূল আয়িজিবিকা মিনান্নার। ফাহার্‌রিম লুহুমানা ওয়া বাশারাতানা আলান্ নার। আল্লাহুম্মা হাব্বিব্ ইলাইনাল্ ঈমানা ওয়া যায়্যিন্হু ফী কুলুবিনা, ওয়া কার্‌রিহ্ ইলাইনাল কুফ্‌রা ওয়াল ফুসুক্বা ওয়াল ইস্‌ইয়ানা, ওয়াযআলনা মিনার রাশিদীন। আল্লাহুম্মা কিনী আজাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাকা-আল্লাহুম্মার যুক্‌নিল জান্নাতা বিগাইরি হিসাব।

দ্বিতীয় চক্করের দোয়ার অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই ঘর তোমারই ঘর। এ হারাম তোমারই হারাম। এর নিরাপত্তা তোমারই প্রদত্ত নিরাপত্তা। এখানের বাসিন্দাগণ তোমারই বান্দা। আমিও তোমারই বান্দা এবং তোমার বান্দার সন্তান। দোজখের আগুন হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাওয়ার এটাই যে প্রকৃষ্ট স্থান। অতএব, তুমি আমাদের দেহের গোশ্‌ত ও চর্মকে দোজখের আগুন থেকে হারাম করে দাও। হে আল্লাহ্! ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয়তর করে দাও এবং আমাদের অন্তরসমূহে একে আকর্ষণীয় করে তোল। কুফরী, অবাধ্যতা ও অপরাধ প্রবণতার প্রতি আমাদের অন্তর সমূহে ঘৃণার সঞ্চার কর এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের অর্ন্তভুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ্! যেদিন তুমি তোমার বান্দাগণকে বিচারের জন্য সমবেত করবে, সেদিনের শাস্তি হতে আমাকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ্! আমাকে বিনা হিসাবে বেহেশ্‌ত নসিব কর।

তৃতীয় চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ
وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ
الْمَنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ
وَالْوَلَدِ ـ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ـ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ

তৃতীয় চক্করের দোয়ার উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাশ্ শাক্কি ওয়াশ্ শিরকি ওয়াশ্ শিক্বাক্বি ওয়ান নিফাকি ওয়া সূ-ইল আখ্লাক্বি, ওয়া সূ-ইল মান্যারি ওয়াল্ মুনক্বালাবি ফিল মালি, ওয়াল আহ্লি, ওয়াল্ ওয়ালাদ্। আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আউজুবিকা মিন ছাখাতিকা ওয়ান্নার। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন্ ফিত্নাতিল ক্বাবরি ওয়া আউযুবিকা মিন্ ফিত্নাতিল্ মাহ্ইয়া ওয়াল্ মামাত।

তৃতীয় চক্করের দোয়ার অর্থঃ হে আল্লাহ্। আমি আমার ঈমানের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ, শির্কী, বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, চরিত্রভ্রষ্টতা, কুদৃষ্টি ও মন্দ দৃশ্য দর্শন এবং বাড়ী ফিরে আমার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন, সন্তানাদির বিনাশ দর্শন হতে তোমার দরবারে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি এবং বেহেশ্তই তোমার কাছে কাম্য। তোমার অসন্তুষ্টি এবং জাহান্নামের আগুন হতে তোমার দরবারে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্। কবরের মহাপরীক্ষা এবং জীবন ও মৃত্যুর যাবতীয় বিপর্যয় হতে তোমার দরবারে আশ্রয় চাচ্ছি।

চতুর্থ চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا
مَّشْكُوْرًا، وَذَنْبًا مَّغْفُوْرًا، وَعَمَلًا
صَالِحًا مَّقْبُوْلًا، وَتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ۔
يَا عَالِمَ مَا فِى الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِىْ يَا
اَللّٰهُ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ۔ اَللّٰهُمَّ
اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ
وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ
اِثْمٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالْفَوْزَ
بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ۔
رَبِّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ، وَبَارِكْ لِىْ
فِيْمَآ اَعْطَيْتَنِىْ، وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ
غَآئِبَةٍ لِّىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ۔

চতুর্থ চক্করের দোয়ার উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ্ আল্হু হাজ্জাম্ মাবরূরাঁও সা'ইয়াম্ মাশ্কূরান, ওয়া যাম্বাম মাগফূরান, ওয়া আমালান্ সালিহান মাকবুলান, ওয়া তিজারাতাল্ লান্তাবূর। ইয়া আলিমা মা ফিস্সূদূর, আখ্রিজ্নী ইয়া আল্লাহু মিনাজ্জুলুমাতি ইলান্ নূর। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মুজিবাতি রাহ্মাতিকা ওয়া আযা-ইমা মাগ্ফিরাতিকা ওয়াস্-সালামাতা মিন্ কুল্লি ইসমিন ওয়াল গানীমাতা মিন কুল্লি বিররিন ওয়াল ফাওযা বিল্জান্নাতি ওয়ান নাজাতা মিনান্নার। রাব্বি ক্বান্নি'নী বিমা রাযাক্-তানী, ওয়া বারিক্লী ফি মা আ'তাইতানী, ওয়াখ্লুফ্ আলা কুল্লি গা-ইবাতিল্ লী মিন্কা বিখায়ের।

চতুর্থ চক্করের দোয়ার অর্থঃ হে আল্লাহ্। আমার এ হজ্জকে মকবুল হজ্জ বানিয়ে দাও। আমার এ প্রচেষ্টাকে গ্রহণযোগ্য করে নাও। আমার গুনাহ্রাশি মাফ করে দাও। সৎকর্মসমূহ কবুল করে নাও এবং আমার ব্যবসাকে ক্ষতিহীন ব্যবসাতে পরিণত কর। হে অন্তর্যামী। হে আল্লাহ্! আমাকে গুমরাহীর অন্ধকার হতে বের করে হিদায়েতের আলোকে আলোকোজ্জ্বল কর। হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে রহমত ও মাগফিরাতের উপকরণ চাচ্ছি। সকল প্রকার গুনাহ্ হতে বাঁচার এবং সর্বপ্রকার নেকি হতে উপকৃত হওয়ার তাওফীক আমি তোমার দরবারে চাচ্ছি। জান্নাত লাভে সাফল্য এবং দোজখ হতে মুক্তির দরখাস্ত পেশ করছি। হে পরওয়ারদিগার! তুমি যে রিযিক আমাকে দান করেছ, তাতেই আমাকে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট রাখ এবং তোমার প্রদত্ত নিয়ামতরাজিতে আমাকে রবকত দাও। আমার সব অপূর্ণতাকে মঙ্গল দ্বারা পূর্ণ করে দাও।

পঞ্চম চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ
لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ، وَلَا بَاقِىَ اِلَّا وَجْهُكَ،
وَاسْقِنِىْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً
هَنِيْئَةً مَّرِيْئَةً لَّا نَظْمَأُ بَعْدَهَا اَبَدًا ـ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا
سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ
شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا
وَمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ
عَمَلٍ ـ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يُقَرِّبُنِىْ
اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ ـ

পঞ্চম চক্করের দোয়ার উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আযিল্লানী তাহ্তা যিল্লি আরশিকা, ইয়াওমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুকা, ওয়া লা বাকিয়া ইল্লা ওয়াজ্হুকা, ওয়াস্কিনী মিন্ হাওযি নাবিয়্যিকা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা শারবাতান্ হানী আতাম্ মারীআতাল্লা নায্মাউ বা'দাহা আবাদা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ আলুকা মিন্ খায়রি মা সাআলাকা মিন্হু নাবিয়্যুকা সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়া আউযুবিকা মিন্ শার্রি মাস্তাআযাকা মিন্হু নাবিয়্যুকা সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল্ জান্নাতা ওয়া না'ঈমাহা ওয়ামা ইউকার্রিবুনী ইলাইহা মিন কাওলিন আও ফিলিন আও আমালিনা, ওয়া আউজুবিকা মিনান্নার, ওয়ামা- ইউক্বার্রিবুনী ইলাইহা মিন্ ক্বাওলিন্ আও ফি'লিন আও আ'মাল।

পঞ্চম চক্করের দোয়ার অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে ঐ দিন তোমার আরশের নিচে ছায়া দান করো, যে দিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না এবং তুমি ছাড়া কেউ টিকে থাকতে পারবে না। আমাকে তোমার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাউজে কাউসার থেকে সেই পানীয় প্রদান করো, যে পানীয় পান করার পর আর কখনও পিপাসা লাগবে না। হে আল্লাহ্! তোমার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার কাছে যেসব কল্যাণ ও মঙ্গল চেয়েছিলেন সেগুলো আমি ও তোমার নিকট চাচ্ছি এবং যে অকল্যাণ হতে তোমার নবী (স.) আমাদের নেতা মুহাম্মদ সালস্নালস্নাহু আলাইহি ওয়া সালস্নাম তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন সেগুলো হতে আমিও তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে বেহেশ্ত ও তার নিয়ামতসমূহ এবং বেহেশ্তের নিকটবর্তী করতে পারে এমন কথা কাজ ও আমলের তাওফীক চাচ্ছি এবং আমি তোমার কাছে দোজখ হতে এবং এমন কাজ, কথা ও আমল হতে আশ্রয় চাই যা আমাকে দোজখের নিকটবর্তী করবে।

ষষ্ঠ চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً
فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ، وَحُقُوْقًا
كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ ـ
اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِيْ
وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ
وَاَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَّعْصِيَتِكَ، وَبِفَضْلِكَ
عَنْ مَّنْ سِوَاكَ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ـ
اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ، وَ وَجْهَكَ
كَرِيْمٌ، وَاَنْتَ يَا اَللّٰهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ
عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ ـ

ষষ্ঠ চক্করের দোয়ার উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না লাকা আলাইয়্যা হুকুক্বান কাসীরাতান ফীমা বাইনী ওয়া বাইনাকা, ওয়া হুকুক্বান কাসীরাতান ফীমা বাইনী ওয়া বাইনা খাল্‌ক্বিক। আল্লাহুম্মা মা কানা লাকা মিন্‌হা ফাগ্‌-ফিরহু লী ওয়ামা কানা লি খালকিকা ফাতাহাম্মাল্‌হু আন্নী, ওয়া আগ্‌-নিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া বিতাআতিকা আম্‌ মা'সিয়্যাতিকা ওয়া বিফাদলিকা আম্‌মান্‌ সিওয়াকা, ইয়া ওয়াসিআল্‌ মাগফিরাহ্‌। আল্লাহুম্মা ইন্না বাইতাকা আযীম, ওয়া ওয়াজ্‌হাকা কারীম্‌ ওয়া আন্‌তা ইয়া আল্লাহু হালীমুন কারীমুন আযীমুন, তুহিব্বুল আফ্‌ওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

ষষ্ঠ চক্করের দোয়ার অর্থঃ হে আল্লাহ্‌। আমার প্রতি তোমার অর্পিত অনেক দায়-দায়িত্ব আছে, যা কেবল তোমার আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আরো অনেক দায়-দায়িত্ব আমার ওপর রয়েছে, যা তোমার সৃষ্টি ও আমার মাঝে সীমাবদ্ধ। হে আল্লাহ্‌! আমার ওপর তোমার যে হক আছে, তা ক্ষমা করে দাও এবং তোমার সৃষ্টির হকগুলো আদায়ের দায়িত্ব তুমিই গ্রহণ কর। তোমার হালাল দ্বারা তোমার হারাম হতে আমাকে মুক্ত রাখ তোমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে তোমার নাফরমানী হতে বাঁচাও। হে মহাক্ষমাশীল! তোমার অনুগ্রহ দ্বারা অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে আমাকে বাঁচাও। হে আল্লাহ্‌! নিশ্চয় তোমার ঘর অতিশয় মর্যাদাবান এবং তুমি মহান ও দয়ালু। হে আল্লাহ্‌! তুমি অতিশয় দয়ালু, সহনশীল ও মহান। তুমি তো ক্ষমা পছন্দ কর, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও।

সপ্তম চক্করের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلًا،
وَيَقِيْنًا صَادِقًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَقَلْبًا
خَاشِعًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَرِزْقًا حَلٰلًا
طَيِّبًا، وَتَوْبَةً نَّصُوْحًا، وَتَوْبَةً قَبْلَ
الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ، وَمَغْفِرَةً
وَرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ
الْحِسَابِ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ
مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا
غَفَّارُ، رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ
بِالصَّالِحِيْنَ -

সপ্তম চক্করের দোয়ার উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ঈমানান্ কামিলান ওয়া ইয়াকীনান্ সাদিকান্ ওয়া রিযকান ওয়াসিআন ওয়া কাল্বান্ খাশিআন, ওয়া লিসানান্ যা-কিরান্ ওয়া রিযকান হালালান্ তায়্যিবান, ওয়া তাওবাতান্ নাসূহান্ ওয়া তাওবাতান ক্বাবলাল মাওতি, ওয়া রাহাতান ইন্দাল্ মাওতি ওয়া মাগ্ফিরাতান ওয়া রাহ্মাতান বা'দাল মাউত, ওয়াল্ আফ্ওয়া ইনদাল্ হিসাবি, ওয়াল্ ফাওযা বিল্জান্নাতি ওয়ান্নাজাতা মিনান্ নার। বিরাহ্মাতিকা ইয়া আযীযু, ইয়া গাফ্ফারু, রাব্বি যিদ্নী ইল্মাঁও ওয়া আল্হিক্নী বিস্সালিহীন।

সপ্তম চক্করের দোয়ার অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পরিপূর্ণ ঈমান, সত্যিকারের বিশ্বাস, ভীত হৃদয় , যিকিরে নিমগ্ন জিহ্বা, সচ্ছল জীবিকা, পবিত্র ও হালাল রোজগার, সত্যিকারের তাওবা, মৃত্যুর পূর্বে তাওবা, মৃত্যুর সময়ে শান্তি, মৃত্যুর পরে ক্ষমা ও দয়া, বিচারের সময়ে মার্জনা, বেহেশ্ত লাভের মাধ্যমে সাফল্য ও দোজখ হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি। হে মহাপরাক্রমশীল ও ক্ষমাশীল! তোমার দয়ায় আমার দোয়া কবুল কর। হে আমার প্রতিপালক! আমার ইল্ম বাড়িয়ে দাও এবং সৎকর্মশীলগণের দলে আমাকে শামিল কর।

তারপর এমনিভাবে সাত চক্কর পুরা করে তাওয়াফকার্য শেষ করে নিন। এখন চাদরের ইজতিবা খুলে ডান কাঁধ ঢেকে নিন।

মূলতাযাম

তাওয়াফের সাত চক্কর পূর্ণ করে সম্ভব হলে মূলতাযামে আসুন। হাজরে আসওয়াদ এবং কাবা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে মূলতাযাম বলে। মূলতাযাম ধরে খুব দোয়া করুন। এটা দোয়া কবুলের বিশেষ জায়গা। যে কোন ভাষায় আল্লাহর কাছে মনের

আবেগ প্রকাশ ও প্রার্থনা করা যায়। কিন্তু যদি এখানে খোশবু লাগানো থাকে, (যেমন– অনেক সময় লেগে থাকে) অথবা যদি এখানে প্রচণ্ড ভিড় থাকে তবে এখন নয়। অন্য এক সময়ে সুযোগ-সুবিধামত মূলতাযামকে আঁকড়ে ধরে প্রাণভরে দোয়া করে নেবেন।

মূলতাযামের দোয়াঃ

"হে প্রাচীন গৃহের প্রভু! আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত কর। আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দাও। আমাকে প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে রক্ষা কর। আমাকে সন্তুষ্ট কর তোমার দেয়া রিযিকের উপর এবং আমাকে দেয়া তোমার রিযিকে বরকত দান কর। হে আলস্নাহ! এ গৃহ তোমার গৃহ, এ বান্দা তোমার বান্দা এবং এটা জাহান্নাম থেকে আশ্রয়প্রার্থীর স্থান। হে আলস্নাহ্! আমাকে তুমি তোমার কাছে আগমনকারীদের মধ্যে অধিক সম্মানিত কর।"

তাওয়াফের নামাজ (ওয়াজিব)

তাওয়াফ শেষ করার পর মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দুই রাকাত নামাজ সালাতুত তাওয়াফের নিয়তে দুই কাঁধ ঢেকে আদায় করুন। ভিড়ের কারণে এখানে সম্ভব না হলে, আশেপাশে কোথাও পড়ে নিন। উক্ত দুই রাকআত নামাজের প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস দিয়ে পড়া উত্তম। অবশ্য সূরা ফাতিহার পর অন্য যে কোন সূরা পাঠ করলেও চলবে।

মাকামে ইব্রাহীমে নামাজের পর এই দোয়া-

"হে আলস্নাহ! সহজ করে দাও আমার জন্যে কঠিন বিষয়, আমাকে রক্ষা কর কঠিন বিষয় থেকে এবং আমাকে ইহ ও পরকালে ক্ষমা কর।

হে আলস্নাহ! আমাকে আপন কৃপায় গোনাহ্ থেকে রক্ষা কর, যাতে তোমার নাফরমানী না করি, আমাকে তোমার তওফীক দ্বারা আনুগত্যে সাহায্য কর, আমাকে তোমার নাফরমানী থেকে আলাদা রাখ এবং আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত কর, যারা তোমাকে, তোমার ফেরেশতাগণকে, তোমার রসূলগণকে এবং তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদেরকে ভালবাসে। হে আলস্নাহ! আমাকে তোমার ফেরেশতাগণের, রসূলগণের ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণের প্রিয় কর। হে আলস্নাহ! তুমি যেমন আমাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছ, তেমনি আপন কৃপায় ও ক্ষমতাবলে আমাকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আমার দ্বারা আপন আনুগত্য ও রসূলের আনুগত্যের কাজ নাও এবং আমাকে এমন ফেতনা থেকে আশ্রয় দাও, যার কোন প্রতিকার নেই।"

জমজম কূপের নিকটে

তাওয়াফের ওয়াজিব নামাজ পড়ার পর যমযমের পানি তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে পান করুন এবং কিছুটা পানি নিজের মুখমণ্ডলে ও বুকে ছিটিয়ে দিন।

জমজমের পানি পানের দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ-

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছ থেকে উপকারী জ্ঞান, পর্যাপ্ত রিজিক এবং সকল প্রকার রোগ থেকে মুক্তি কামনা করছি।

যদি সম্ভব হয়, যমযমের পানি পানের দোয়াটিও মুখস্থ করুন। কারণ হজ্জের সফরে বহুবার যমযমের পানি পান করার সুযোগ হয় তখন ওই দোয়া পড়তে পারবেন। যদি এই দোয়া সম্পূর্ণ পড়তে না পারেন, তবে পান করার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' এবং শেষে 'আল্হাম্দুলিল্লাহ্' বলুন।

যমযমের পানি দ্বারা ওজু

যার শরীর পবিত্র আছে তিনি বরকতের জন্য যমযমের পানি দ্বারা ওজু অথবা গোসল করতে পারেন।

যমযমের পানি এস্তেঞ্জা এবং কাপড়ের নাপাকী দূর করার জন্য ব্যবহার করা নিষেধ।

উমরাহ্‌র তৃতীয় কাজ সায়ী করা (ওয়াজিব)

এরপর হাজরে আসওয়াদে ইস্তিলাম অর্থাৎ সম্ভব হলে চুমু দিয়ে বা হাতে ইশারা করে হাতেই চুমু দিয়ে সায়ীর উদ্দেশ্যে সাফা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হোন।

সাফা পাহাড়ের নিকটে এসে কুরআন শরীফের এই আয়াতটি পড়ুন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের কাছে এসে এই আয়াতটি পড়েন।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ
الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ
يَطَّوَّفَ بِهِمَا
-وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ
عَلِيْمٌ-

"নিশ্চয়ই 'সাফা' ও মারওয়া' আল্লাহতায়ালার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরা পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটির মধ্যে সায়ী করলে কোন দোষ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেকির কাজ করলে আল্লাহ্‌ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।"

সাফা পাহাড়ের উপর এতটুকু উঠুন যেন কাবা শরীফ নজরে পড়ে। তারপর কাবা শরীফের দিকে ফিরে সায়ীর নিয়ত করুন। "হে আল্লাহ্ আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য সাফা এবং মারওয়া সায়ী করার নিয়ত করছি। এটি আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।"

এখানে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দোয়া করার সময় যেভাবে হাত উঠানো হয় সেভাবে হাত উঠিয়ে (কান পর্যন্ত হাত উঠানো ভুল এবং সুন্নতের খেলাফ) তিনবার তাকবীর-তাহলীল, দোয়া দুরূদ ইত্যাদি পড়ে দোয়া করুন।

সাফা-মারওয়ার উপরে দোয়া ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ-
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ-
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ-

তারপর সাফা পাহাড় থেকে নেমে আসুন এবং মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলুন।

[সায়ীর জন্য কোন খাস দোয়া নাই। ওলামায়ে কেরাম দ্বারা প্রচলিত কিছু দোয়া রয়েছে। দোয়াগুলোর অর্থ জেনে আরবীতে পাঠ করতে পারলে খুবই ভাল। অন্যথায় মাতৃভাষায় দোয়া করতে পারেন।]

প্রথম সায়ীর দোয়া

(সাফা থেকে মারওয়া)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ،
اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا،
وَسُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ
الْكَرِيْمُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا، وَمِنَ اللَّيْلِ
فَاسْجُدْلَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا - لَآ
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ
عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ - لَا شَيْءَ
قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ
حَيٌّ دَّآئِمًا لَا يَمُوْتُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا -
بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ - وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ،
وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ،
اِنَّكَ تَعْلَمُ مَالَا نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ

الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ، رَبَّنَا نَجِّنَا مِنَ النَّارِ
سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ فَرِحِيْنَ
مُسْتَبْشِرِيْنَ مَعَ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ
مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ
النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا،
ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ
عَلِيْمًا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حَقًّا حَقًّا لَآ اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ تَعَبُّدًا وَّرِقًّا، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا
نَعْبُدُ اِلَّآ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ
وَلَوْكَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ -
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ -

<u>প্রথম সায়ীর দোয়ার উচ্চারণঃ</u> আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কাবীরাঁও ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসিরাঁও ওয়া সুবহানাল্লাহিল আজীমি, ওয়া বিহামদিহিল কারীমু, বুকরাতাঁও ওয়া আসীলা, ওয়া মিনাল্লাইলি ফাস্‌জুদ্‌লাহু ওয়া ছাব্বিহ্‌হু লাইলান তবীলা, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদ্‌দাহু আনজাযা ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু, ওয়া হাজামাল আহজাবা ওয়াহদাহু-লা-শাইয়া কাবলাহু ওয়ালা বাদাহু ইউহ্‌ইয়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়াহুয়া হায়্যুন দায়িমান লাইয়ামুতু ওয়ালা ইয়ামুতু আবাদান বি ইয়াদিহিল খায়রু, ওয়া ইলাইহিল মাছীরু, ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীরু, রাব্বিগফির ওয়ার্‌হাম ওয়া'ফু ওয়া তাকার্‌রাম ওযা তাজাওয়ায্‌ আম্মা তা'লামু। ইন্নাকা তা'লামু মা-লা, নালামু ইন্নাকা আনতাললস্নাহুল আআযযুল আকরাম, রাব্বানা নাজ্‌জিনা মিনান্নারি সালিমীনা গানিমীনা ফারিহীনা মুসতাবশিরীনা মাআ ইবাদিকাছ ছালিহীন মা'আল্লাজীনা আন'আমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্‌ নাবিয়্যীনা ওয়াস সিদ্দিকীনা ওয়াশ শুহাদায়ি ওয়াস সালিহীনা। ওয়া হাসুনা উলা-য়িকা রফীকা। জালিকাল ফাদ্বলু মিনাল্লাহি, ওয়া কাফা বিল্লাহি 'আলীমা। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু হাক্‌কান হাক্‌কা, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু তা'আব্‌বুদাঁও ওয়া রিকান লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখলিসীনা লাহুদ্‌দীনা, ওয়া লাও কারিহাল কাফিরুন।

ইন্নাস সাফা ওয়াল্ মার্ওয়াতা মিন শা''আয়িরিল্লাহি ফামান্ হাজ্জাল বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা 'আলাইহি আঁই ইয়াত্তাউওয়াফা বি হিমা, ওয়া মান্ তাতাউওয়া'আ খায়রান ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন 'আলীম।

<u>প্রথম সায়ীর দোয়ার অর্থঃ</u> "আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে। আল্লাহ মহান ও সীমাহীন প্রশংসা তাঁরই জন্যে। মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি দয়ালু আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনার সাহায্যে সন্ধ্যা ও সকালে। রাতের কোন এক সময়ে উঠে তাঁর দরবারে সিজ্দা কর। আর দীর্ঘ রাত ধরে তাঁর পবিত্রতা বয়ান কর। আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য আর কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি ওয়াদা পালন করেছেন, তাঁর বান্দা (মুহাম্মদ সাঃ)-কে একাই তিনি সাহায্য করেছেন আর পরাজিত করেছেন কাফির দলগুলোকে। তিনি অনাদি-অনন্ত। তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, অক্ষয়-অমর, তিনি কল্যাণময়, ফিরে যেতে হবে তাঁরই নিকট সকলকে আর সবকিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, মেহেরবানী কর এবং সম্মানিত কর। আর আমাদের (গুনাহ) ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয়ই তুমি জান, যা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশীল, মহা-

সম্মানী। হে আমার প্রতিপালক! দোজখ হতে আমাদেরকে বাঁচাও। আমাকে নিরাপদ, সফলকাম ও সানন্দে রেখ। তোমার সৎ বান্দাদের সঙ্গে যারা তোমার ইনাম পেয়েছেন, অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও অন্যান্য নেক বান্দাদের সঙ্গে আমাদেরকেও রাখ। কারণ, তাঁরাই হচ্ছে উত্তম বন্ধু। এ কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ; আল্লাহ্ খুব ভালভাবেই জানেন। সত্য মনে বলছি, উপাস্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, একমাত্র আল্লাহ্ই আমাদের বন্দেগী আর গোলামী পাওয়ার যোগ্য। (স্বীকার করছি) আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না, সত্যিকার আনুগত্য শুধু তাঁরই জন্য যদিও কাফিররা তা পছন্দ করে না।

নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহতায়ালার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরাহ্ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটির মধ্যে সায়ী করলে কোন দোষ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেকির কাজ করলে আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।"

মিলাইনে আখযারাইনে অর্থাৎ সবুজ স্তম্ভ দুইটির মাঝখানে এ দোয়াটি বেশি করে পড়ুন।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

মিলাইনে আখযারাইনে পুরুষরা দ্রুত এবং মহিলারা স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। দ্রুত বলতে সাধারণ চলা থেকে বেশি জোরে চলা, একেবারে দৌড় দেয়া নয়। সবুজ খুঁটির মধ্যকার স্থান ছাড়া বাকী স্থানে স্বাভাবিক গতিতে চলবেন।

মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে

তারপর যখন মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছবেন, তখন মারওয়া পাহাড়ের উপরে উঠুন। সাফায় হাত উঠিয়ে যেভাবে দোয়া করেছেন, মারওয়াতে সেই নিয়মে দোয়া পাঠ করুন। পুনরায় মারওয়া থেকে নেমে সাফায় আসুন।

দ্বিতীয় সায়ীর দোয়া

(মারওয়া থেকে সাফা)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ،
وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدَ الْفَرْدُ
الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا
وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ
تَكْبِيْرًا، اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فِىْ كِتَابِكَ
الْمُنَزَّلِ اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ،
دَعَوْنَاكَ رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا كَمَآ اَمَرْتَنَا
اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ، رَبَّنَآ اِنَّنَا
سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ
اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا، رَبَّنَا
فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا

سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ رَبَّنَا
وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا
تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ - رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا
وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - رَبَّنَا
اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا
بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاعْفُ وَ تَكَرَّمْ، وَتَجَاوَزْ
عَمَّا تَعْلَمُ، اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ
الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ -
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ -

দ্বিতীয় সায়ীর দোয়ার উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহিদুল ফারদুস্ সামাদুল্লাজী লাম ইয়াত্তাখিয সাহিবাতাঁও ওয়ালা ওয়ালাদাঁও ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু শারীকুন ফিল মূলকি ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালিয়্যুম মিনাজ জুল্লি ওয়া কাব্বিরহু তাকবীরা। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ক্কুলতা ফী কিতাবিকাল মুনায্যালি উদ্'উনী আস্তাজিবলাকুম। দা'আওনাকা রব্বানা ফাগফিরলানা কামা আমারতানা, ইন্নাকা লা-তুখ্লিফুল মী'আদ। রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিয়াঁই ইউনাদী লিল ঈমানি আন আমিনু বিরাব্বিকুম ফা-আমান্না, রাব্বানা ফাগ্ফির্লানা জুনুবানা ওয়া কাফফির 'আন্না সায়্যি আতিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মা'আল আবরার। রাব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়া আততানা 'আল রুসুলিকা ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল কিয়ামাতি ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ। রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। রাব্বানাগ ফির্লানা ওয়ালি ইখ্ওয়ানিনাল্লাজীনা সাবাকূনা বিল ঈমান, ওয়ালা তাজ'আল ফী কুলূবিনা গিল্লাল লিল্লাজীনা আমানু, রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহীম। রাব্বিগ ফির ওয়ারহাম, ওয়া'ফু ওয়া তাকার্রাম, ওয়া তাজাওয়ায্ আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা না'লামু ইন্নাকা আন্তাল আয়ায্যুল আকরাম।

ইন্নাস সাফা ওয়াল্ মারওয়াতা মিন শা'আয়িরিল্লাহি ফামান্ হাজ্জাল্ বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা 'আলাইহি আই ইয়াত্তাউওয়াফা বি হিমা, ওয়া মান্ তাতাউওয়া'আ খায়রান ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন 'আলীম।

দ্বিতীয় সায়ীর দোয়ার অর্থঃ "আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে। মাবুদ একমাত্র আল্লাহ! যিনি এক ও অদ্বিতীয়, একক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ, যিনি কাউকে পত্নীও বানাননি, পুত্রও বানাননি। বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর

কোন শরীক নেই। তাঁর কোন দুর্বলতাও নেই, যার জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। তুমি তাঁর মাহাত্ম ভাল করে বর্ণনা কর। হে আল্লাহ্! তোমার প্রেরিত কিতাবে তুমি বলেছ, "আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব"। আমরা তোমাকে ডাকছি। হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহ্ মাফ কর, আর তুমি তো ওয়াদা খিলাফ কর না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের আহ্বান করে বলতে শুনেছি, "তোমাদের প্রভুর ওপর ঈমান আন"। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ্ মাফ কর, আমাদের সব অন্যায়-অনাচার মোচন করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও সৎ লোকদের সঙ্গে, আর তা-ই আমাদেরকে দান কর– যার ওয়াদা করেছ তুমি তোমার নবী-রাসূলগণের নিকট, আর লজ্জিত করো না আমাদেরকে কিয়ামতের দিনে; নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। হে আমাদের প্রতিপালক! ভরসা করছি শুধু তোমারই ওপর, আর এসেছি তোমারই কাছে এবং তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! ক্ষমা কর আমাদেরকে আর আমাদের সেই ভাইদেরকে যারা ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অগ্রবর্তী! বিদ্বেষ দিও না আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি, যারা ঈমান এনেছে। হে আল্লাহ! তুমি সত্যই বড় দয়ালু, করুণাময়। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, মেহেরবানী কর এবং সম্মানিত কর। আর তুমি আমাদের (গুনাহ) ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি জান, যা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রমশালী মহা-সম্মানী।"

"নিশ্চয়ই 'সাফা' ও মারওয়া' আল্লাহতায়ালার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরা পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটির মধ্যে সায়ী করলে কোন দোষ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেকির কাজ করলে আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।"

তৃতীয় সায়ীর দোয়া

(সাফা থেকে মারওয়া)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ،
رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ
اَسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ عَاجِلَهٗ وَاٰجِلَهٗ
وَاَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ
رَحْمَتَكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، رَبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ
اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ،
رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَّلَاتُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ
اِذْهَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً
اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ

سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ ـ اَللّٰهُمَّ
اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَآاِلٰهَ اِلَّآ
اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ
الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ
بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ
عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَآ اُحْصِىْ
ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى
نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ حَتّٰى تَرْضٰى ـ
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ـ

তৃতীয় সায়ীর দোয়ার উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদু, রাব্বানা আত্‌মিম লানা নূরানা ওয়াগ্‌ফির্‌লানা। ইন্নাকা 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল খাইরা কুল্লাহু 'আজিলাহু ওয়া আজিলাহু ওয়া আসতাগফিরুকা লি জাম্‌বী ওয়া আসআলুকা রাহমাতাকা ইয়া আরহামার রাহিমীন। রাব্বিগ্‌ফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া তাকার্‌রাম ওয়া তাজাওয়ায 'আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা না'লামু ইন্নাকা আন্তাল আ'আয্‌যুল আকরাম। রাব্বি যিদ্‌নী 'ইলমাও ওয়ালাতুযিগ ক্বালবী বা'দা ইজ হাদাইতানী, ওয়াহাব্‌লী মিল্লাদুনকা রহ্‌মাতান। ইন্নাকা আন্‌তাল্‌ ওয়াহ্‌াব আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী সামরী ওয়া বাসারী লাইলাহা ইন্না আনতা আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আজাবিল ক্বাবরি লাইলাহা ইলস্না আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল কুফরে ওয়াল ফাক্‌রে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজু বি রিদ্বাকা মিন সাখাত্বিকা ওয়া বি মু'আফাতিকা মিন 'উক্বোবাতিকা। ওয়া আ'উযুবিকা মিনকা লা-উহ্‌সী সানাআন আলাইকা আন্‌তা কামা আছনাইতা 'আলা নাফসিকা। ফালাকাল্‌ হামদু হাত্তা তার্‌দ্বা।

ইন্নাস সাফা ওয়াল্‌ মার্‌ওয়াতা মিন শা'আয়িরিল্লাহি ফামান্‌ হাজ্জাল্‌ বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা 'আলাইহি আঁই ইয়াত্‌তাউওয়াফা বি হিমা, ওয়া মান্‌ তাতাউওয়া'আ খায়রান ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন 'আলীম।

তৃতীয় সায়ীর দোয়ার অর্থঃ "আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে। হে আল্লাহ ! আমাদের (ঈমানে) নূরকে পরিপূর্ণ কর আর ক্ষমা কর আমাদেরকে, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ্‌!

তোমার নিকট প্রার্থনা করছি সব রকম কল্যাণের জন্য, যা তাড়াতাড়ি আসে তাও, যা দেরিতে আসে তাও। মার্জনা চাচ্ছি আমার গুণাহের, আর ভিক্ষা চাচ্ছি তোমার রহমতের। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, মেহেরবানী কর এবং সম্মানিত কর। আর আমাদের (গুনাহ্) ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি জান, যা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ মহাপরাক্রমশীল, মহা-সম্মানী। হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। বিভ্রান্ত করো না আমার অন্তরকে সত্য পথ দেখানোর পর, দান কর আমাকে তোমার খাস রহমত, নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা। হে আল্লাহ! নির্দোষ কর আমার কান আর চক্ষুকে। উপাস্য তুমি ব্যতীত আর কেউ নাই। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার নিকট কবরের আজাব হতে, উপাস্য তুমি ব্যতীত আর কেউ নাই। পবিত্র তোমার সত্তা, নিশ্চয়ই আমি পাপী-তাপী। হে আল্লাহ! তোমার নিকট পানাহ্ চাচ্ছি কুফ্‌র আর দরিদ্রতা হতে। হে আল্লাহ! আশ্রয় চাচ্ছি তোমার তুষ্টির দ্বারা তোমার রোষানল হতে, তোমার বখশিশের দ্বারা তোমার শাস্তি হতে আর তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। শেষ করতে পারি না তোমার প্রশংসা করে, তুমি ঠিক তেমনি, যেমনটি তুমি নিজে বর্ণনা করেছ। সব প্রশংসা তোমারই যতক্ষণ না তুমি খুশী হও।"

"নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহতায়ালার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরা পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটির মধ্যে সায়ী করলে কোন দোষ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেকির কাজ করলে আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।"

চতুর্থ সায়ীর দোয়া

(মারওয়া থেকে সাফা)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ،

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ

مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ

الْغُيُوْبِ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

الْمُبِيْنُ، مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ الصَّادِقُ

الْوَعْدُ الْاَمِيْنُ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ

كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَّاتَنْزِعَهٗ

مِنِّىْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ ـ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ

سَمْعِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا ـ

اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ

اَمْرِىْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ وَسَاوِسِ
الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ـ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا يَلِجُ
فِى اللَّيْلِ وَ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى النَّهَارِ
وَمِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ ـ سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ
حَقَّ عِبَادَتِكَ يَا اَللّٰهُ ـ سُبْحَانَكَ مَا
ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ يَا اَللّٰهُ ـ رَبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ، وَاعْفُ وَ تَكَرَّمْ، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ،
اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَعَزُّ
الْاَكْرَمُ ـ
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ـ

চতুর্থ সায়ীর দোয়ার উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদু, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খায়রি মা তা'লামু ওয়া আ'উজুবিকা মিন শার্‌রি মা তা'লামু।ওয়া আস্‌তাগ্‌ফিরুকা মিন কুল্লি মা তা'লামু ইন্নাকা আন্তা 'আল্লামূল গুইউবি, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবীন। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহিস সাদিকুল ওয়া'দুল আমীন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা কামা হাদাইতানী লিল ইসলামি আল্লাতানযি আহু মিন্নী হাত্তা তাতাওয়াফ্‌ফানী ওয়ানা মুসলিম। আল্লাহুম্মাজ আল ফি ক্বালবী নূরাও ওয়া ফী সাম্‌য়ী নূরান ওয়া ফী বাসারী নূরা। আল্লাহুম্মাশ্‌ রাহলী সাদরী ওয়া ইয়াস্‌সিরলী আম্‌রি ওয়া আ'উজুবিকা মিন শার্‌রি ওয়াসাবিসীস সাদ্‌রি ওয়া শাতাতিল আম্‌রি ওয়া ফিতনাতিল কাব্‌রী। আল্লাহুমা ইন্নী আ'উজুবিকা মিন শার্‌রি মা ইয়ালিজু ফিল্লাইলি ওয়া শার্‌রি মা ইয়ালিজু ফিহান্নারি, ওয়া মিন শার্‌রিমা তাহুব্‌বু বিহির রিয়াহু ইয়া আর্‌হামার্‌ রাহিমীন। সুব্‌হানাকা মা 'আবাদ্‌নাকা হাক্কা ইবাদাতিকা ইয়া আল্লাহ্‌ সুব্‌হানাকা মা জাকার্‌নাকা হাক্কা জিকরিকা ইয়া আল্লাহ্‌। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া তাকার্‌রাম, ওয়া তাজাওয়ায্‌ আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মালা না'লামু ইন্নাকা আন্তাল্লাহুল আ'আয্‌যুল আক্‌রাম্‌।

ইন্নাস সাফা ওয়াল্‌ মারওয়াতা মিন শা'আয়িরিল্লাহি ফামান্‌ হাজ্জাল্‌ বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা 'আলাইহি আই ইয়াত্‌তাউওয়াফা বি হিমা, ওয়া মান্‌ তাতাউওয়া'আ খায়রান ফা' ইন্নাল্লাহা শাকিরুন 'আলীম।

চতুর্থ সায়ীর দোয়ার অর্থঃ "আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে। হে আল্লাহ! তোমার নিকট তোমার জানা সব জিনিসের মঙ্গল চাচ্ছি, আর পানাহ্‌ চাচ্ছি তোমার জানা সব

জিনিষের অমঙ্গল থেকে, কেবল তুমিই তো গায়েব সম্পর্কে জান। নেই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত- যিনি সবার সম্রাট, সত্য প্রকাশক। মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহ্র রাসূল, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী এবং বিশ্বাসী। ইয়া আল্লাহ! তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, যেমন করে ইসলামের পথ আমাকে দেখিয়েছ, তেমনি আমার নিকট হতে তা ছিনিয়ে নিও না মরণ পর্যন্ত, আর মরণ যেন হয় আমার মুসলিম হিসাবে। হে আল্লাহ্! আলো দাও আমার অন্তরে, শ্রবণে আর দৃষ্টিতে। হে আল্লাহ্! উন্মুক্ত করে দাও আমার বক্ষ, সহজ করে দাও আমার কাজ আর পানাহ্ চাচ্ছি তোমার নিকট, মনের সন্দেহ বিকারের অনিষ্ট হতে, বিষয় কর্মের পেরেশানী হতে, আর কবরের ফিতনা হতে। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট পানাহ্ চাচ্ছি সেই সব জিনিসের অনিষ্ট হতে- যা রাত্রে আসে আর যা দিনে আসে এবং যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে আসে। হে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার উপযুক্ত বন্দেগী করতে পারিনি। হে আল্লাহ্! তুমি পাক-পবিত্র। স্মরণ করিনি তোমাকে তেমন করে, ঠিক যেমন করে করা উচিত ছিল। হে আল্লাহ্! হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, মেহেরবানী কর এবং সম্মানিত কর। আর তুমি আমাদের (গুনাহ) ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি জান, যা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রমশালী মহা-সম্মানী"

"নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহতায়ালার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরা পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটির মধ্যে সায়ী করলে কোন দোষ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেকির কাজ করলে আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা সর্বজ্ঞ।"

পঞ্চম সায়ীর দোয়া

(সাফা থেকে মারওয়া)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ،

سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ يَا

اَللّٰهُ ـ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ

وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا

الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ

وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ

وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ

مَا لَا نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ،

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ

عِبَادَكَ ـ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ بِالْهُدٰى

وَنَقِّنِىْ بِالتَّقْوٰى وَاغْفِرْلِىْ فِى

الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ـ اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا

مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ
وَرِزْقِكَ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ
الْمُقِيْمَ الَّذِىْ لَا يَحُوْلُ وَلَايَزُوْلُ اَبَدًا،
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا، وَفِىْ
سَمْعِىْ نُوْرًا، وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا، وَفِىْ
لِسَانِىْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا،
وَمِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ
نُوْرًا، وَعَظِّمْ لِىْ نُوْرًا، رَبِّ اشْرَحْ لِىْ
صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ -
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا، وَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ -

পঞ্চম সায়ীর দোয়ার উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদু, সুব্হানাকা মা শাকারনাকা হাক্কা শুক্রিকা ইয়া আল্লাহু! আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল ঈমানা ওয়া যায়্যিন্হু ফী ক্বুলূবিনা ওয়া কার্রিহ ইলাইনাল কুফ্রা ওয়াল ফুসুকা ওয়াল্ 'ইসইয়ানা, ওয়াজ'আল্না মিনার রাশিদীন। রাব্বিগ্ফির ওয়ার্হাম ওয়া'ফু ওয়া তাকার্রাম ওয়া তাজাওয়াজ আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা না'লামু ইন্নাকা আন্তাল্লাহুল আ'আয্যুল আক্রাম্, আল্লাহুম্মা ক্বিনী আজাবাকা ইয়াওমা তাব্আছু 'ইবাদাকা। আল্লাহুম্মাহ্দিনী বিল্হুদা ওয়া নাককিনী বিত্তাক্ওয়া, ওয়াগ্ফিরলী ফিল আখিরাতে ওয়াল্উলা, আল্লাহুম্মাব্সুত 'আলাইনা মিন বারাকাতিকা ওয়া রাহ্মাতিকা ওয়া ফাদ্বলিকা ওয়া রিয্ক্বিকা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকান না ঈমাল মুক্বীমাল্লাজী লা-ইয়াহুলু ওয়ালা ইয়াযূলু আবাদা। আল্লাহুম্মাজ আল ফী ক্বাল্বী নূরান ওয়া ফী সামঈী নূরান ওয়া ফী বাসারী নূরান ওয়া ফী লিসানী নূরান ওয়া 'আন ইয়ামিনী নূরান ওয়া মিন ফাওক্বী নূরা। ওয়াজ'আল ফী নাফ্সী নূরান ওয়া আজজিম লী নূরা। রাব্বিশ রাহ্লী সাদ্রী ওয়া ইয়াস্সিরলী আমরী।

ইন্নাস সাফা ওয়াল্ মারওয়াত মিন শা'আয়িরিল্লাহি ফামান্ হাজ্জাল্ বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা 'আলাইহি আঁই ইয়াততাউওয়াফা বি হিমা, ওয়া মান্ তাতাউওয়া'আ খায়রান ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন 'আলীম।

পঞ্চম সায়ীর দোয়ার অর্থঃ "আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে। হে আল্লাহ্! তুমি পাক-পবিত্র, তোমার শোকর আদায় তেমন করিনি– যেমনটি করা উচিত ছিল। হে আল্লাহ্! ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দাও আর আমাদের অন্ত

রে একে সুশোভিত করে দাও এবং আমাদের নিকট ঘৃণ্য করে দাও কুফ্‌রকে, দুষ্কৃতি আর অবাধ্যতাকে এবং আমাদেরকে শামিল কর তোমার নেককার বান্দাদের মধ্যে। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, মেহেরবানী কর এবং সম্মানিত কর। আর আমাদের (গুনাহ) ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি জান, যা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রমশালী মহা-সম্মানী।" হে আল্লাহ্! রক্ষা কর আমাদের তোমার আজাব হতে সে দিন, যেদিন তুমি পুনরায় জীবিত করবে তোমার বান্দাদেরকে। হে আল্লাহ্! দেখাও আমাকে সরল পথ, নিষ্পাপ কর আমাকে তাক্‌ওয়ার সাহায্যে। আমাকে মাগফিরাত কর দুনিয়া আর আখিরাতে। হে আল্লাহ! বিস্তার করে দাও আমাদের উপর তোমার বরকত, ফযল আর রিযিক। হে আল্লাহ! তোমার নিকট সেসব নিয়ামত চাচ্ছি, যা স্থায়ী হবে এবং হাতছাড়া কিংবা বিনাশ হবে না কখনও। হে আল্লাহ! আমার হৃদয়কে, আমার শ্রবণশক্তিকে, আমার দৃষ্টিশক্তিকে, আমার যবানকে, আমার ডান দিকে এবং ওপরকে তোমার নূরের আলোকে আলোকিত করে দাও। হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রসারিত করে দাও এবং কর্মসমূহকে সহজ করে দাও।"

"নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহতায়ালার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ বা উমরাহ্ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটির মধ্যে সায়ী করলে কোন দোষ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেকির কাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।"

ষষ্ঠ সায়ীর দোয়া

(মারওয়া থেকে সাফা)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ
الْحَمْدُ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ
وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ
وَحْدَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّآ اِيَّاهُ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ
الْكَافِرُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى
وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى ـ اَللّٰهُمَّ لَكَ
الْحَمْدُ كَالَّذِىْ تَقُوْلُ وَخَيْرًا مِّمَّا
نَقُوْلُ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ
وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ
وَالنَّارِ، وَمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ
اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ ـ اَللّٰهُمَّ بِنُوْرِكَ
اهْتَدَيْنَا وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْنَا وَفِىْ

كُنْفِكَ وَإِنْعَامِكَ وَعَطَآئِكَ وَإِحْسَانِكَ
اَصْبَحْنَا وَاَمْسَيْنَا ـ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَا
قَبْلَكَ شَيْءٌ وَّالْاٰخِرُ فَلَا بَعْدَكَ شَيْءٌ،
وَالظَّاهِرُ فَلَا شَيْءَ فَوْقَكَ، وَالْبَاطِنُ
فَلَا شَيْءَ دُوْنَكَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَلْسِ
وَالْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ
الْغِنٰى وَنَسْئَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ رَبِّ
اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ
عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَالَا نَعْلَمُ اِنَّكَ
اَنْتَ اللّٰهُ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ـ
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ـ

ষষ্ঠ সায়ীর দোয়ার উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু, সাদাকা ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা 'আব্দাহু, ওয়া হাযামাল আহ্যাবা ওয়াহ্দাহু, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু, মুখলিসীনা লাহুদ্দীনা ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন্ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত্তুক্বা ওয়াল 'আফাফা ওয়াল গিনা, আল্লাহুম্মা লাকাল 'হামদু কাল্লাজী তাক্কুলু ওয়া খায়রাম মিম্মা নাক্কুলু, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা রিদ্বাকা ওয়াল জান্নাতা, ওয়া আ'উজুবিকা মিন সাখাত্বিকা ওয়ান্নারি। ওয়া মা ইউকার্‌রিবুনী ইলাইহা মিন কাউলিন আও ফি'লিন আও 'আমালিন্ আল্লাহুম্মা বিনূরি কাহ্ তাদাইনা ওয়া বি ফাদ্ লিকাস্ তাগ নাইনা ওয়া ফী কুন্‌ফিকা ওয়া ইন্'আমিকা ওয়া 'আতারিকা ওয়া ইহসানিকা আসবাহ্না ওয়া আম্‌সাইনা। আন্‌তাল আউয়্যালু ফা লা ক্বাব্‌লাকা শাইউন। ওয়াল আখিরু, ফালা বা'দাকা শাইউন। ওয়াজ্জাহিরু, ফালা শাইয়া ফাওক্বাকা, ওয়াল্‌বাতিনু ফা লা শাইয়া দুনাকা না'উজুবিকা মিনাল ফালসি ওয়াল কাসালি ওয়া আজাবিল ক্বাবরি, ওয়া ফিতনাতিল গিনা ওয়া নাসআলুকাল ফাওযা বিল জান্নাতি। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া তাকাররাম, ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা না'লামু, ইন্নাকা আন্তাল্লাহুল আ'আয্‌যুল আক্‌রাম।

ইন্নাস সাফা ওয়াল্ মার্‌ওয়াতা মিন শা'আয়িরিল্লাহি ফামান্ হাজ্জাল্ বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা 'আলাইহি আঁই ইয়াত্তাউওয়াফা বি হিমা, ওয়া মান্ তাতাউওয়া'আ খায়রান ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন 'আলীম।

ষষ্ঠ সায়ীর দোয়ার অর্থঃ "আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তিনি ওয়াদা পালন করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে (নবীকে) এককভাবে সাহায্য করেছেন, কাফিরদেরকে

যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন। তিনি এক এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

আমরা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি, যদিও বিধর্মীগণ এই সত্য ধর্মকে অস্বীকার করে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাচ্ছি হিদায়াত, তাক্ওয়া শান্তি এবং ঐশ্বর্য। হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা তোমারই জন্য, যেমনটি তুমি করেছ এবং যতটুকু আমরা করি, তা হতে তুমি অনেক উর্ধ্বে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট তোমার সন্তুষ্টি এবং বেহেশত চাচ্ছি এবং আশ্রয় চাচ্ছি তোমার ক্রোধ ও দোযখ হতে এবং যে সমস্ত কথা ও কার্যক্রম দোযখের নিকটবর্তী করে ঐ সমস্ত কথা ও কার্যক্রম হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ্! তোমার নূরের আলোকে আমাদেরকে আলোকিত কর, তোমার রহমত দ্বারা আমাদেরকে পরিপূর্ণ কর। তোমারই নিয়ামতসমূহ এবং ইহ্সানের মধ্যে আমরা সকাল-বিকাল অতিবাহিত করি। তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কেউ নেই এবং তুমিই শেষ, তোমার পরেও কেউ নেই তুমিই জাহির এবং তুমিই বাতিন। আমরা তোমার নিকট দারিদ্রতা, অভাব-অনটন, কবরের আজাব এবং প্রাচুর্যের ফিত্না হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং তোমার নিকট বেহেশত লাভের সাফল্য কামনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর, মেহেরবানী কর এবং সম্মানিত কর। আর আমাদের (গুনাহ) ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি জান, যা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রমশালী মহা-সম্মানী।"

"নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহতায়ালার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ বা উমরাহ্ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটির মধ্যে সায়ী করলে কোন দোষ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেকির কাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।"

সপ্তম সায়ীর দোয়া

(সাফা থেকে মারওয়া)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ
كَبِيْرًا،وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ـ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ
اِلَيَّ الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قَلْبِىْ وَكَرِّهْ
اِلَيَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ
وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الرَّاشِدِيْنَ،رَبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا
تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَالَا نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ
اللّٰهُ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ، اَللّٰهُمَّ اخْتِمْ
بِالْخَيْرَاتِ اٰجَالَنَا وَحَقِّقْ بِفَضْلِكَ
اٰمَالَنَا وَسَهِّلْ لِبُلُوْغِ رِضَاكَ سُبُلَنَا
وَحَسِّنْ فِىْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ اَعْمَالَنَا
يَامُنْقِذَ الْغَرْقٰى، يَا مُنْجِىَ الْهَلْكٰى،
يَا شَاهِدَ كُلِّ نَجْوٰى، يَا مُنْتَهٰى كُلِّ

شَكْوٰى، يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ يَادَآئِمَ
الْمَعْرُوْفِ ـ يَامَنْ لَاغَنِىَّ بِشَىْءٍ عَنْهُ
وَلَا بُدَّ لِكُلِّ شَىْءٍ مِّنْهُ، يَا مَنْ رِزْقُ كُلِّ
شَىْءٍ عَلَيْهِ وَمَصِيْرُ كُلِّ شَىْءٍ اِلَيْهِ،
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَآئِذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا
اَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا
اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا
بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا
مَفْتُوْنِيْنَ، رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ، رَبِّ
اَتْمِمْ بِالْخَيْرِ ـ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ـ

সপ্তম সায়ীর দোয়ার উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কাবিরান, ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসীরা। আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইয়াল ঈমানা ওয়া যাইয়িনহু ফী কালবী, ওয়া কার্‌রিহ ইলাইয়াল কুফরা ওয়াল ফুসুকা ওয়াল 'ইস্‌ইয়ান, ওয়াজ 'আলনী মিনার রাশিদীন। রাব্বিগফির ওয়ার্‌হাম ওয়া'ফু ওয়া তাকার্‌রাম ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা না'লামু ইন্নাকা আন্‌তাল্লাহুল আ'আয্‌যুল আক্‌রাম। আল্লাহুম্মাখতিম বিল খাইরাতি আজালানা ওয়া হাক্‌কিক বি ফাদ্বলিকা আমালানা, ওয়া সাহ্‌হিল লি-বুলুগি রিদ্বাকা সুবুলানা, ওয়া হাস্‌সিন ফী জামীয়িল আহ্‌ওয়ালি আ'মালানা ইয়া মুনক্বিজাল গারকা, ইয়া মুনজিয়াল হালকা, ইয়া শাহিদা কুল্লি নাজওয়া, ইয়া মুনতাহা কুল্লি শাকওয়া, ইয়া ক্বাদীমাল ইহ্‌সানি। ইয়া দায়িমাল মা'রূফি, ইয়া মান লা গানিয়্যা বিশাইয়িন আনহু। ওয়ালা বুদ্দা লি কুল্লি শাইয়িম মিনহু ইয়া মান রিযকু কুল্লি শাইয়িন আলাইহি, ওয়া মাছীরু কুল্লি শাইয়িন ইলাইহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আয়ুজুবিকাবিকা মিন শার্‌রি মা আ'তাইতানা, ওয়া মিন শাররি মা মানা'তানা। আল্লাহুম্মা তাওয়াফ্‌ফানা মুসলিমীন, ওয়ালহিক্বনা বিস্‌সালিহীন গাইরা খাযায়া ওয়া লা মাফ্‌তুনীন, রাব্বি ইয়াস্‌সির ওয়া লা তু'আসসির, রাব্বি আতমিম বিল খাইরি।

ইন্নাস সাফা ওয়াল্ মারওয়াতা মিন শা'আয়িরিল্লাহি ফামান্ হাজ্জাল বাইতা আবি'তামারা ফালা জুনাহা 'আলাইহি আঁই ইয়াততাউওয়াফা বি হিমা, ওয়া মান্ তাতাউওয়া'আ খায়রান ফা ইন্নাল্লাহা শাকিরুন 'আলিম।

সপ্তম সায়ীর দোয়ার অর্থ "আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। হে আল্লাহ! আমার মধ্যে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। আমার অন্তরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সুশোভিত কর এবং ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও, কুফুর, পাপাচার এবং গুণাহ্‌সমূহের প্রতি

এবং আমাকে সুপথে পরিচালিত কর। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর মেহেরবানী কর এবং সম্মানিত কর। আর আমাদের (গুনাহ্) ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি জান, যা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশীল মহা-সম্মানী। হে আল্লাহ্! আমাদের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল ও আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তোমার দয়ায় পূর্ণ কর। তোমার সন্তুষ্টি লাভের পথকে সহজ করে দাও এবং কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৌন্দর্য দান কর। হে ডুবন্তকে উদ্ধারকারী! হে ধ্বংস এবং অনিষ্ট হতে রক্ষাকারী! হে প্রতিটি গোপন কথা নিরীক্ষাকারী! হে ফরিয়াদকারীর শেষ আশ্রয়াস্থল! হে অনাদি অনুগ্রহকারী! হে সর্বকালের মঙ্গলকারী! হে ঐ সত্তা-যাঁর দরজায় না যেয়ে কারো উপায় নেই। সমস্ত বস্তু তাঁরই নিকট হতে আসে। হে ঐ সত্তা-যাঁর উপর প্রতিটি প্রাণীর রিযিক নির্ভর করে। প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকটে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা দান করেছ এবং যা দান করনি, সকল কিছুর অশুভ হতে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ! আমাদিগকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান করে নেক বান্দাদের সাথে আমাদের মিলন করে দাও। হে আমার প্রতিপালক! আমার সমস্ত কর্মকে সহজ করে দাও এবং কিছুই কঠিন করো না। হে আমার প্রতিপালক! আমার কর্মকে সুসম্পন্ন করে দাও।"

"নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহতায়ালার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরাহ্ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটির মধ্যে সায়ী করলে কোন দোষ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেকির কাজ করলে আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞা।"

সায়ী সমাপ্ত করুন

এভাবে যাওয়া এক চক্কর এবং ফিরে আসা দ্বিতীয় চক্কর। এভাবে মারওয়ার ওপর এসে আপনার সাত চক্কর শেষ হবে। সাফা থেকে মাওয়ার দূরত্ব প্রায় ৪৫০ মিটার।

হজ্জ ও উমরাহ্ উভয় ক্ষেত্রেই সায়ী করা ওয়াজিব। তাওয়াফের পরেই সায়ী করতে হয়।

তাওয়াফের পর যদি কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়ে অথবা অন্য কোন অসুবিধার কারণে কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তা বৈধ। সায়ী পায়ে হেঁটে করা ওয়াজিব। যদি কোন অসুবিধা থাকে তাহলে ট্রলিযোগে সায়ী করা যাবে। ওজু অবস্থায় সায়ী করা উত্তম। তবে যদি অনিবার্য কারণবশত ওজু নষ্ট হয়ে যায়, তবে বিনা ওজুতেও সায়ী করায় কোন ক্ষতি বা দোষ নেই।

তাওয়াফ বা সায়ীর অবস্থায় যদি নামাজের ইকামত আরম্ভ হয়, তবে তাওয়াফ বা সায়ী স্থগিত রেখে জামায়াতে শরীক হবেন। নামাজ শেষ করার পর অবশিষ্ট তাওয়াফ বা সায়ী সমাপ্ত করবেন।

সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উঁচু জায়গার শেষ প্রান্তে পৌছা সুন্নাতের খেলাফ, তবে সাফা-মারওয়ার কিছুটা ওপরে উঠে কাবা শরীফের দিকে ফিরে থেমে যাবেন– যদিও কাবা শরীফ নজরে না পড়ে। সায়ী করার পর মসজিদে হারামে (মাকরুহ্ ওয়াক্ত না হলে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়া মুস্তাহাব)।

উমরাহ্'র চতুর্থ কাজ : হলক বা কসর করা (ওয়াজিব)

ইহ্‌রাম খোলার জন্য মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা ওয়াজিব। মাথা মুণ্ডানোকে 'হলক' এবং চুল ছাঁটাকে 'কসর' বলা হয়। চুল ছাঁটার চেয়ে মাথা মুণ্ডানো উত্তম।

সায়ীর কাজ শেষ করার পর এখন আপনার আমল হচ্ছে– হলক বা কসর অর্থাৎ সম্পূর্ণ মাথা কামানো বা ছাঁটা। কমপক্ষে মাথার সমস্ত চুলের এক-চতুর্থাংশ ছেঁটে ফেলে দিতেই হবে। সাবধানতার জন্য একটু বেশি ছাঁটুন। সেলুনে গিয়ে চুল কামিয়ে বা মেশিন দিয়ে ছেঁটে নেয়া সুবিধাজনক।

মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো হারাম। আপন বাসস্থানে গিয়ে মাথার চুলের অগ্রভাগ থেকে অঙ্গুলির এক কড়া পরিমাণ (সাবধানতার জন্য এক কড়ার কিছু বেশি) ছেঁটে ফেলুন।

পুরুষের চুল যদি এত ছোট হয় যে, আঙুলের এক কড়া পরিমাণ ছাঁটা না যায় তাহলে মুণ্ডানো জরুরী। মাথায় চুল একেবারে না থাকলে শুধু ক্ষুর বা ব্লেড চালিয়ে নিতে হবে। একটু আধটু চুল কাটা সহীহ হবে না। কিছু সংখ্যক লোক কাঁচি হাতে মারওয়া পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কোন হাজী সাহেব তাঁদের দিয়ে দু-চারটি চুল কেটে ইহ্‌রাম খুলে ফেলেন– এটা সম্পূর্ণ ভুল।

এই হলক বা কসরের পূর্বে অন্য কোন ক্ষৌরকার্য করবেন না; তাহলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। এখন আপনি উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে গেলেন কাজেই ইহ্‌রামের পোশাক খুলে স্বাভাবিক পোশাক পরে নিন। এখন ইহ্‌রাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ ছিল তা হালাল হয়ে যাবে।

এখানেই উমরাহ্-র কাজ শেষ হয়ে গেল।

মক্কা শরীফে অবস্থানকালে

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দিন ও রাত মসজিদে হারামের প্রতি ১২০টি রহমত বর্ষণ করে থাকেন। তন্মধ্যে এই ঘরের তাওয়াফকারীগণ ৬০টি, এতে নামাজ আদায়কারী মুসল্লী ৪০টি এবং এই ঘরের প্রতি দৃষ্টিদানকারীগণ ২০টি রহমত লাভ করে।

সুতরাং অধিক পরিমাণে তাওয়াফ করতে থাকুন। এ ছাড়া অন্যান্য ইবাদতে মশগুল থাকুন– মসজিদুল হারামে জামাতে নামাজ আদায়, নফল নামাজ, তিলাওয়াত, জিকির ইত্যাদিতে সময় কাটান।

মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারায় ছওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়া কেবল নামাজের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং রোযা, সদকা, এতেকাফ, যিকির, কোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি যাবতীয় সৎকর্মেও অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। এর বিপরীতে এ দুটি শহরে গুনাহ করার শাস্তিও অন্যান্য স্থানের চেয়ে অনেক গুণ বেশি হয়ে থাকে। (হায়াত)।

কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করুন। ইশরাক, চাশত আউয়াবীন, তাহাজ্জুদ, তাহিয়্যাতুল ওজু, সালাতুত তাসবীহ্ ইত্যাদি নামাজ পড়ার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হউন।

এখানে কয়েক প্রকার নামাজের নিয়ম সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া হলো:

১। জুমআর নামাজের বিবরণ ঃ-

জুমআর প্রথম আজানের পর দ্বিতীয় আজানের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়তে হবে। এটা সুন্নতে মুআক্কাদা। অতঃপর খুৎবার পর ইমামের সাথে দুই রাকআত জুমার ফরজ পড়তে হবে। অতঃপর চার রাকআত সুন্নতে

মুআক্কাদা। তারপর দু'রাকআত সুন্নত পড়তে হবে। (বিঃ দ্রঃ খুৎবার সময় নামাজের কায়দায় বসে খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে)।

২। মহিলাদের জামাআতে নামাজ পড়ার নিয়মঃ- মহিলা হাজী ছাহেবান হারাম শরীফে জুমুআসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাআতে আদায় করতে পারবেন। তবে মহিলাদের মাসজিদে নামাজ পড়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

জামাআতে নামাজের নিয়্যতঃ (ফজরের ২ রাকআত ফরজ)ঃ নাওয়াইতু আন উছালিল্লয়া লিলস্নাহি তাআলা রাকআতা ছলাতিল ফজর, ফরদুলস্নাহি তাআলা ইক্তাদাইতু বিহাযাল ইমাম, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি, আলস্নাহু আকবার। এভাবেই অন্যান্য নামাজের জামাআতের নিয়তে "ইক্তাদাইতু বিহাযাল ইমাম" যোগ করতে হবে। ছুন্নাত ও নফল নামাজ নিজেই পড়ে নিবেন।

৩। মহিলাদের নামাজ পড়ার নিয়ম ঃ-

(১) তাকবীরঃ তাকবীরের জন্য উভয় হাত মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে।

(২) দাঁড়ানোঃ বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকের উপর হাত বাঁধবে।

(৩) রুকুঃ এ পরিমাণ ঝুকবে যাতে তাদের হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছে।

(৪) সিজদাঃ পেট হাঁটুর সাথে মিলিয়ে থাকবে এবং উভয় হাতের কনুই মাটির উপর সমানভাবে রেখে শরীরের সাথে মিশিয়ে রাখবে।

(৫) বৈঠকঃ দুই পা মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর বসবে।

এশরাকের নামাজ

এশরাকের নামাজের ফযীলত সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এই নামাজ আদায়কারীকে আল্লাহ্তায়ালা একটি হজ্জ ও

একটি ওমরাহ্র সওয়াব দান করবেন। এই নামাজের ওয়াক্ত সূর্য উদয়ের কিছুক্ষণ পর থেকে এক দেড় ঘন্টা পর্যন্ত থাকে। সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা মিলিয়ে পড়া যায়। এই নামাজ চার রাকাআত, তবে দুই রাকাআতও পড়া যায়।

আউয়াবীন নামাজ

মাগরিবের নামাজের পর দুই রাকাআতের নিয়তে কমপক্ষে ছয় রাকআত উর্ধ্বে বিশ রাকাত নামাজ পড়তে হয়, একে আউয়াবীন নামাজ বলা হয়। এই নামাজে অনেক সাওয়াব হয়।

তাহাজ্জুদ নামাজ

হাদীসে আছে, অর্ধরাতের দুই রাকাআত নামাজ যমীন ও যমীনে যত সম্পদ আছে তা থেকে অধিক মূল্যবান।

ইশার নামাজের পর নিদ্রা গিয়ে গভীর রাতে জেগে নামাজ পড়াকে তাহাজ্জুদ নামাজ বলা হয়। আল্লাহর নিকট সকল নফল নামাজের মধ্যে এই নামাজই অধিক পছন্দনীয়। এই নামাজ কমের পক্ষে চার রাকাআত এবং উর্ধ্বপক্ষে বার রাকআত আদায় করার নিয়ম। তবে দুই রাকআত আদায় করলেও তাহাজ্জুদের মধ্যে গণ্য হবে।

সালাতুত তাসবীহ্

এ নামাজ আদায়ে অশেষ সাওয়াব হয়। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে এ নামাজ শিখিয়ে ছিলেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, এ নামাজ আদায়ে আপনার পূর্বাপর, নতুন-পুরাতন, ছোট-বড় সব

গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। যদি পারেন তাহলে এই নামাজ দৈনিক পড়ুন, নতুবা সপ্তাহে একবার, নতুবা প্রত্যেক মাসে একবার, নতুবা বছরে একবার, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে সারা জীবনে একবার হলেও পড়ে নেবেন।

নামাজ পড়ার নিয়ম : সালাতুত তাসবীহ্ চার রাকআতেই সূরা ফাতিহার পর ইচ্ছামত যে কোন সূরা পড়া যায়, এজন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই। সালাতুত তাসবীহ্ সর্বমোট চার রাকআত পড়তে হবে। আর প্রতি রাকাআতে পঁচাত্তর বার করে তাসবীহ্ পাঠ করতে হবে। তাহলে চার রাকাআতে সর্বমোট তাসবীহের সংখ্যা তিনশততে দাঁড়াবে। তাসবীহ্ এই–

* سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ-

সহজে বুঝার জন্য নিচের নকশাটি দেখুনঃ

কখন পড়বে	কতবার পড়বে
প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানোর পর দাঁড়ানো অবস্থায়	১৫ বার
রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ পাঠ করার পর	১০ বার
রুকু থেকে উঠে রাব্বানা লাকাল হামদ বলার পর	১০ বার
প্রথম সিজদায় গিয়ে সিজদার তাসবীহ পাঠ করার পর	১০ বার
প্রথম সিজদা হতে উঠার পর বসা অবস্থায়	১০ বার
দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে সিজদার তাসবীহ পাঠ করার পর	১০ বার
দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠে বসা অবস্থায় অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়ানোর আগে	১০ বার
প্রতি রাকাআতে সর্বমোট	৭৫ বার

সুতরাং ৪ রাকাআত সালাতুত তাসবীহ্র নামাজে সর্বমোট তিনশত বার তাসবীহ পড়া হবে।

বি: দ্র: সালাতুত তাসবীহ পড়ার আরও একটি নিয়ম রয়েছে তবে এটি সহজ।

জানাযার নামাজ

প্রায় সকলেরই জানা আছে, আল্লাহ্তায়ালা মক্কা ও মদীনা শরীফে আমলের সাওয়াব লক্ষ ও হাজার গুণে দিয়ে থাকেন। সুতরাং এখানকার জানাযাও এক ভাগ্যের ব্যাপার। এখানে যাদের জানাযা পড়া হয়, তারাও সৌভাগ্যবান এবং যারা পড়েন তারাও ভাগ্যবান।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জানাযায় হাজির হয়ে জানাযার নামাজ আদায় করবে, সে এক কীরাত সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত হাজির থাকবে, সে দুই কীরাত সাওয়াব লাভ করবে। জিজ্ঞাস করা হল, দুই কীরাত কী? তিনি বললেনঃ দু'টি বড় পর্বত সমতুল্য। (বুখারী)

প্রত্যেক মুসলমানেরই জানাযার দোয়াগুলো শিখে নেয়া কর্তব্য। কেননা তার নিজের জানাযাও তো মাথার ওপরই রয়েছে।

জানাযার নামাজ ফরযে কেফায়া, মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে ফরজ নামাজের পরপরই (সুন্নতের আগে) জানাযার নামাজ পড়া হয়।

জানাযার নামাজ পড়ার নিয়ম ঃ

জানাযার নামাজে তাকবীর চারটি। প্রথম তাকবীরের পর সানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ শরীফ, তৃতীয় তাকবীরের পর দোয়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফেরাতে হয়।

জানাযার নামাজের নিয়ত

আমি জানাযার নামাজ চার তাকবীরের সাথে এই ইমামের পিছনে পড়ছি যা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নামাজ এবং এই মাইয়েতের জন্য দোয়া।

প্রথম তাকবীর :

নিয়তের পরে ইমাম যখন প্রথমে "আল্লাহু আকবার" বলেন, তখন আপনিও আল্লাহু আকবার বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে (অন্যান্য নামাজের মত) হাত বেঁধে নিবেন। তারপর সানা পড়ুন।

দ্বিতীয় তাকবীর :

এবার ইমাম যখন দ্বিতীয়বার "আল্লাহু আকবার" বলবেন তখন আপনিও হাত বাঁধা অবস্থায় "আল্লাহু আকবার" বলবেন এবং নীরবে অন্যান্য সব নামাজে তাশাহুদের পর যে দরূদ পড়তে হয়- সেই দরূদ (দরূদে ইব্রাহিম) পড়ুন।

তৃতীয় তাকবীর :

ইমাম যখন তৃতীয়বার "আল্লাহু আকবার" বলবেন তখন আপনিও "আল্লাহু আকবার" বলুন এবং নিচের দোয়া পড়ুনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান্ আহইয়াইতাহু মিন্না

ফাআহ্য়িহী আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান। বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থ: হে আলস্নাহ! আমাদের জীবিত মৃত উপস্থিত-অনুপস্থিত ছোট-বড় নারী পুরস্নষ সকলকে ক্ষমা করা। হে আলস্নাহ! আমাদের মধ্যে যারা জীবিত আছে তাদের ঈমানের সাথে জীবিত রাখ। আর যাদের মৃত্যু হয়েছে ও হবে, তাদের ঈমানের সাথে উঠিয়ে নিও।

চতুর্থ তাকবীর :

ইমাম যখন চতুর্থবার "আল্লাহু আকবার" বলবেন তখন আপনিও আল্লাহু আকবার বলুন এবং ইমামের সাথে অন্যান্য নামাজের মতই ডানে এবং বামে সালাম ফিরান।

জানাযার তাকবীরগুলো বলা ফরজ। ইমাম, মুক্তাদী সকলের জন্যই তাকবীর বলা ফরজ। এই তাকবীর না বললে নামাজ শুদ্ধ হবে না এবং দু'একটি ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফিরাবার পর তা কাযা করতে হবে। জানাযার নামাজে আত্তাহিয়্যাতু, রুকু, সিজদা ইত্যাদি নাই। সামনে সিজদা করার মত স্থান খালি রাখাও প্রয়োজন নাই।

নামাজের অপেক্ষায় থাকার ফযিলত :

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না: (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক; (২) যে যুবক ইবাদতের মধ্যে বড় হয়েছে; (৩) যে ব্যক্তির মন মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে; (৪) যে দু'ব্যক্তি একে অপরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসে। তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই একত্র হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়; (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে মর্যাদাসম্পন্ন সুন্দরী নারীর কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে;

(৬) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান-খয়রাত করে, তার বাম হাতও জানতে পারে না তার ডান হাত কী দান করছে এবং (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। (বুখারী)

হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মন যতক্ষণ কুরআনের সাথে নিবিষ্ট থাকে ততক্ষণ পাঠ কর। যখন মনে বিরক্তি এসে যায় তখন তিলাওয়াত বন্ধ করে উঠে যাও। (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ, প্রশান্তচিত্তে ও মনোনিবেশ সহকারে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা উচিত। যখন মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় তখন জোরপূর্বক নিজেকে কুরআন তেলাওয়াত করতে বাধ্য করা উচিত নয়। মসজিদুল হারামে অধিক ফযিলতের যে বর্ণনা এসেছে তা শুধু নামাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যান্য সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সুতরাং দান-সদকা, রোজা, ইতিকাফ, জিকির, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি আমলে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। জীবনের এই মহামূল্যবান সময়ের সদ্ব্যব্যহার করুন।

পবিত্র মক্কা নগরীতে নেক কাজে সাওয়াব যেমন অধিক পাওয়া যায়- এক রাকআত নামাজে এক লক্ষ রাকআত নামাজের সাওয়াব হয়- **গোনাহের বেলায়ও খুব হুশিয়ার থাকা দরকার।**

শেখ সাদী (রহ.) কত সুন্দরভাবে বলেছেন, "রাজদরবারের দানসামগ্রী প্রচুর বটে; কিন্তু গলাকাটা যাওয়ার আশংকা সমধিক"।

উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ইশার নামাজ আদায় করবে, সে অর্ধেক রাত নফল নামাজ পড়ার সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ইশা ও ফজর

জামাআতের সাথে আদায় করবে, তার জন্য রয়েছে সারা রাত নফল নামাজ আদায় করার সমপরিমাণ সাওয়াব। (তিরমিযী)
বুরাইদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আসরের নামাজ ত্যাগ করল তার আমল বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। ইমাম বুখারী এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

এসময় স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। কারণ, সামনে হজ্জের দিনগুলোতে কঠিন পরিশ্রমের কাজ রয়েছে।

মক্কা শরীফ বা মদীনা শরীফ অবস্থানকালে যতদূর সম্ভব নিজের শরীর এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-সাফ রাখুন এবং যতদূর সম্ভব অজুতে থাকার চেষ্টা করুন এবং ইবাদত-বন্দেগীতে সময় অতিবাহিত করুন। প্রতি ওয়াক্ত নামাজ জামাতে পড়ার প্রতি খুব সতর্ক থাকুন। এই জন্য খাওয়া-দাওয়া বা ঘুমের ব্যাপারে সংযত থাকুন। এমন কিছু খাবেন না, যা নাকি পেটে গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে। যার ফলে মসজিদে অনেকক্ষণ একটানা অবস্থান করতে অসুবিধা হবে। সন্দেহযুক্ত বাসি খাদ্য অথবা খুব গরম খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। সহজ ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত। তেল, ঘি, মসলাযুক্ত গুরুপাক খাবার থেকে দূরে থাকা উচিত।

প্রতিদিন কিছু ফলমূল, বিশেষত টক জাতীয় ফল খাওয়া উচিত। এই সমস্ত তাজা ফলমূল সবখানে পাবেন এবং বেশ সস্তা দামেই কিনতে পাবেন। ধূমপানের অভ্যাস থাকলে ছেড়ে দিন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুগন্ধি পছন্দ করতেন। কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন, মুলা ইত্যাদির কটু গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না। কেউ যেন এ সমস্ত জিনিস খাওয়ার পরই মসজিদে না আসে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

বিদেশে আপনার শরীরের প্রতি বিশেষ যত্নবান হোন। দেখা যায়, হজ্জের সফরে ইচ্ছা থাকলেও কেউ কারও প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতে পারেন না। কারণ, প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। প্রত্যেকেই মুসাফির। সুতরাং আপনাকে কেউ কোন প্রকার সাহায্য করবে এমন আশা ত্যাগ করুন। নিজেকে নিজে সাহায্য করুন, খুব সাবধানে চলাফেরা করুন।

যখনই মসজিদুল হারামে নামাজ পড়তে যাবেন তখনই কয়েক গ্লাস জমজমের পানি তৃপ্তি সহকারে পান করুন এতে আপনার তৃষ্ণা এবং ক্ষুধা দুই-ই মিটবে। তবে বরফ মেশানো পানি পানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করুন।

যে কোন মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ, মসজিদুল হারামে আরও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যে কোন মসজিদে প্রবেশ করার সময় মসজিদে অবস্থান করার সবটুকু সময় এতেকাফ অবস্থায় থাকার নিয়ত করবেন। এভাবে ইনশাআল্লাহ্ এতেকাফের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

কয়েকটি বিশেষ যিকিরঃ

(১) কুরআন তিলাওয়াত।

(২) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

(৩) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ-

(৪) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ-

(৫) তাসবীহে ফাতেমী অর্থাৎ, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩বার আল-হামদুলিল্লাহ্ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার।

(৬) আল্লাহ্, আল্লাহ্...

হারাম শরীফে অবস্থিত কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানের পরিচিতি

১। মাতাফ : কাবা ঘরের চারদিকে অবস্থিত তাওয়াফের স্থানকে মাতাফ বলে।

২। হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর : কাবা ঘরের পূর্ব দক্ষিণ কোণে সিনা বরাবর উঁচুতে দেয়ালের সাথে গেঁথে রাখা কালো পাথর খণ্ডকে হাজরে আসওয়াদ বলে। একে চুম্বন করা সুন্নাত। কিন্তু চুম্বন করতে গিয়ে কোন মুসলামনকে কষ্ট দেয়া গুনাহের কাজ।

বর্তমানে প্রচণ্ড ভিড় হয়। এমন পরিস্থিতিতে দূর থেকে হাতে ইশারায় চুম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

৩। মিজাবে রহমত : বায়তুল্লাহর উত্তর দিকের ছাদে (হাতীমের মাঝ বরাবর) যে নালা বসানো আছে তাকে মিজাবে রহমত বলে। এই নালা দিয়ে ছাদের বৃষ্টির পানি পড়ে।

৪। মাকামে ইবরাহীম : কাবাঘরের দরজা বরাবর ১০/১২ হাত পূর্বদিকে কাঁচ দিয়ে ঘেরা ছোট্ট গম্বুজ আকৃতির একটি ঘর আছে। এ ছোট ঘরে রক্ষিত একখানি পাথরে হযরত ইবরাহীম (আ:)-এর পবিত্র পদযুগলের ছাপ অংকিত আছে। এই স্থানকে মাকামে ইবরাহীম বলে। পবিত্র কাবা ঘর নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আ:) এই পাথরে দাঁড়িয়ে কাজ করতেন। আল্লাহর কুদরতে পাথরটি প্রয়োজনমত উপরে এবং নিচে উঠা-নামা করত। তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামাজ পড়তে হয়।

৫। **হাতীম :** কাবা ঘরের উত্তর দিকে অবস্থিত। অর্ধ বৃত্তাকারের এক মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর ঘেরা স্থানকে হাতীম বলে। এটা কাবা ঘরের অংশবিশেষ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভের কিছু পূর্বে কুরাইশরা অর্থাভাবে কাবা ঘর সংস্কারের সময় এ অংশ ছেড়ে দেয়। এ ছেড়ে দেয়া অংশকেই হাতীম বলে। তাওয়াফের সময় এর বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করতে হয়। এটিও দোয়া কবুলের স্থান। এখানে নামাজ আদায় করা কাবা ঘরের ভেতরে নামাজ আদায় করার সমতুল্য। তবে ফরজ নামাজ এখানে আদায় করা নিষেধ।

৬। **মূলতাজেম :** হাজরে আস্ওয়াদ ও কাবা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে মূলতাজেম বলে। এ জায়গায় বিশেষভাবে দোয়া কবুল হয়। কাউকে কষ্ট না দিয়ে যখনই আপনার সম্ভব হয় তখনই এই মোবারক স্থানটি আঁকড়িয়ে ধরবেন, বুক এবং চেহারা দেয়ালের সাথে লাগাবেন। উভয় হাত ওপরে উঠিয়ে দেয়ালে স্থাপন করবেন এবং খুব কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করবেন। আরবি দোয়া জানা না থাকলে যে কোন ভাষায় দোয়া করতে পারবেন। এইখানে দোয়া কবুলের বিষয়টি বুজুর্গানে দ্বীনেরও পরীক্ষিত।

৭। **আবে যমযম :** দুনিয়াতে রাব্বুল আলামীনের যতগুলো অপূর্ব নিদর্শন রয়েছে তার মধ্যে মক্কা শরীফে অবস্থিত জমজম কূপ একটি। যমযম কূপের ইতিহাস অল্প বিস্তর সবারই জানা।

আবে জমজমের ফযিলত

হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জমজম কূপের পানি কোন লোক যে উদ্দেশ্যে পান করবে তার সেই উদ্দেশ্য সফল হবে। আর যদি রোগ মুক্তির জন্য পান করে আল্লাহতায়ালা তাকে মুক্তি দেবেন।

(মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী, ইবনে মাজাহ, তারগীব ও তারহীব)

দোয়া কবুলের স্থানসমূহ

মক্কা মোকাররমার সব জায়গাই দোয়া কবুলের স্থান, তবু কয়েকটি স্থানে বিশেষভাবে দোয়া কবুল হয়ে থাকে। যেমন–

১. কাবা ঘরে প্রথম দৃষ্টি পড়তেই যে দোয়া করা হয়, তা দ্রুত কবুল হয়ে যায়।

২. মা'তাফ: তাওয়াফ করার জায়গা।

৩. মূলতাজেম: বাইতুল্লাহ শরীফের দরজা এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী দেয়াল।

৪. মীযাবে রহমত: বাইতুল্লাহ শরীফের ছাদের প্রণালীর নিচের স্থানে।

৫. বাইতুল্লাহ শরীফের ভেতর।

৬. জমজম কূপের নিকটে।

৭. মাকামে ইবরাহীমের পেছনে।

৮. সাফা পাহাড়ের ওপরে।

৯. মারওয়া পাহাড়ের উপরে।

১০. মাস'আয় অর্থাৎ সায়ী করার স্থানে, বিশেষভাবে সবুজ স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে।

১১. আরাফার ময়দানে।

১২. মুযদালিফায়, বিশেষভাবে মাশ'আরুল হারামে।

১৩. মিনায়।

১৪. জামারাতের (পাথর নিক্ষেপের স্থানে) নিকটে।

১৫.হাতীমের ভেতরে।

১৬.হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে।

১৭.হাজরে আসওয়াদের নিকটে।

মক্কায় অবস্থিত কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানের পরিচিতি

১। জাবালে সাওর : মক্কা মোকাররমা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরত্বে (দক্ষিণ দিকে) অবস্থিত। হিজরতের সময়ে হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:)-কে নিয়ে এই পাহাড়েই একটি গুহায় তিন রাত পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। এই গুহাটি এই পাহাড়ের চূড়ায় প্রায় দেড় মাইল উপরে অবস্থিত।

২। জাবালে নূর : মক্কা থেকে মিনায় যেতে হাতের বায়ে পড়ে এই পাহাড়। এই পাহাড়ে প্রসিদ্ধ হেরা গুহা অবস্থিত। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভের পূর্বে ইবাদতের জন্য অবস্থান করতেন এবং এখানেই সর্বপ্রথম ওহী নাজিল হয়েছিল। এর উচ্চতা সাওর পাহাড় থেকে তুলনামূলক কম এবং আরোহণের জন্যও সহজ।

৩। জান্নাতুল মোয়ালল্লা : ইহা মক্কার কবরস্থান। মদীনার কবরস্থান জান্নাতুল বাকীর পরে মুসলমানদের সকল কবরস্থানের তুলনায় এর ফযিলত সর্বাধিক। মসজিদুল হারাম থেকে উত্তর দিকে আনুমানিক ২(দুই) কিলোমিটার দূরে জান্নাতুল মোয়াল্লা নামে এই বিরাট গোরস্থানটি অবস্থিত। এখানে উম্মত জননী হযরত খাদীজা (রা:), নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জননী হযরত আমেনা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

দাদা আবদুল মোত্তালিব, চাচা-আবু তালিবসহ অসংখ্য খানদানে রাসূল এবং অনেক সাহাবী (রা:) -এর কবরখানা অবস্থিত। কোন কবরেই প্রস্তর ফলক বা লিখিত কোন চিহ্ন নেই।

মসজিদে জিন: এখানে জিনরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে কুরআন শ্রবণ করেছিল। এখানেই তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে রেখে গিয়েছিলেন এবং একটি বৃত্ত এঁকে বলেছিলেন: 'আমার ফিরে আসা পর্যন্ত এই বৃত্তের বাইরে যেয়ো না'। কা'বাগৃহ থেকে পূর্বদিকে জান্নাতুল মোয়াল্লার কাছে এটি অবস্থিত। এখানেই সূরায়ে জিন অবতীর্ণ হয়। (দলীলুল-হজ্জ)।

মসজিদে-আয়েশা (রা:): মসজিদে হারাম থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তরে হারাম সীমানার বাইরে তানঈম নামক স্থানে অবস্থিত। উমরাহ্ পালনকারীগণ এখানে এসে সাধারণত উমরাহ্র ইহ্রাম বেঁধে থাকেন।

পরিভাষা পরিচিতি

ইসতিলাম: ইসতিলাম অর্থ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা বা হাত দ্বারা স্পর্শ করা অথবা হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীকে শুধু হাত দ্বারা স্পর্শ করা।

ইযতিবা : ইহ্রামের চাদর ডান বগলের নিচের দিক দিয়ে পেঁচিয়ে এনে বাম কাঁধের ওপরে রেখে দেয়াকে ইজতিবা বলা হয়।

রমল : তাওয়াফের প্রথম তিন প্রদক্ষিণে বীরের ন্যায় বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে ছোট পদক্ষেপে দ্রুত চলা।

রমী: কংকর নিক্ষেপ করা।

তাওয়াফ : বিশেষ পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা।

সায়ী: সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যখানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার দৌড়ানো।

বাইতুলস্নাহ: অর্থাৎ কাবা শরীফ। এটি মক্কা মুআয্যমায় মসজিদে হারামের মধ্যখানে অবস্থিত। একটি মহা পবিত্র ঘর এবং দুনিয়ার সর্বপ্রথম ইবাদতখানা। বাইতুল্লাহ্ শরীফ মুসলমানদের কিব্লা এবং সর্বাধিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ বরকতময়, পবিত্রতম স্থান। কা'বা গৃহের অর্থগত ও আধ্যাত্মিক বরকত যে কী পরিমাণ, তা নির্ণয় করাও সম্ভব নয়।

আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বাইতুল মামুর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, মেরাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বাইতুল মামুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা এবাদতের জন্য প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে। (ইবনে কাসীর)

বাতনে উরানা: এটি আরাফাতের নিকটবর্তী একটি ময়দান। হজ্জের সময় এখানে অবস্থান দুরস্ত নয়। কেননা এ স্থানটি আরাফাতের সীমানার বাইরে অবস্থিত।

তাসবীহ: 'সুবহানাল্লাহ' বলা।

তাকবীর: 'আল্লাহু আকবার' বলা।

তাহ্লীল: 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করা।

মসজিদে খায়েফ: মিনার সবচেয়ে বড় মসজিদ। এটি মিনার দিকে 'যাব' পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত।

মসজিদে নমিরা: আরাফার ময়দানের একটি বড় মসজিদ। এ মসজিদ থেকেই ইমামূল হাজ্জ খুত্‌বা দেন।

মসজিদে মাস'আরুল হারাম: মুযদালিফায় অবস্থিত একটি মসজিদ।

মুহাস্‌সার: মুজদালিফা সংলগ্ন একটি জায়গা। এখান দিয়ে যাওয়ার সময় দৌড়িয়ে পথ অতিক্রম করতে হয়। এখানেই আল্লাহ্‌তায়ালা আসহাবে ফীলের ওপর আজাব অবতীর্ণ করেছিলেন।

উকূফ: অবস্থান করা। হজ্জের আহকাম পালনের ক্ষেত্রে উকূফ মানে আরাফা এবং মুযদালিফায় বিশেষ সময়ে অবস্থান করা।

হাদী: হাজী সাহেবগণ কুরবানী করার জন্য যে পশু সাথে নিয়ে যায় তাকে হাদী বলে।

তাওয়াফ

তাওয়াফ-এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছুর চারদিকে ঘোরা। হজ্জের ক্ষেত্রে কাবা শরীফের চতুর্দিকে ঘোরাকে তাওয়াফ বলা হয়।

তাওয়াফের রুকনসমূহ :

১) তাওয়াফের নিয়ত করা।
২) বাইতুল্লাহর বাইরে কিন্তু এর সীমার ভিতরে তাওয়াফ করা।
৩) নিজে তাওয়াফ করা।

তাওয়াফের ওয়াজিবসমূহ

(১) তাহারাত অর্থাৎ গোসল ফরজ থাকলে তা করে নেয়া এবং ওজু না থাকলে ওজু করে নেয়া (২) শরীর ঢাকা (৩) কোন কিছুতে আরোহণ না করে তাওয়াফ করা (মাযুর অর্থাৎ বৃদ্ধ, অসুস্থ ও রুগ্ন অক্ষম ব্যক্তির জন্য অবশ্য আরোহণ করে তাওয়াফ করা জায়েজ) (৪) ডান দিক থেকে তাওয়াফ করা (৫) হাতীমসহ (বাইতুল্লাহর উত্তর দিকে বাইতুল্লাহ সংলগ্ন অর্ধচক্রাকৃতি দেয়াল ঘেরা জায়গা) তাওয়াফ করা (৬) সবগুলো চক্কর পূর্ণ করা (৭) তাওয়াফের শেষে দুই রাকাআত নামাজ পড়া।

তাওয়াফের সুন্নাতসমূহ

(১) হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা (২) ইজতিবা করা (অর্থাৎ ইহ্‌রামের চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে এনে বাম কাঁধে জড়ানো) (৩) হাজরে আসওয়াদে চুমু প্রদান করা বা হাতে ইশারা করে তাতে চুমু দেয়া (৪) প্রথম তিন চক্করে রমল করা (অর্থাৎ বীরদর্পে হাত দুলিয়ে দ্রুত পায়ে চলা) (৫) বাকী চক্করগুলোতে রমল না করা (৬) সায়ী ও তাওয়াফের মাঝে ইস্তিলাম (হাজরে আসওয়াদে চুমু প্রদান বা হাত কিংবা অন্য কিছু দিয়ে ইশারা করে তাতে চুমু প্রদান করা (৭) হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো (৮) তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করা (৯) চক্করগুলো বিরতি না দিয়ে পরপর করা।

তাওয়াফের মুস্তাহাবসমূহ

(১) হাজরে আসওয়াদের ডান দিক থেকে তাওয়াফ করা (২) হাজরে আসওয়াদে তিনবার চুমু খাওয়া (৩) যে কোন দোয়ায়ে মাছুরা পাঠ করা (৪) সম্ভব হলে বাইতুল্লাহর দেয়াল ঘেঁষে তাওয়াফ করা (৫) মহিলাদের রাতে তাওয়াফ করা (৬) কথাবার্তা না বলা (৭) আল্লাহ্‌র ধ্যান ও খেয়ালে তাওয়াফ করা (৮) দোয়াগুলো আস্তে আস্তে পড়া (৯) রুকনে ইয়ামানী সম্ভব হলে হাতে স্পর্শ করা (১০) তাওয়াফকালে এদিক- সেদিক না তাকানো।

তাওয়াফে নিষিদ্ধ কাজসমূহ

নিম্নোক্ত কাজগুলো তাওয়াফের সময় নিষিদ্ধঃ

(১) নাপাকী ও ঋতুবর্তী অবস্থায় তাওয়াফ করা (২) ওজু ছাড়া তাওয়াফ করা (৩) ওজু ব্যতীত হামাগুড়ি দিয়ে তাওয়াফ করা (৪) তাওয়াফের সময় হাতীমকে শামিল না করা (৫) তাওয়াফের

কোন চক্কর বাদ দেয়া (৬) হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত অন্য স্থান থেকে তাওয়াফ শুরু করা (৭) তাওয়াফের ওয়াজিব ও রুকনসমূহের কোন একটি পরিত্যাগ করা।

তাওয়াফের মাকরূহ কাজসমূহ

(১) অনর্থক কথাবার্তা বলা (২) বেচাকেনা করা (৩) কবিতা আবৃত্তি করা (৪) উচ্চস্বরে দোয়া পাঠ বা কুরআন তিলাওয়াত করা (৫) নাপাক কাপড় পরে তাওয়াফ করা (৬) ওজর ব্যতীত রমল ও ইজতিবা পরিত্যাগ করা (৭) হাজরে আসওয়াদে ইস্তিলাম না করা (৮) এক চক্কর সমাধা করে পরবর্তী চক্কর দিতে অযথা বিলম্ব করা (৯) তাওয়াফের শেষে দুই রাকাআত নামাজ আদায় না করে পুনরায় তাওয়াফ শুরু করা (১০) তাওয়াফের নিয়তের সময় তাকবীর ব্যতীত কান পর্যন্ত হাত তোলা (১১) খুত্‌বা বা নামাজের জামাতের সময় তাওয়াফ করা (১২) তাওয়াফের মাঝে পানাহার করা (১৩) তাওয়াফের সময় নামাজের মত হাত বাঁধা বা কোমরে কিংবা ঘাড়ে হাত রাখা।

সায়ী

সায়ী অর্থ দৌড়ানো, চেষ্টা করা। সাফা- মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানোকে 'সায়ী' বলে। বর্তমানে এই স্থানটুকুর কিছু অংশ সবুজ পিলার দ্বারা চিহ্নিত আছে। সেখানে এসে দ্রুত দৌড়াতে হয়। সায়ী করা ওয়াজিব এবং তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথেই এটা করা সুন্নাত।

সায়ীর শর্তসমূহ

(১) নিজের সায়ী নিজে করা (২) প্রথমে তাওয়াফ করে পরে সায়ী করা (৩) সাফা থেকে শুরু করা এবং মারওয়া গিয়ে শেষ করা

সায়ীর ওয়াজিব সমূহ

(১) পায়ে চলে সায়ী করা (তবে ওযরবশত কোন কিছুতে আরোহণ করেও সায়ী করা যায়) (২) সাত চক্কর পূর্ণ করা (৩) সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণভাবে অতিক্রম করা

সায়ীর সুন্নাতসমূহ

(১) হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে সায়ীর জন্য বের হওয়া (২) তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথে সায়ী করা (৩) সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করা (৪) সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করে কেবলামুখী হওয়া (৫) সায়ীর চক্করগুলো একটির পর একটি আদায় করা (৬) সবুজ স্তম্ভ দুটির মধ্যবর্তী স্থানটি একটু দৌড়ে অতিক্রম করা।

সায়ীর মুস্তাহাবসমূহ

(১) নিয়ত করা (২) সাফা এবং মারওয়ায় দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা (৩) কাকুতি মিনতি ও বিনয়ের সাথে যিকির আযকার ও দোয়া করা (৪) সায়ী সমাধা করে বাইতুল্লাহ শরীফে দু'রাকাআত নামাজ পড়া।

সায়ীর মাকরূহসমূহ

(১) বেচাকেনা করা (২) অনর্থক কথাবার্তা বলা (৩) সায়ীর চক্করসমূহ পরপর আদায় না করা (৪) সাফা ও মারওয়ায়

আরোহণ না করা (৫) ওযর ব্যতীত তাওয়াফের পর সায়ী করতে বিলম্ব করা (৬) সবুজ চিহ্নিত স্তম্ভের মাঝে না দৌড়ানো।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের হজ্জের নিয়ম

ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, একজন মহিলা তার শিশু পুত্রকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে তুলে ধরে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শিশুর কি হজ্জ হয়ে যাবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, হ্যাঁ তার হজ্জ হয়ে যাবে, আর এর সাওয়াব তুমি পাবে। (মুসলিম)

১। শিশুর ওপর হজ্জ ফরজ নয়। সুতরাং তার এই হজ্জ নফল বলে গণ্য হবে। বালেগ হওয়ার পর সম্পদশালী হলে তার ওপর পুনরায় হজ্জ ফরজ হবে।

২। শিশু যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে সে নিজে নিজেই ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করবে। শিশু যদি একান্তই অবুঝ হয় তবে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে নিয়ত, তালবিয়াসহ হজ্জের যেসব আমল শিশুরা করতে পারে না সে আমলগুলো শিশুর পক্ষ থেকে তার অভিভাবক করে দেবেন।

৩। সেলাই করা কাপড় বদলিয়ে তাকে সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করাবেন এবং তার পক্ষ থেকে তালবিয়া পড়বেন। এভাবে ঐ শিশু মুহরিম বলে গণ্য হবে।

৪। যেসব ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে হজ্জ আদায়কারীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব হয়, শিশু হজ্জ পালনকারীর দ্বারা সেরূপ কোন বিচ্যুতি ঘটে গেলে তার ওপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না।

বদলী হজ্জ

হজ্জ ফরজ হওয়ার পর শারীরিক বা অন্য কোন কারণে হজ্জ করতে না পারলে অথবা যদি মারা যায় এবং মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত

করে যায়, তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে হজ্জ করিয়ে নিলে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। তবে এমন ব্যক্তিকে দিয়ে করাতে হবে যার ওপর হজ্জ ফরজ নয় এবং এমন মোত্তাকী ব্যক্তিকে দিয়ে হজ্জ করানো উত্তম, যিনি হজ্জের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল। মনে রাখতে হবে, হজ্জ ফরজ হয়েছে এবং এখনো সে নিজের হজ্জ আদায় করেনি, এমন ব্যক্তিকে দিয়ে বদলী হজ্জ করানো মাকরূহ।

বদলী হজ্জ আদায়কারী যার পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছেন, ইহ্‌রামের সময় তাকে তার পক্ষে নিয়ত করতে হবে। যেমন–

"আয় আল্লাহ, আমি অমুকের পক্ষ হতে হজ্জ পালন করার নিয়ত করছি, আয় আল্লাহ, তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।"

বদলী হজ্জ পালনকারী সকল কাজ স্বাভাবিক হজ্জ পালনকারীর মতই করবেন। বদলী হজ্জের জন্য "ইফরাদ হজ্জ" করা শ্রেয়। তবে অনুমতি সাপেক্ষে "তামাত্তো হজ্জ" করা যাবে।

যিনি বদলী হজ্জ করবেন, তিনি একই বছরে একাধিক লোকের বদলী হজ্জ অথবা তার নিজের হজ্জ করতে পারবেন না। যদি কেউ দু'ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ করে তাহলে দুই ব্যক্তির কারোই হজ্জ শুদ্ধ হবে না। উজরাত অর্থাৎ পারিশ্রমিক ধার্য করে বদলী হজ্জ করা কিংবা করানো কোনটাই জায়েজ নয়।

"হারাম" এলাকার মর্যাদা রক্ষা

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"এই শহর অর্থাৎ মক্কানগরী আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় কিয়ামত দিবস পর্যন্ত 'হারাম' মহিমান্বিত। উহার গাছ কাটা, শিকারযোগ্য জানোয়ারকে বিতাড়ন করা এবং তাজা ঘাস ছাঁটা যাবে না, পড়ে থাকা দ্রব্য সামগ্রী উঠানো চলবে না, কেবল ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে হারানো বস্তু সম্বন্ধে যথারীতি প্রচার ও ঘোষণা করতে প্রস্তুত থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

খানায়ে কাবা হতে উত্তরে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ, দক্ষিণে প্রায় ১১ কিঃ মিঃ, পূর্বে প্রায় ১৪ কিঃমিঃ এবং পশ্চিমে প্রায় ১৬ কিঃ মিঃ এলাকাকে হারামের সীমানা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়া অন্যদের ইহ্‌রাম ছাড়া হারাম শরীফের এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ।

মিনা ও মুজদালিফা হারাম সীমানার অন্তর্ভুক্ত এবং আরাফাতের বাইরে অবস্থিত।

জেদ্দা থেকে মক্কা আগমনের পথে সুমায়শিয়া (হুদায়বিয়া) নামক স্থান থেকে হারামের পশ্চিম এলাকা শুরু হয়। এই সেই বিখ্যাত হুদায়বিয়ার সন্ধির স্থান, যেখানে কাফেরদের সাথে মুসলমানদের প্রথম সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

এক নজরে হজ্জ

তারিখ	কাজ
১ম দিন ৮ই জিলহজ্জ	ইহ্‌রাম বাঁধা (ফরজ)। ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় মিনায় আসুন। আজকের জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং ৯ই জিলহজ্জের ফজরের নামাজ মিনায় আদায় করা এবং রাত্রি মিনায় অবস্থান করা সুন্নত।
২য় দিন ৯ই জিলহজ্জ দিন	আরাফার ময়দানে যেতে হবে এবং সেখানে পৌছে জোহরের এবং আসরের নামাজ পড়তে হবে। আরাফাতে উকূফ (অবস্থানই) হলো হজ্জের মূল রুকন, ফরজ। আরাফাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকতে হবে। এটা ওয়াজিব। নতুবা দম দিতে হবে। ইবাদত, যিক্‌র, আযক্‌র, দোয়া, দুরূদ, নামাজ, তিলাওয়াতে কালামে পাক, তাসবীহ্‌, তাহলীল এবং তালবিয়াহ্‌ আদায়ে নিমগ্ন থাকুন।
রাত	সূর্যাস্তের পর মুজদালিফার উদ্দেশ্যে আরাফার ময়দান ত্যাগ করবেন এবং রাত্রি মুজদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামাজ ইশার ওয়াক্তে একত্রে পড়বেন এবং সমস্ত রাত্রি অবস্থান করবেন। মিনায় জামারাতে নিক্ষেপ করার জন্য ৭০টি কংকর এখান থেকে সংগ্রহ করবেন। মুজদালিফায় ফজরের নামাজ পড়ে মিনার উদ্দেশে রওনা হবেন।
৩য় দিন ১০ই জিলহজ্জ	মিনায় পৌছার পর এই দিনে প্রধানত চারটি কাজ করতে হবে। এই দিনের প্রথম কাজ হলো দুপুরের পূর্বে জামারায় আকাবায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করা (ওয়াজিব) এই দিনের দ্বিতীয় কাজ হলো কিরান ও তামাত্তো হজ্জ পালনকারীদের জন্য কুরবানী করা (ওয়াজিব)। এই দিনের তৃতীয় কাজ হলো মাথা মুণ্ডানো বা সমস্ত চুলের এক চতুর্থাংশ ছেঁটে ফেলা ওয়াজিব। এদিনের চতুর্থ কাজ হলো মক্কা শরীফে গিয়ে তাওয়াফে জিয়ারত

	করা (ফরজ)। ১০ তারিখে তাওয়াফে জিয়ারত সম্ভব না হলে ১১ বা ১২ তারিখে সূর্যাস্ত পর্যন্ত করা যাবে।

৪র্থ দিন ১১ই জিলহজ্জ	দুপুরের পর প্রথমে জামারায়ে সুগরা (ছোট শয়তান), তারপর জামারায়ে উস্‌তা (মধ্যম শয়তান), এবং তারপর জামারায়ে আকাবায় (বড় শয়তান)-কে ৭টি করে মোট (৩×৭)=২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। (ওয়াজিব)
৫ম দিন ১২ই জিলহজ্জ	ঠিক গতকালের মত আজ দুপুরের পর তিনটি জামারাতে (৩×৭)=২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে (ওয়াজিব) এবং যদি এখন পর্যন্ত কুরবানী ও তাওয়াফে জিয়ারত না করে থাকেন তবে আজ করে নিবেন। যদি ইচ্ছে করেন তবে আজ সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করে মক্কা শরীফে ফিরে আসতে পারেন।
১৩ই জিলহজ্জ	যদি মিনার সীমানাতেই সুবহে সাদেক হয়ে যায়, তবে ১৩ তারিখে মিনায় অবস্থান করে দুপুরের পর তিন জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করে (ওয়াজিব) মক্কায় ফিরে আসুন। **তাওয়াফে বিদা**–মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব) করুন, এতে ইজতিবা, রুমল, সায়ী নাই। মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাআত নামাজ পড়ে মূলতাজাম, কাবার দরজায় অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিজের জন্য, পিতামাতা, নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য, সমস্ত মুসলমান নর-নারীর জন্য দোয়া করুন এবং বিয়োগ বিরহের বেদনা নিয়ে কাবাঘর থেকে

	বিদায় নিন।

হজ্জ

হজ্জ কত প্রকার ও কী কী

হজ্জ তিন প্রকার। যথাঃ (১) তামাত্তো (২) কিরান ও (৩) ইফরাদ। হজ্জের তিন প্রকার সম্বন্ধে নিজে পরিষ্কার ধারণা রাখুন এবং বুঝতে অসুবিধা হলে নির্ভরযোগ্য আলেম সাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করুন।

(১) হজ্জে তামাত্তোঃ হজ্জের মাসসমূহে (শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ) উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধে প্রথমে উমরাহ্ পালন করে ইহ্‌রাম খুলে ফেলা, অতঃপর হজ্জের জন্য পুনরায় ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করাকে "তামাত্তো হজ্জ" বলে। সুতরাং এই নিয়মে উমরাহ্ পালন শেষে ইহ্‌রাম খুলে সাধারণ সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করবেন। ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মিনা যাওয়ার প্রাক্কালে হজ্জের নিয়তে পুনরায় ইহ্‌রাম বাঁধবেন। এই জন্য এই নিয়মে ইহ্‌রাম দীর্ঘায়িত হয় না। হাজী সাহেবদের জন্য এই নিয়ম সহজ ও অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক। তাই অধিকাংশ হাজী সাহেবগণ তামাত্তো হজ্জ করে থাকেন। তামাত্তো হজ্জকারীদের সংখ্যা সর্বাধিক হয়ে থাকে। মহিলাদের জন্যে তামাত্তো হজ্জই বেশি সমীচীন। **তামাত্তো হজ্জে দমে শোকর বা হজ্জের শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজিব।**

উমরাহ্‌র নিয়ত

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ
فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ-

"হে আল্লাহ! আমি উমরাহ্ পালন করার নিয়ত করছি, আমার জন্য তা সহজ করে দিন ও কবুল করুন।"

হজ্জের নিয়ত :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

"হে আল্লাহ্। আমি হজ্জ পালন করার নিয়ত করছি, আমার জন্য তা সহজ করে দিন ও কবুল করুন।"

(২) হজ্জে কিরান: হজ্জের মাস সমূহে উমরাহ্ ও হজ্জ একসাথে উভয়টির ইহ্রাম বেঁধে প্রথমে উমরাহ্ পালন করে ইহ্রাম না খুলে ঐ একই ইহ্রামে হজ্জ সমাপন করাকে "হজ্জে কিরান" বলে।

এ নিয়মে উমরাহ্র তাওয়াফ এবং সায়ী করে হজ্জের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় থাকতে হবে। মাথার চুল মুণ্ডানো বা কাটানো যাবে না; বরং হজ্জের শেষ পর্যায়ে হজ্জের কুরবানীর পর মাথা মুণ্ডাতে হবে। অর্থাৎ উমরাহ্ আদায়ের পর যদি হজ্জ শুরু হতে আরও ২/১ দিন বা ২/১ সপ্তাহ বাকী থাকে, তবে ঐ ইহ্রাম অবস্থাতেই থাকতে হবে এবং হজ্জের কুরবানী আদায়ের পর ইহ্রাম খুলতে হবে।

যারা হজ্জের কয়েকদিন পূর্বে মক্কা শরীফে আসবেন, তাদের জন্য কিরান হজ্জের নিয়ত করা উত্তম এবং এর সাওয়াবও অধিক। কিরান হজ্জকারীদের সংখ্যা কম হয়ে থাকে। **কিরান হজ্জে দমে শোকর বা হজ্জের শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজিব।**

কিরান হজ্জের নিয়তঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ-

"ইয়া আল্লাহ্! আমি উমরাহ্ এবং হজ্জ একসাথে পালন করার নিয়ত করছি, আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।"

(৩) হজ্জে ইফরাদ: হজ্জের মাসসমূহে শুধুমাত্র হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করাকে "হজ্জে ইফরাদ" বলে। এতে কোন উমরাহ্ পালন করা হয় না। ইফরাদ হজ্জকারীদের সংখ্যাও কম হয়ে থাকে। ইফরাদ হজ্জে দমে শোকর বা হজ্জের শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা মুস্তাহাব।

ইফরাদ হজ্জের নিয়ত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ-

"ইয়া আল্লাহ! আমি হজ্জ পালন করার নিয়ত করছি, আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।"

ফকিহগণের মতে, এই তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে হজ্জে কিরান, তারপর হজ্জে তামাত্তো, তারপর হজ্জে ইফরাদ।

হজ্জ

হজ্জের আহকাম (নিয়মাবলী)

হজ্জের আহকাম তিন প্রকার: ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নাত।

ফরজ

হজ্জের ফরজ তিনটি:

(১) ইহ্‌রাম বাঁধা।

(২) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় এক মুহূর্তের জন্য হলেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

(৩) তাওয়াফে যিয়ারত করা অর্থাৎ ১০ই জিলহজ্জের ভোর থেকে ১২ই জিলহজ্জের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাইতুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করা।

ওয়াজিব

(১) নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা (২) সায়ী অর্থাৎ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানো। (৩) সাফা থেকে সায়ী শুরু করা। (৪) তাওয়াফের পর সায়ী করা (৫) সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকূফে আরাফা করা। (৬) মুজদালিফায় উকূফ বা অবস্থান করা।

(৭) মাগরিব এবং ইশার নামাজ মুজদালিফায় এসে একত্রে ইশার সময় পড়া। (৮) দশ তারিখ শুধু জামরাতুল আকাবায় এবং ১১ ও ১২ তারিখে তিন জামরায় রামি-কংকর নিক্ষেপ করা। (৯) জামরাতুল আকবার 'রামি' বা কংকর নিক্ষেপ দশ তারিখে হলফ অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডনের আগে করা (১০) কুরবানীর পর মাথা কামানো কিংবা চুল ছাঁটা (১১) কিরান এবং তামাত্তো হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী করা (১২) তাওয়াফ হাতীমের বাইরে দিয়ে করা (১৩) তাওয়াফ ডান দিক থেকে করা (১৪) কঠিন অসুবিধা না থাকলে পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা (১৫) ওজুর সঙ্গে তাওয়াফ করা (১৬) তাওয়াফের পর দু'রাকআত নামাজ পড়া (১৭) তাওয়াফের সময় সতর ঢাকা থাকা (১৮) কংকর নিক্ষেপ করা ও কুরবানী করা, মাথা মুণ্ডানো এবং তাওয়াফ করার মধ্যে তারতীব বা ক্রম বজায় রাখা (১৯) মীকাতের বাইরে অবস্থানকারীদের বিদায়ী তাওয়াফ করা (২০) ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ কাজগুলো না করা।

সুন্নাত

(১) মীকাতের বাইরে থেকে আগমনকারীদের জন্য তাওয়াফে কুদুম করা (২) তাওয়াফ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করা (৩) যে তাওয়াফের পর সায়ী আছে সেই তাওয়াফে রমল এবং ইজতিবা করা। (৪) সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে যে দু'টো সবুজ স্তম্ভ আছে তার মধ্যবর্তী স্থান দৌড়ে অতিক্রম করা; তবে তা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য নয় (৫) মক্কায় ৭ তারিখে, আরাফাতে ৯ তারিখে এবং মিনায় ১১ তারিখে ইমামের খুত্‌বা শোনা (৬) ৮ তারিখ ফজরের পর মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হওয়া, যেন মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া যায়

(৭) ৮ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় কাটানো (৮) সূর্য্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় রওয়ানা হওয়া (৯) উকূফে আরাফার জন্য গোসল করা (১০) আরাফাত থেকে ফেরার সময় মুজদালিফায় রাতে অবস্থান করা। (১১) সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে মুজদালিফা থেকে মিনায় রওয়ানা হওয়া (১২) দশ এবং এগারো তারিখের রাত মিনায় কাটানো এবং ১৩ তারিখেও মিনায় থাকলে ১২ তারিখ দিবাগত রাতও সেখানে কাটানো।

হজ্জ ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ এবং এর কাফ্ফারা:

কেউ যদি হজ্জের কোন রুকন ত্যাগ করেন তবে তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে।

- ❖ কংকর ছোঁড়া পরিত্যাগ করলে 'দম' (কাফ্ফারা) দিতে হবে।
- ❖ হজ্জের যে কাজগুলো তারতীব বা ক্রমানুসারে করতে হয় সেগুলো তারতীব অনুসারে না করলে 'দম' দিতে হবে।
- ❖ সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা থেকে বের হলে 'দম' দিতে হবে। ওজর ব্যতীত মুজদালিফায় উকূফ বা অবস্থান না করলে 'দম' দিতে হবে।
- ❖ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মাথা মুণ্ডালে বা চুল ছাঁটলে 'দম' দিতে হবে।

- একটি উকুন বা পোকা মারলে একটি রুটির টুক্‌রা, তিনটি পর্যন্ত মারলে এক মুঠো গম আর এর বেশি মারলে সদকা করতে হবে।
- ওজর ব্যতীত সুগন্ধি ব্যবহার করলে 'দম' দিতে হবে। ওজরবশত ব্যবহার করলে কুরবানী বা তিনটি রোযা বা ছয়জন মিস্‌কীনকে সদকা ফিত্‌রের পরিমাণ অর্থাৎ পৌনে দু'সর (১ কেজি ৬৫০ গ্রাম) গম বা তার মূল্য প্রদান– এই তিনটির যে কোন একটি করতে হবে।
- সেলাই করা কাপড় যদি এক দিন এক রাতসহ পুরো এক দিন পরিধানে থাকে তবে 'দম' আর এর কম পরিমাণ সময় হলে সদকা ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা তার মূল্য আদায় করতে হবে।
- স্বীয় স্ত্রীকে যৌন কামনাসহ চুমু খেলে কিংবা আলিঙ্গন করলে 'দম' দিতে হবে।
- পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢেকে যায় এমন জুতা এক রাতসহ একদিন পরে থাকলে 'দম' আর এর কম হলে সদকা আদায় করতে হবে।
- পুরো একদিন ও একরাত মাথা বা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখলে 'দম' আর এর কম হলে সদকা দিতে হবে।

হজ্জের নিয়ম

হজ্জের পাঁচ দিন

হজ্জের ধারাবাহিক কার্যাবলী

৮ই জিলহজ্জ

হজ্জের প্রথম দিন

৮ই জিলহজ্জ থেকে ১২ই জিলহজ্জ পর্যন্ত এই পাঁচ দিনকে আইয়ামে হজ্জ বা হজ্জের দিন বলা হয়। এই দিনগুলোতে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রুকন হজ্জ পালন করা হয়।

আজ থেজে হজ্জের পাঁচ দিন আরম্ভ হল। আপনি যদি তামাত্তো হজ্জ পালনকারী হয়ে থাকেন তাহলে আজকে পূর্বের ন্যায় আবার ইহ্‌রাম বেঁধে নিন। তারপর এভাবে ইহ্‌রামের নিয়ত করুন: "হে আল্লাহ আমি তামাত্তো হজ্জ করতে ইচ্ছা করেছি, আপনি এই হজ্জ আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে কবুল করুন।"

নিয়তের সাথে সাথে তিনবার তালবিয়া অর্থাৎ **"লাব্বাইক, আলস্নাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নিয়'মাতা, লাকা ওয়াল্ মুল্‌ক, লা-শারীকা লাক্ "** একটু উচ্চস্বরে পড়ুন। (কিন্তু মহিলারা নীরবে পড়ুন)।

যারা কিরান বা ইফরাদ হজ্জ পালন করার নিয়ত করেছেন, তারা তো পূর্ব থেকেই ইহ্‌রামের হালতে আছেন, কাজেই নতুন করে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে না।

৮ই জিলহজ্জ তারিখ সকালে ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় ৪/৫ দিনের উপযোগী প্রবাস সরঞ্জাম নিয়ে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। হাজীগণ মিনায় পৌঁছে এই দোয়া পড়বেন ।

'আলস্নাহুম্মা হাযিহি মিনা। আন তামুন্না আলইয়্যা বিমা মানানতা বিহি আলা আওলিয়া ইকা'

আর্থ: হে আলস্নাহ! এটা মিনা। অতএব তুমি আমার প্রতি সেই নেয়ামত দ্বারা অনুগ্রহ কর। যদ্বারা তুমি তোমার ওলী ও আনুগত্যশীলদের প্রতি অনুগ্রহ করেছো"।

আজকের জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং ৯ই জিলহজ্জের ফজরের নামাজ মিনায় আদায় করা এবং রাত্রি মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত।

যদি সাথে কোন মহিলা থাকেন, তবে তিন-চারটি বড় চাদর এবং কিছু সেফটিপিন সাথে রাখুন যেন আরাফার তাঁবুর ভিতরেই চাদর দিয়ে পর্দা করতে পারেন।

হজ্জের দ্বিতীয় দিন

৯ জিলহজ্জ: উকুফে আরাফা (ফরজ)

এই দিন মিনাতে ফজরের নামাজ যথাসময়ে আদায় করে নামাজের পর উচ্চস্বরে তিনবার (অন্ততঃপক্ষে) একবার তাকবীরে তাশরীফ পাঠ করুন। তাকবীরে তাশরীক এইঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।"

এভাবে ১৩ই যিলহজ্জ আসর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত আপনি যেখানেই থাকুন প্রতি ফরজ নামাজের পর তাকবীরে তাশরীফ পড়ুন (ওয়াজিব)।

সূর্য উঠার পর দোয়া-তাসবীহ, তাকবীর তাহলীল ও তালবিয়া পড়তে পড়তে আরাফার দিকে রওয়ানা হবেন। এই দোয়া পড়ে- "হে আলস্নাহ! এ ভোর আমার সকল ভোর অপেক্ষা উত্তম কর। একে তোমার সন্তুষ্টির নিকটবর্তীকর। তোমার ক্রোধ থেকে দূরবর্তী কর। "হে আলস্নাহ! আমি তোমার দিকে ভোর করেছি, তোমাকেই আশা করেছি, তোমার উপরই ভরসা করেছি এবং তোমার সত্তারই

ইচ্ছা করেছি। অতএব আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত কর। যাদের নিয়ে তুমি আজ ফেরেস্তাদের সাথে গর্ব করবে।"

দ্বিপ্রহরের পূর্বে পানাহার ইত্যাদি শেষ করে নিবেন, যাতে মন এদিকে নিবিষ্ট না থাকে। আজ হাজীর জন্যে যেমন রোযা রাখা উপযুক্ত নয়, তেমনি উদরপূর্তি করে আহার করাও সমীচীন নয়। কারণ, এতে অবসাদ দেখা দিতে পারে।

মসজিদে নামিরার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বতনে উরানায় উকুফ (অবস্থান) করা জায়েজ নয়।

আরাফার ময়দানে দোয়া কবুল হয়। সুতরাং এ সময় সকলকেই দোয়ায়ে লিপ্ত থাকা উচিত।

❖ দুপুরের পূর্বেই আরাফার ময়দানে গোসল করতে পারলে ভাল; তবে ওজু করলেও চলবে।

❖ যদি কেউ সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের সীমানা থেকে বের হন তার উপর কর্তব্য হলো তিনি পুনারায় আরাফাতে ফিরে আসবেন এবং সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে বাইরে যাবেন, যদি এরূপ না করেন তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

আরাফার ময়দানে জাবালুর রহমতের কাছাকাছি অবস্থান করা ভাল। জোহর এবং আসরের নামাজ মসজিদে নামিরায় একসঙ্গে জামাতের সাথে নির্দিষ্ট শর্তানুসারে আদায় করা উত্তম। তবে ঐ জামাতে শরীক হওয়া সম্ভব না হলে যথাসময়ে জোহরের ওয়াক্তে জোহর এবং আসরের ওয়াক্তে আসর নিজ নিজ তাঁবুতে আজান-ইকামত সহকারে জামাতের সাথে পড়ুন।

তাঁবু ছেড়ে মসজিদে নামিরায় নামাজ পড়তে গেলে রাস্তা ভুলে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে।

স্মরণ রাখুন দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। কারও কথায় সূর্যাস্তের পূর্বে কোনক্রমেই আরাফার ময়দান ত্যাগ করবেন না। এ সময়টুকু অতি গুরুত্বপূর্ণ; যা হজ্জের প্রাণ।

উকুফে আরাফার সর্বোত্তম দোয়া ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: সবচেয়ে উত্তম দোয়া আরাফার দিনের দোয়া, আর সর্বোত্তম দোয়া হলো এই দোয়া, যা আমি ও আমার পূর্বেকার নবীগণ (আ:) করেছেন। তা হলো এই–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ-

অন্য এক হাদীসে আছে রাসূলূল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ আরাফার দিন অপেক্ষা অন্য কোন দিনে শয়তানকে এত অধিক অপমানিত, ধিকৃত, হীন ও রাগান্বিত অবস্থায় দেখা যায়নি। এর কারণ এই যে, সে দিন সে আল্লাহর রহমত নাজিল হতে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাদের বড় বড় গুনাহ মাফ হতে দেখতে পায়। কিন্তু বদরের দিনে যা দেখা গিয়েছিল অর্থাৎ শয়তানের অবস্থা আরো করুণ এবং আরো বিপর্যস্ত ছিল। কেউ প্রশ্ন করলেনঃ সেদিন সে নিশ্চিতরূপে দেখেছিল যে, হযরত জিবরাইল (আ.) ফিরিশ্‌তাগণকে সারিবদ্ধ করেছেন।

(মিশকাত)

হাদিসে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ আরাফার দিনে আল্লাহতায়ালা নিকটতম আসমানে অবতীর্ণ হন এবং হাজীগণকে নিয়ে ফিরিশতাগণের সাথে গর্ব করে বলেন, দেখ আমার বান্দাদের দিকে, তারা আমার নিকট এলোমেলো কেশে ধুলায় ধূসরিত অবস্থায় ফরিয়াদ করতে করতে বহু দূর-দূরান্ত হতে এসেছে, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।

তখন ফিরিশতাগণ বলেন, হে আমার প্রতিপালক। অমুককে তো বড় গুনাহগার ধারণা করা হয় আর অমুক পুরুষ ও স্ত্রীকেও। তিনি বললেনঃ তখন আল্লাহতায়ালা বলেন, "আমি তাদেরও মাফ করে দিলাম"।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, যখন একজন মুসলমান আরাফাতের দিনে সূর্য হেলে পড়ার পর অবস্থান করার নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করে এবং কিবলামুখী হয়ে ১০০ বার

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

দোয়াটি পাঠ করে অতঃপর সূরা এখলাস ১০০ বার এবং এই দুরূদ শরীফটি

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ—

১০০ বার পাঠ করে, তখন আল্লাহতায়ালা বলেনঃ "হে আমার ফিরেশতাগণ। আমার এ বান্দার কী প্রতিদান হতে পারে? যে আমার তাসবীহ, তাহলীল ও তামজীদ বর্ণনা করেছে, আমার হামদ ও ছানা পাঠ করেছে এবং আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দুরূদ পাঠিয়েছে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তার নিজের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করলাম। আর আমার বান্দা যদি সমগ্র আরাফায়ে উকূফকারীদের জন্যও সুপারিশ করে, তা হলেও আমি তা কবুল করব।"

সুতরাং পাঠ করুন

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ
قَدِيْرٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيْمِ

(১০০ বার)

সূরা ইখলাসঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔ (১০০ বার)

দুরূদ শরীফঃ

দরূদে ইবরাহীম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- (১০০ বার)

আয়াতুল কুরসী (১০০বার)

আরাফার ময়দানের দোয়া বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্নভাবে দেওয়া আছে। কুরআনুল কারীম এবং হাদীস শরীফ থেকে কিছু দোয়া বা মোনাজাত এখানে উল্লেখ করা হলো। অর্থের দিকে খেয়াল করে খুব আন্তরিকতার সাথে বারবার পড়ুন।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর। আর জাহান্নামের আজাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।"

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২০১)

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا-

"হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের (মাতা-পিতা) প্রতি রহম কর, যেমন করে তাঁরা শৈশবকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা বনি ইসরাঈল-আয়াত: ২৪)

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ط اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তওফীক দাও, আমি যেন তোমার সেসব নেয়ামতের শোকর আদায় করি যা তুমি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর যেন এমন নেক আমল করি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও এবং আমার সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ কর। আমি তোমার সমীপে তাওবা করছি এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অর্ন্তভুক্ত। (সূরা আহকাফ, আয়াত: ১৫)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا ق وَاغْفِرْ لَنَا ق وَارْحَمْنَا ق اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক। এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।" (সূরা বাকারা-আয়াত: ২৮৬)

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا
وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ-

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর।" (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫০)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ
لَنَامِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ
الْوَهَّابُ-

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে হিদায়াত দান করার পর আমাদের মনে কোন প্রকার বক্রতা সৃষ্টি করো না। আমাদেরকে তোমার তরফ থেকে অনুগ্রহ দান কর, তুমিই সব কিছুর দাতা।

(সূরা আল ইমরান, আয়াত: ৮)

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি; তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি রহম না কর, তাহলে আমরা নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাব।" (সূরা আরাফ, আয়াত: ২৩)

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ و مِنْ ذُرِّيَّتِيْ
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ- رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ
وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ-

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামাজের পাবন্দ করে রাখ এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দোয়া কবুল কর।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং সমস্ত মুমিন লোকদেরকে সেদিন ক্ষমা করে দিও যেদিন হিসাব কায়েম হবে।" (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০-৪১)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّ يَّتِنَا قُرَّةَ
اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তানবর্গ থেকে চক্ষের শীতলতা (শান্তি) দান করো এবং আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম (নেতা) বানিয়ে দাও।

(এখানে নেতৃত্বের প্রার্থনা উদ্দেশ্য নয়, বরং নিজ পরিবারের ধর্ম-ভীরু হওয়ার প্রার্থনা করাই মূল উদ্দেশ্য)।

(সূরা ফোরকান-আয়াত: ৭৮)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا
تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَؤُوْفٌ
رَّحِيْمٌ-

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইকে ক্ষমা কর যারা আমাদের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করেছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদার লোকদের জন্য কোন হিংসা-শত্রুতা রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি বড় অনুগ্রহসম্পন্ন এবং করুণাময়।" (সূরা হাশর-আয়াত:১০)

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ-

"হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার কাজ সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।"

(সূরা ত্বোয়া-হা, আয়াত: ২৫-২৮)

(১) আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও অর্থাৎ মনোবল বৃদ্ধি করে দাও, জ্ঞান বহন করার উপযোগী বানিয়ে দাও এবং দ্বীন প্রচার কার্যে হীনমন্যতা এবং বিরোধিতার কারণে সৃষ্ট সংকোচবোধ দূর করে দাও।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى-

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়াত ও তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা ও দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এমন ইলম থেকে যা উপকার করে না, এমন হৃদয় যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না, এমন নফস থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে যা কবুল হয় না) (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সেই সমস্ত কল্যাণ প্রার্থনা করছি, তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার কাছে প্রার্থনা করেছেন এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি সেই সমস্ত অনিষ্ট থেকে যা থেকে তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। তুমিই সাহায্যকারী। তোমার কাছে সব পৌঁছে যাবে এবং তোমার সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে দূরে থাকার ও নেকী করার ক্ষমতা কারো নেই।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ-

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা, অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও লোকদের আধিপত্য বিস্তার থেকে।" (বুখারী)

এছাড়াও যত কিছু দোয়া আপনার জানা আছে সব পড়ুন। যদি সাথে আপনার ওযীফার কিতাব থাকে তাহলে প্রাণভরে পড়ুন। মনে করুন, আল্লাহতায়ালা আপনার সমস্ত কথা শুনছেন, আপনাকে দেখছেন।

আজ আল্লাহর নিকট অনেক কিছু চাওয়ার, পাওয়ার এবং তাঁর ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করার সেই দিন; যা আপনি সৌভাগ্যক্রমে পেয়েছেন। যতদূর সম্ভব দোয়া-দুরূদ ও তালবিয়া পাঠে মশগুল থাকুন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। প্রতি মূহূর্তের সদ্ব্যবহার করুন। দোয়া করার সময় দৃঢ় আশা রাখুন যে, আল্লাহতায়ালা এই আরাফার ময়দানে লক্ষ লক্ষ হাজী সাহেবদের সাথে আপনার দোয়াও কবুল করবেন।

এভাবে দোয়া করতে পারেন–

হে আল্লাহ! আমি এই আরাফার ময়দানে সর্বান্তকরণে স্বীকার করছি যে, তুমি ব্যতীত আমার আর কোন মা'বুদ এবং মালিক নেই। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার খাস বান্দা এবং সত্য রাসূল।

হে আল্লাহ্ আমি এ সময় তোমার পবিত্র জমিনের ওপর এবং তোমার রহমতের ছায়ায় আছি। এখানে সকলেই এখন তোমার দরবারে নিজ নিজ দোয়া করছেন, আর তুমি নিজ রহমতে সেগুলো কবুল করছ। সকলের সাথে আমারও গোনাহ্সমূহ মাফ করে দাও, আমার হজ্জ কবুল কর এবং আমার প্রতি রহম কর, আমাকে নিরাশ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা কর নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। এটা যেন আমাদের জীবনের শেষ হাজিরা না হয়। হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমাকে এখানে বার বার নিয়ে আস।

হে আল্লাহ! তোমার দেয়া রুজিতেই যেন আমি খুশি থাকি। দুনিয়া এবং আখিরাতে লজ্জিত হতে হয় এমন কাজ থেকে আমাকে

বিরত রাখ। আমাকে ইহকালে এবং পরকালে মঙ্গল দান কর। কুরআন শরীফের তিলাওয়াতকে আমার অন্তরের আলো এবং আমার সকল পেরেশানী ও চিন্তা দূর করার উপায় করে দাও।

নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ এই সমস্ত কিছু একমাত্র আল্লাহরই জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

এ সমস্ত কিছু আমার বিনীত প্রচেষ্টা মাত্র আর তোমার উপরই আমার একমাত্র ভরসা।

জীবনের যে সমস্ত গোনাহ্ হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে তা কল্পনায় চোখের সামনে নিয়ে আসুন। ঐ সমস্ত গোনাহের জন্য লজ্জিত হোন এবং অনুশোচনা করুন। তওবা করুন। আজকে এ আরাফার ময়দানেও যদি গোনাহ্ মাফ না হয় তবে আর কবে হবে? আপনি যে তাঁবুতে অবস্থান করছেন, যদি কোন কারণে ওই তাঁবুর পরিবেশ ভাল না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী অন্য তাঁবুতে অথবা কোন গাছের ছায়ায় বা খোলা আকাশের নিচে (সম্ভব হলে দাঁড়িয়ে) অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে ভয় ও ভক্তির সাথে ইবাদতে মশগুল থাকুন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু সাথে থাকলে কান্নাকাটি করতে অনেক সময় অসুবিধা হয়। আরাফাতের প্রতিটি মূহূর্তই অত্যন্ত মূল্যবান। এই বিশ্বাস রাখুন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে আপনার দোয়াও কবুল হবে ইনশাল্লাহ্। এটা দোয়া কবুলের স্থান ও সময়।

দোয়া করার সময় উভয় হাত উঠিয়ে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করবেন। দোয়ার আগে হাম্‌দ-সানা, তাক্‌বীর, তাহ্‌লীল ইত্যাদি পাঠ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দুরূদ পড়ে দোয়া করবেন। কিছুক্ষণ পর পরই তালবিয়া পাঠ করবেন। খুব বিনয় এবং খুশু' ও খুযুর সাথে দোয়া করবেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এভাবে দোয়ার মধ্যে মশগুল থাকবেন। যে কোন ভাষায় দোয়া করা জায়েজ আছে।

সূর্যাস্তের পর আরাফায় বা রাস্তায় কোথায়ও মাগরিবের নামাজ না পড়ে সোজা মুযদালিফার দিকে চলুন।

(**পরামর্শ** ঃ সাথে যদি বৃদ্ধ, অসুস্থ ব্যক্তি থাকে, তবে গাড়িযোগে যেতে পারেন। ভাড়া একটু বেশি, প্রায় ৭০-৮০ রিয়াল। সূর্যাস্তের প্রায় দেড়-দুই ঘণ্টা পরে গাড়ি চলাচল শুরু হয়। যদি শক্তি-সামর্থ্য থাকে তবে পায়ে হেঁটে আসতে পারেন। মসজিদে নামিরার নিকট থেকে মুযদালিফায় আসার জন্য বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি ইত্যাদি প্রচুর গাড়ী পাওয়া যায়। ঐ গাড়ী মুযদালিফায় "মসজিদে মাশাআরুল হারাম" এর নিকট যাত্রীদেরকে নামিয়ে দেয়। এই মসজিদের বারান্দায় বা আশপাশে অবস্থান করতে পারেন। আরও সুবিধা আছে ঐ মসজিদেই ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার পর সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করে যিকির-আযকার ও ইবাদতে সময় অতিবাহিত করা বেশ সুবিধাজনক)।

মুজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)

মিনা ও আরাফাতের মাঝখানে অবস্থিত ময়দানের নাম মুজদালিফা। এখানে ১০ই জিলহজ্জ-রজনী (৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত) অতিবাহিত করা হাজীদের জন্যে জরুরী।

মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত হলে এক আজান ও এক ইকামতে প্রথমে মাগরিবের ফরজ তারপর ইশার ফরজ পড়ুন তারপর মাগরিবের ও ইশার সুন্নাত এবং বেতর পড়ুন। (প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তাকবীরে তাশরীক পড়ার কথাও স্মরণ রাখবেন)

মাগরিব ও ইশার নামাজ পড়ার পর সুবহে সাদেক পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। এ রাতে জাগ্রত থাকা ও এবাদতে নিমগ্ন হওয়া মোস্তাহাব। এ রাত অপরিসীম ফযিলতপূর্ণ।

উকুফে মুজদালিফা ওয়াজিব। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবস্থান করাই হলো ইহার রুকন, মুজদালিফায় অবস্থান না করলে দম দিতে হবে, তবে মহিলারা বা রুগ্ন ব্যক্তিগণ অবস্থান করতে অক্ষম হলে তাদের জন্য দম দিতে হবে না।

সুন্নত হলো সুবহে সাদিক থেকে খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত উকূফ দীর্ঘ করা। তাই সুবহে সাদিক হলেই আজান দিয়ে সুন্নত পড়ে জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করে নেবেন।

সূর্যোদয়ের ৪/৫ মিনিট আগে উকুফ শেষ করবেন এবং মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন।

মুস্তাহাব হলো মুজদালিফা থেকে কংকর নিয়ে যাওয়া। তাই এখান থেকে মটরদানা বা খেজুর বিচির মত ৭০টি কংকর উঠিয়ে নিন। এটা জরুরি নয়, তবে এখান থেকে না নিলে, পরে অন্যত্র পাওয়া মুস্কিল হয়।

এরপর মিনায় আপনাকে কমপক্ষে তিনদিন অবস্থান করতে হবে। তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য মাত্র একবার মক্কা-মুকাররমায় যেতে হবে।

হজ্জের তৃতীয় দিন

১০ জিলহজ্জ

মিনায় পৌছার পর এ দিনের চারটি কাজ তরতীব বা ধারাবাহিক অনুসারে করতে হবে।

(১) প্রথমে জামারায় আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করা।

(২) তারপর কুরবানী করা।

(৩) তারপর মাথা মুণ্ডন করা বা চুল ছোট করে ছাঁটা।

(৪) তারপর তাওয়াফে যিয়ারত করা।

এই দিনের প্রথম কাজ হলো : জামারায় আকাবায় গিয়ে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করা (ওয়াজিব)। এটাকে জামারাতুল কুবরাও বলা হয়, আবার 'বড় শয়তান' বলেও প্রসিদ্ধি আছে।

মিনায় কংকর নিড়োপের তিনটি স্থান রয়েছে। পূর্বে উক্ত তিনটি স্থানে তিনটি স্তম্ভ বা পিলার ছিল ২০০৫ সালে পিলারের স্থলে ৪০ফুট দৈর্ঘ উঁচু দেওয়াল তৈরী করে দেওয়া হয়েছে, হাজী সাহেবদের সুবিধার জন্য নিচ তলা, দ্বিতীয় তলায় এবং তৃতীয় তলায় রাস্তা করা হয়েছে। যাতে একই সাথে অসংখ্য লোক কংকর নিড়োপ করতে পারে।

কংকর নিক্ষেপের নিয়ম হচ্ছে, কংকর নিক্ষেপের সময় মিনাকে ডান দিকে রেখে দাঁড়ান। শাহাদাৎ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কংকর ধরে কংকর নিক্ষেপ করুন।

প্রথম কংকর নিক্ষেপের পূর্বমুহূর্ত থেকে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিতে হবে।

প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় কমপক্ষে বলুন:

বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

কংকর নিক্ষেপের জন্য যে দেয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে তার মূলে কংকর নিক্ষেপ করাকে রামী বলে। দেওয়ালের নিচে দু'দিকে তিন হাতের মধ্যে কংকর পড়া জরুরী, এর চেয়ে দূরে কোন কংকর পড়লে অথবা দেয়ালে লেগে নীচে বেষ্টনীর বাইরে গিয়ে পড়লে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আরেকটি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে, নতুবা কাফ্ফারা দিতে হবে।

এই দিনে কংকর নিক্ষেপের সুন্নাত ওয়াক্ত ঃ সূর্যোদয়ের পর থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। মুবাহ ওয়াক্ত ঃ মাগরিব পর্যন্ত। মাকরুহ ওয়াক্তঃ মাগরিব থেকে সুবহে-সাদেক পর্যন্ত।

কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব, অন্যথায় দম দিতে হবে। মহিলা, বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিগণ ওজরবশতঃ সূর্যাস্তের পরেও সুবহে সাদেক পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করতে পারবেন। তাদের জন্য মাকরুহ নয়।

আলাদা আলাদা ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। একত্রে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করলে ওয়াজিব আদায় হবে না।

শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া এবং বসে বসে নামাজ আদায় করতে হয় এরূপ অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তি ছাড়া প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ করা হলে ওয়াজিব আদায় হবে না।

যাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়, তিনি প্রথমে নিজের কংকর নিক্ষেপ সমাপ্ত করবেন এবং পরে অন্যের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করতে পারবেন।

কংকর মারার সময় কখনও হাত হতে কংকর পড়ে গেলে তা উঠাতে চেষ্টা করবেন না। এতে জীবন বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

মিনায় কুরবানী ও কংকর মারতে যাওয়ার সময় দলবদ্ধভাবে যাবেন এবং সাথে অধিক টাকা-পয়সা রাখবেন না।

৩টি জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করার স্থান

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ـ

জামারাতের অবস্থান

১০ ই যিলহজ্জ আজ কেবল মাত্র জামারায় আকাবা (বড় শয়তান) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করুন।

১১ ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পরে প্রথমে ছোট, পরে মধ্যম তারপর বড় জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করুন। ১২ ই যিলহজ্জ ঠিক গতকালের মতো দ্বিপ্রহরের পরে প্রথমে ছোট, পরে মধ্যম তারপর বড় জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করুন।

সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করুন।
যতদূর সম্ভব মীনাকে পরিস্কার রাখুন।

এই দিনের দ্বিতীয় কাজ হল : দমে শোকর বা হজ্জের শোকরিয়া স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজিব। নিজ হাতে করুন কিংবা কাউকে পাঠান; কিন্তু জবেহ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। কিরান ও তামাত্তো হজ্জ পালনকারীদের জন্য এটা ওয়াজিব। আর ইফরাদ হজ্জ পালনকারীদের জন্য মুস্তাহাব।

মিনায় কুরবানী করতে না পারলে মক্কা শহরেও কুরবানী করে নিতে পারেন, জায়েজ আছে।

কুরবানীর জন্য কয়েক জনের পক্ষে সবল ও তরুণ ২/৩ জন গিয়ে কুরবানী দেওয়া উত্তম।

এই দিনের তৃতীয় কাজ হলো ঃ হলক বা কসর করা। (চুল মুণ্ডন বা কর্তন) এটি ওয়াজিব।

কুরবানী করার পর সমস্ত মাথার চুল মুণ্ডন করে ফেলুন।

মুণ্ডনকারীদের জন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বার দোয়া করেছেন। তাই এতে ফজিলত বেশি।

মুন্ডন করা আফজালঃ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে বললেনঃ আল্লাহতায়ালার রহমত বর্ষিত হোক তাদের প্রতি, যারা মাথা মুণ্ডন করবে। এক ব্যক্তি আরজ করল ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা চুল ছাঁটবেন তাদের জন্যেও এ দোয়া করে দিন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেনঃ আল্লাহতায়ালার রহমত বর্ষিত হোক মাথা মুণ্ডনকারীদের উপর। লোকটি আবার দোয়া করতে বললে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বার বললেনঃ যারা চুল কাটিয়েছে, তাদের প্রতিও আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক।

(বুখারী, মুসলিম, মা'আরেফ)।

কর্তন করা অথবা মুণ্ডন করা উভয়টি জায়েজ আছে, কিন্তু মুন্ডন করা উত্তম। কর্তন করলে পূর্ণ মাথার চুল আঙ্গুলির এক গিরা পরিমাণ বা ততোধিক কাটতে হবে। যাদের চুল আঙ্গুলের এক গিরার চেয়ে কম লম্বা, তাদেরকে মুণ্ডনই করতে হবে, নতুবা হালাল হবে না।

কয়েক দফা উমরাহ্ করলে মাথায় চুল না থাকলেও ক্ষুর ঘুরাবেন, এতেই হলক্বের (মুণ্ডনের) দায়িত্ব আদায় হবে।

হাজীগণের হলক্ব বা কসর মিনায় হওয়া সুন্নাত। কেবলামুখী হয়ে বসা এবং ডান দিক থেকে হলক্ব বা কসর করাও সুন্নাত।

হলক্ব বা কসর অবশ্যই কুরবানী করার পর হতে হবে, নতুবা দম দিতে হবে। তাই কুরবানী করা নিশ্চিত হলে, হলক্ব বা কসর করতে হবে।

মহিলাগণ, তখনই তাদের চুলের আগা থেকে আঙুলের এক গিরা বা ততোধিক পরিমাণ কাটবেন, যখন পুরুষরা কুরবানী করে ফিরে এসে তাদেরকে বলবেন।

নাপিত অথবা যারা জবেহের দায়িত্ব থেকে ফারেগ হয়ে গেছেন তাদের দ্বারা কিংবা আপনি নিজেই মাথা কামিয়ে নিন বা চুল ছেঁটে নিন। এখন এহরামের পোশাক খুলে স্বাভাবিক পোশাক পরতে পারেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দৈহিক মিলন এখনও নিষিদ্ধ, তাওয়াফে যিয়ারতের পর জায়েজ হবে। আর কংকর মারা, দমে শোকর দেওয়া ও মাথা মুণ্ডানো এই তিনটি কাজ সমাধা করতে তরতীব অর্থাৎ পর্যায়ক্রম রক্ষা করা ওয়াজিব, নতুবা দম দিতে হবে।

এই দিনের চতুর্থ কাজ হল : তাওয়াফে যিয়ারত (ফরজ)

এ তারিখে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল তাওয়াফে যিয়ারত। একে 'তাওয়াফে ইফাযা'ও বলা হয়: এটা হজ্জের শেষ রুকন। মিনায় উপরোক্ত কাজগুলো সেরে হাজীগণ মক্কা শরীফে গিয়ে তাওয়াফ-ই-যিয়ারত করবেন। এই তাওয়াফে ইজতিবা নেই। ১০ তারিখে সম্ভব না হলে ১১ বা ১২ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই এ তাওয়াফ করতে হবে। যারা মক্কা থেকে ৮ই যিলহজ্জ আসার পূর্বে একটি নফল তাওয়াফের সাথে সায়ী করে আসেনি তাওয়াফে যিয়ারতে তাদেরকে অবশ্যই সায়ী করতে হবে।

তাওয়াফে যিয়ারতের কোন বদলা নেই, এ তাওয়াফ করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

হজ্জের চতুর্থ দিন

১১ই জিলহজ্জ ঃ মিনায় রাত্রি যাপন এবং কংকর নিক্ষেপ

দুপুরের পর প্রথমে জাম্‌রায়ে সুগরা, (মসজিদে খাইফের সন্নিকটে) অতঃপর জাম্‌রায়ে উসতা, সর্বশেষ জাম্‌রায়ে আকাবায় ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। প্রত্যেকটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবেন।

দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সুন্নাত সময়। আর সূর্যাস্তের পর সাধারণভাবে মাকরুহ, কিন্তু ওযরবশতঃ দুর্বল, মাজুর ও মহিলাদের জন্য রাতে সুবহে-সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত মাকরুহ নয়।

দুপুরের আগে কংকর নিক্ষেপ করলে হবে না, যদি কেউ দুপুরের আগে কংকর নিক্ষেপ করে থাকেন তবে তাকে দুপুরের পর আবার কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। অন্যথায় দম দিতে হবে।

জামারায়ে সুগরা (ছোট) ও উসতা (মধ্যম) কংকর নিক্ষেপের পর কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘ দোয়া করা উত্তম। কিন্তু জামারায় আকাবায় (বড়টিতে) কংকর নিক্ষেপের পর কোন দোয়া নাই।

হজ্জের পঞ্চম দিন

১২ই যিলহজ্জ ঃ মিনায় রাত্রিযাপন এবং কংকর নিক্ষেপ

১২ই যিলহজ্জ তারিখও ১১ই জিলহজ্জের ন্যায় তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। অনেকেই ১২ই জিলহজ্জ তারিখে জলদি জলদি মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য সূর্য ঢলার পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করে ফেলেন, অথচ এটা

নাজায়েজ। এরূপ করলে পুনরায় সূর্য ঢলার পর তাদেরকে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে, নতুবা দম দিতে হবে।

১২ই যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরে যাওয়া জায়েজ, তবে ১৩ই জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে তারপর মক্কায় ফিরে যাওয়া উত্তম। ১২ই জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরতে চাইলে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা থেকে বের হয়ে যাবেন। সূর্যাস্তের পর ফিরা মাকরুহ। তবে দুর্বল, মাযুর ও মহিলাগণ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত কারাহাত ছাড়াই ফিরতে পারেন আর যদি মিনার সীমানাতেই সুবহে সাদেক হয়ে যায়, তাহলে সকলেরই জন্যে ১৩ই তারিখও তিন জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব হয়ে যায়– না করলে দম দিতে হবে।

মক্কায় পৌছার পর বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের আর কোন জরুরি কাজ বাকী নেই। হজ্জ আদায়ের তাওকীফ দানের জন্য আল্লাহ পাকের শোকর, নফল তাওয়াফ, উমরা ও অন্যান্য ইবাদত করতে থাকুন।

১৪ই যিলহজ্জ থেকে মসজিদে আয়েশা (তানয়ীম) হতে এহরাম বেঁধে নফল উমরা করতে পারেন।

বিদায়ী তাওয়াফ

মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব) করুন, এতে এজতেবা, রমল, সায়ী নেই। মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত নামাজ পড়ে মূলতাযাম, কাবার দরজা ও হাতীমে দোয়া করুন; যমযমের পানি পান করেও দোয়া করুন এবং বিয়োগ-বিরহের বেদনা দিয়ে কাবা ঘর থেকে বিদায় নিন। তাওয়াফে বিদা না করলে দম দিতে হবে।

যিয়ারতে মদীনা মোনাওয়ারাহ্

সারওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজুদাত, তাজেদারে মদীনা সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রওজা শরীফ যিয়ারত বড়ই সওয়াবের কাজ। অতএব, বড়ই সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যে এই মোবারক যিয়ারতে-মদীনার তওফীক লাভ করে।

নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ- (رواه البيهقى فى شعب الايمان، مشكوة)

"যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পন্ন করলো এবং আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করলো, সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার যিয়ারত করলো।" (মিশকাত)

তিনি আরও ইরশাদ করেন:

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ (رواه الدار قطنى، فتح القدير)

"যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করলো, আমার উপর তার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল।" (ফাতহুল-কাদীর)

এইসব রেওয়ায়োতে খোদ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন যিয়ারতের প্রতি উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। এজন্য সঙ্গতিপূর্ণ প্রত্যেক মুসলমানের এই সৌভাগ্য অর্জন করা উচিত।

নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তখনই যথার্থ সম্মান দেখানো হবে, যখন আমরা জীবনের প্রতি মুহূর্তে তার আদর্শকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে চলব।

মদীনা সফরের আদব

মদীনার দিকে রওয়ানার শুরু থেকেই দুরূদ শরীফ ও এস্তেগফার পড়া আরম্ভ করে দেওয়া দরকার। সম্পূর্ণ পথে দুরূদ ও এস্তেগফার অব্যাহত রাখুন। যখন মদীনা শহর দৃষ্টিগোচর হয়, তখন খুব বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়ুন।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ

মদীনা শরীফে পৌছে থাকার জায়গা ঠিক করুন, অতঃপর গোসল করুন। অসুবিধা থাকলে ওজু করুন। তারপর ভালো কাপড় (সাদা হলে ভাল) পরিধান করে আতর খুশবু ব্যবহার করে মসজিদে নববীর দিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে রওনা দিন।

হজরত হাসান (রা:) নামাজের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন : আল্লাহতায়ালা সৌন্দর্য পছন্দ করেন, তাই আমি প্রতিপালকের সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই।

মনে রাখা দরকার এটা সেই মহান দরবার, যেখানে হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসা-যাওয়া করতেন এবং অন্যান্য ফেরেস্তাগণও পূর্ণ আদবের সাথে হাজির হতেন।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার সময় অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে প্রথমে ডান পা রাখুন এবং নিচের দোয়া পাঠা করুন। প্রবেশকালীন অল্পক্ষণের জন্যে হলেও এতেকাফের নিয়ত করে নিন।

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔

"আল্লাহর নামে (এ মসজিদে প্রবেশ করছি) এবং অসংখ্য দুরূদ ও সালাম আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ্! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।"

প্রবেশের পর সোজাসুজি রিয়াজুল জান্নাতে চলে আসুন। যদি সেখানে যাওয়া সম্ভব না হয় তবে যেখানে জায়গা পাওয়া যায়, সেখানেই দুই রাকাত 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' নামাজ পড়ুন। অতঃপর যিয়ারত কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করে নিন।

রওযা-পাকে সালাম পেশ করার নিয়ম

নামাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পর অত্যন্ত আদবের সাথে রওযা শরীফের দিকে যান। জালির একদম কাছে যাবেন না এবং একবারে বেশি দূরেও সরে যাবেন না। অত্যন্ত ভক্তি ও আবেগের সাথে দুরূদ ও সালাম পেশ করুন:

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ الْاَنْبِيَاءِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْاَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

অর্থ : দুরূদ ও সালাম আপনার প্রতি হে আল্লাহ্‌র রাসূল,
দুরূদ ও সালাম আপনার প্রতি হে আল্লাহ্‌র নবী,
দুরূদ ও সালাম আপনার প্রতি হে আল্লাহ্‌র হাবীব,
দুরূদ ও সালাম আপনার প্রতি হে সৃষ্টির সেরা,
দুরূদ ও সালাম আপনার প্রতি হে শেষ নবী,
দুরূদ ও সালাম আপনার প্রতি হে সরদারে নবী ও রাসূল
এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত আপনার প্রতি।

যদি সময় সংকীর্ণ হওয়া কিংবা স্মরণ না থাকার কারণে কেউ এতটুকু পড়তে না পারে, তবে যতটুকু সম্ভব পড়বে। সালামের সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে–'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ'। এটাই বারবার বলা যেতে পারে। (ফতহুল- কাদীর)

কারও পক্ষ থেকে সালাম আরজ করার নিয়মঃ

যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে সালাম পেশ করার জন্য বলে থাকেন, তাহলে ঐ ব্যক্তির সালামও আপনার সালামের পর এভাব নিবেদন করবেন ঃ

আস্‌সালামু আলাইকুম মিন ..... (ঐ ব্যক্তির নাম বলুন)।

এরপর এক হাত সামনে অগ্রসর হয়ে হজরত আবু বকর (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করুন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِنَا اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقَ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
فِى الْغَارِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه'-

অর্থ : "সালাম আপনার প্রতি হে আমাদের সরদার আবু বকর সিদ্দীক! সালাম ও আপনার প্রতি হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর খলীফা, সালাম আপনার প্রতি হে গুহায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গী এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত আপনার প্রতি।"

এরপর এক হাত সামনে অগ্রসর হয়ে হজরত ওমর (রা:) এর উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করুন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عِزَّ الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْفُقَرَآءِ وَالضُّعَفَآءِ وَالْاَرَامِ وَالْاَيْتَامِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

অর্থ : সালাম আপনার প্রতি হে ওমরাবনাল খাত্তাব,
সালাম আপনার প্রতি হে আমীরুল মু'মিনীন,
সালাম আপনার প্রতি হে ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরব,
সালাম আপনার প্রতি হে দরিদ্র, অসহায়, বিধবা ও এতিমদের সুহৃদ এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত আপনার প্রতি।

উপরোল্লিখিত সালাম পাঠ করার শব্দ বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। কিন্তু পূর্ববর্তী সালেহীনদের অভ্যাস ছিল সংক্ষিপ্তভাবে সালাম প্রদান করা। তাঁরা সংক্ষিপ্তভাবে সালাম

প্রদান করাকেই মুস্তাহ্সান মনে করতেন। সালামের মধ্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না যার দ্বারা নৈকট্যজনিত মান-অভিমান প্রকাশ পেতে পারে। এটিও এক প্রকার বে-আদবী। যদি ওই শব্দসমূহ মুখস্থ না থাকে অথবা যদি প্রচণ্ড ভিড় থাকে, তবে যতটুকু মনে থাকে বা যতটুকু বলতে পারেন, ততটুকুই বলুন।

আসহাবে সুফ্ফার চত্বর

বাবে জিবরাইল দিয়ে প্রবেশ করলে ডান দিকে হলো ঐতিহাসিক আসহাবে সুফফার চত্বর, যেখানে এমন তিন/চার শত সাহাবায়ে কেরাম (রিজওয়ানুল্লাহি তায়া'লা আজমাঈন) বিভিন্ন সময়ে তাশরীফ রাখতেন, যারা এলেম শিক্ষা ও ইসলাম প্রচারে নিজেদেরকে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন, যাদের অন্যতম হলেন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হজরত আবুজর গিফারী ও হজরত বেলাল হাবশী (রা:) তায়ালা আনহুম প্রমুখ।

রিয়াদুল জান্নাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহ থেকে একটি বাগান"। (মুসলিম)

তাই মসিজদে নববীর পুরোটাই খায়র ও বরকতের খাযানা হওয়া সত্ত্বেও এই বিশেষ অংশটুকু বিশেষ বরকতময়। এই অংশের সীমা নির্ধারণের জন্যে সাদা স্তম্ভ তৈরী হয়েছে এবং তাতে সবুজ নক্শা করা গালিচা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। এই মোবারক অংশে সাতটি স্তম্ভ বিশেষ বিষয়ে বৈশিষ্ঠ্যমণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ। এখানে নফল আদায়কারীদের খুবই ভিড় হয়।

রহমতের স্তম্ভসমূহ

রওযায়ে জান্নাতের অংশে সাতটি স্তম্ভ রয়েছে। এগুলোকে রহমতের স্তম্ভ বলা হয়। মর্মর পাথর চড়ানো এই স্তম্ভসপ্তের গায়ে নাম

অঙ্কিত রয়েছে। মাকরূহ ওয়াক্ত না থাকলে বা কাউকে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হলে এগুলোর পার্শ্বে নফল নামাজ পড়ুন।

উস্তওয়ানা (বা স্তম্ভ)

১। উস্তওয়ানা হান্নানা : মিম্বারে-নববীর ডান পার্শ্বে অবস্থিত খেজুর বৃক্ষের গুঁড়ির স্থানে নির্মিত স্তম্ভটি। যে গুঁড়িটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বার স্থানান্তরের সময় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেছিল।

২। উস্তওয়ানা সারীর ঃ এখানে রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতেকাফ করতেন এবং রাতে আরামের জন্য তাঁর বিছানা এখানে স্থাপন করা হতো। এ স্তম্ভটি হুজরা শরীফের পশ্চিম পার্শ্বে জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৩। উস্তওয়ানা উফুদ ঃ বাহির থেকে আগত প্রতিনিধি দল এখানে বসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং তাদের সাথে এখানেই বসে কথা বলতেন। এ স্ত স্তটি ও জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৪। উস্তওয়ানা হারস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুজরা শরীফে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন কোন না কোন সাহাবী পাহারার জন্য এখানে বসতেন। এ স্তম্ভটিও জালি মোবারক ঘেঁষে রয়েছে।

৫। উস্তওয়ানা আয়েশা (রা:) ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার মসজিদে এমন একটি জায়গা রয়েছে লোকজন যদি সেখানে নামাজ পড়ার ফজীলত জানতো, তবে সেখানে স্থান পাওয়ার জন্য লটারীর প্রয়োজন দেখা দিত। স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম চেষ্টা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর হজরত আয়েশা (রা:) তাঁর ভাগ্নে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা:) কে সেই জায়গাটি চিনিয়ে দেন।এটিই সেই স্তম্ভ। এই স্তম্ভটি উস্তওয়ানা উফুদের পশ্চিমপার্শ্বে রওজায়ে জান্নাতের ভেতর অবস্থিত।

৬। উস্তওয়ানা আবু লুবাবা (রাঃ) ঃ হজরত আবু লুবাবা (রা:) থেকে একটি ভুল সংঘটিত হওয়ার পর তিনি নিজেকে এই স্তম্ভের সাথে

বেঁধে বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম নিজে না খুলে দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সাথে বাঁধা থাকবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহতায়ালা আদেশ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁধন খুলবো না। এভাবে দীর্ঘ ৫০ দিন পর হজরত আবু লুবাবা (রা:) এর তওবা কবুল হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন। এটি উস্তওয়ানা উফুদের পশ্চিম পার্শ্বে রওযায় জান্নাতের ভেতর অবস্থিত।

৭। উস্তওয়ানা জীবরাঈল (আ:) ঃ হজরত জীবরাঈল (আ:) যখনই হজরত দেহ্ইয়া কালবী (রা.) এর আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানেই উপবিষ্ট দেখা যেতো।

মসজিদে নববীতে জামাতে নামাজ

কোন অবস্থাতেই যেন মসজিদে নববীতে আপনার জামাতের নামাজ ছুটে না যায়। মসজিদে নববীতে এক নামাজের সওয়াব বোখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী এক হাজারের অপেক্ষাও বেশি। ইবনে মাজাহ শরীফের এক রেওয়ায়েতে পঞ্চাশ হাজার নামাজের সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ:) হজরত আনাস (রা:) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে এবং একটি নামাজও বাদ দিবে না, তার জন্য দোজখ থেকে মুক্তির ছাড়পত্র লিখে দেওয়া হবে; আর আজাব ও নেফাক থেকেও মুক্তি লিখে দেওয়া হবে। এজন্য মসজিদে নববীতে জামাতে নামাজ পড়ার বিশেষ চেষ্টা রাখতে হবে।

মদীনার মিসকীন, প্রতিবেশী এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখুন। সাধ্যানুযায়ী হাদিয়া-তোহফা ও দান-খয়রাত করুন। সেখান থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ও তাদের সাহায্যের নিয়ত করুন; এতে সওয়াব পাবেন।

জান্নাতুল বাকী

মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে "জান্নাতুল বাকী" কবরস্থান। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, আহলে বায়াত, আয্ওয়াজে মুতাহ্হারাত, শোহাদা, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আওয়লিয়ায়ে কিরাম এই কবরস্থানে সমাধিস্থ রয়েছেন।

আমীরুল মো'মিনীন হজরত উসমান গণি (রা:) এর কবর প্রধান গেট থেকে বেশ একটু দূরত্বে (গেট বরাবর পূর্ব দিকে) অবস্থিত।

উম্মুল মোমেনীন হজরত খাদীজাতুল কুবরা ও হজরত মায়মুনা (রা:) তায়ালা আনহুমা ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সকল উম্মুল মো'মেনীন, তিন ছাহেবজাদী ও ছাহেবজাদা হজরত ইব্রাহিম (রা:) তায়ালা আনহুম আজমাঈন এবং হজরত আব্বাস (রা.), হযরত ইমাম হাসান (রা.) হযরত আক্বীল ইবনে তালিব (রা.), হযরত হালিমাতুস সা'দীয়া (রা:) ও হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফুগণের মাজার এই বাক্বী'র মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে।

তাছাড়া হজরত উছমান ইবনে মাজউন, হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হজরত খুনাইস ইবনে হুজাফা, হজরত আসাদ ইবনে যুরারাহ্ প্রমুখ হাযারাত (রা:) তায়ালা আনহুম আজমাঈন এখানে সমাহিত আছেন।

আরো সমাহিত আছেন শায়খুল ক্বোররা হজরত ইমাম নাফে' এবং হজরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা।

এছাড়া শোহাদায়ে ওহুদ থেকে সেই সকল ছাহাবাগণের মাজারও এখানে বিদ্যমান, যারা ওহুদের যুদ্ধে আহত হয়ে মদীনায় এসে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

যখন জান্নাতুল বাক্বীতে প্রবেশ করবেন অথবা এর পাশ দিয়ে যাবেন, তখন বলুন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ- اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ- يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ- (মেশকাত)

হজরত উসমান (রা:)-এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ার দোয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اِسْتَحْيَتْ مِنْكَ مَلَآئِكَةُ الرَّحْمٰنِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ زَيَّنَ الْقُرْاٰنَ بِتِلَاوَتِهٖ وَنَوَّرَ الْمِحْرَابَ بِاِمَامَتِهٖ وَسِرَاجَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِى الْجَنَّةِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَاَرْضَاكَ اَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَاوَكَ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ-

অর্থ : সালাম তোমার উপর, হে আমাদের সরদার আফ্ফানের পুত্র উসমান! সালাম তোমার উপর যাকে আল্লাহর ফেরেশ্তাগণও সমীহ করেছেন। সালাম তোমার উপর, যার তিলাওয়াত কুরআনকে অলঙ্কৃত করেছে, যার ইমামত মেহরাবকে আলোকিত করেছে, আর যে বেহেশ্তে হয়েছে আল্লাহ্র প্রদীপ। সালাম তোমার উপর, হে খুলাফায়ে রাশিদিনের তৃতীয় জন! আল্লাহ্ তোমাকে রাজী আর খুশী করেছেন চমৎকারভাবে, জান্নাতকে করেছেন তোমার গন্তব্যস্থল, আবাস আর আশ্রয়। বর্ষিত হোক তোমার উপর শান্তি এবং আল্লাহ্র করুণা আর বরকত।

সম্ভব হলে জান্নাতুল বাকীর অন্যান্য মাজারেও ফাতিহা আর সালাম পড়ুন।

শোহাদায়ে ওহুদ

মসজিদে নববীর উত্তরে প্রায় ৩ মাইল দূরে ওহুদ পর্বতের পাদদেশে ওহুদ যুদ্ধের ময়দান অবস্থিত। এইখানে ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী প্রায় ৭০ জন শহীদ সাহাবায়ে কেরামের কবর আছে। তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হামজা (রা:) অন্যতম।

ওহুদ প্রান্তরে শহীদানের উদ্দেশ্যে সালাম ও দোয়া

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا حَمْزَةَ- اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ- اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاعَمَّ نَبِىِّ اللّٰهِ- اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ حَبِيْبِ اللّٰهِ- اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ الْمُصْطَفٰى- اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشُّهَدَآءِ- وَيَااَسَدَ اللّٰهِ وَاَسَدَ رَسُوْلِهِ- اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَاشُهَدَآءُ يَا نُجَبَآءُ يَا نُقَبَآءُ يَااَهْلَ الصِّدْقِ وَالْوَفَآءِ- اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا مُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ- سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ- اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَآءَ اُحُدٍ كَآفَّةً عَآمَّةً وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه'-

মসজিদসমূহের যিয়ারত

মসজিদে নববী ছাড়াও অনেক মসজিদ রয়েছে, যেখানে হুজুর (সা:) এবং সাহাবায়ে কেরাম নামাজ পড়েছেন। এসব

মসজিদের যিয়ারত করাও মোস্তাহাব। কয়েকটি মসজিদের উল্লেখ করা হলো ঃ

মসজিদে কোবা

এই মসজিদ মুসলমানদের সর্বপ্রথম মসজিদ, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা মোকাররমা থেকে হিজরত করে মদিনা মোনাওয়ারায় তাশরীফ আনেন, তখন বনি আউফ গোত্রে অবতরণ করেন এবং এই কোবা পল্লীতে ১৪ দিন অবস্থান করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে নিজ মোবারক হাতে এই মসজিদের বুনিয়াদ রাখেন, এই মসজিদ মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসার পর গোটা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় এই মসজিদে কুবায় তাশরীফ নিতেন, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, মসজিদে কুবায় দু'রাকাত নামাজের সওয়াব একটি উমরাহ্‌র সমতুল্য।

মসজিদে কিবলাতাইন

এটি মদীনা মোনাওয়ারার উত্তর পশ্চিমে "ওয়াদীয়ে আতীক্বে"র সন্নিকটে উঁচুতে অবস্থিত। এর একটি দেয়ালে বায়তুল মোকাদ্দাসমুখী মেহরাবের চিহ্ন খচিত আছে, আর একটি দেয়ালে কা'বামুখী মেহরাব তৈরি আছে। বলা হয় যে, ক্বেবলা পরিবর্তনের হুকুম নামাজরত অবস্থায় এই মসজিদেই নাজিল হয়েছিল। এ জন্যেই একে মসজিদ ক্বিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ বলা হয়।

কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে আল্লাহতায়ালার বাণী ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ-

"আকাশের দিকে তোমার বারংবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করেছি। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন ক্বিবলার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মসজিদে হারামের (কা'বার) দিকে মুখ ফিরাও। এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাও।" (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪৪)

মসজিদে ফাতাহ

খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ যে সকল স্থানে বসে নামাজ পড়েছিলেন এবং দোয়া করেছিলেন যেখানে পরবর্তীতে পাঁচটি মসজিদ তৈরি করা হয়। যথা ঃ

(ক) মসজিদে ফাতাহ ঃ এই মসজিদের স্থানে বসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের জন্য দোয়া করেছিলেন বলে একে মসজিদে ফাতাহ বা জয়ের মসজিদ বলা হয়। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে সোম, মঙ্গল, বুধ তিনদিন দোয়া করেছিলেন। আর আল্লাহতায়ালা বৃহস্পতিবার দিন দোয়া কবুল করেছিলেন এবং বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

(খ) মসজিদে সোলায়মান ফারসী (রা:)

(গ) মসজিদে আবু বকর সিদ্দিক (রা:)

(ঘ) মসজিদে ওমর (রা:)

(ঙ) মসজিদে আলী (রা:)

মসজিদ পাঁচটি কাছাকাছি ছোট ছোট পাহাড়ে অবস্থিত। এই এক সাথে পাঁচটি মসজিদকে "মসজিদে খামস" বলে।

মসজিদে গামামাহ

এই মসজিদকে মসজিদে মুসাল্লাও বলা হয়। এটি সেই জায়গা যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের নামাজ আদায় করতেন এবং এখানেই "সালাতুল ইস্তেস্কা"র নামাজও আদায় করেছিলেন।

দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কয়েকটি দোয়া

এখানে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কয়েকটি দোয়া উল্লেখ করা হলো। মুখস্থ করুন, আমল করুন এবং জীবনভর অশেষ নেকি লাভ করতে থাকুন।

আয়াতুল কুরসী

নাছায়ী শরীফের হাদীসে আছে, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করবে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোন অন্তরায় থাকবে না অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল ও আয়েশ ভোগ করতে শুরু করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ
لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ
لَهُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ
مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ
يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। যিনি চিরঞ্জীব সর্ব সত্তার ধারক ও নিয়ন্ত্রক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করে না আর নিদ্রাও স্পর্শ করে না। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত। এ দুয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না এবং তিনি অতি উচ্চ অতি মহান।

(সূরা আল-বাকারাহ্ : আয়াত-২৫৫)

দোয়া

এই গুরুত্বপূর্ণ দোয়া তাওয়াফ, সায়ী, মিনা, আরাফা, মুযদালিফা ইত্যাদি স্থানে পড়তে পারেন। (দোয়া মুখস্থ করে নিন)

* لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔
* سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

অর্থ: আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত জগতের মালিক তিনি। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

আল্লাহ্ পাক-পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য; আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহামহিম আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া ভাল কাজ করারও কোন ক্ষমতা নেই এবং মন্দ হতে বেঁচে থাকারও কোন উপায় নেই।

দোয়া কুনুত

বিতির নামাযে দোয়া কুনুত পড়া ওয়াজিব। অনেকে অশুদ্ধভাবে দোয়া কুনুত পড়ে থাকেন। আবার অনেকে মুখস্থ না থাকার কারণে দোয়া কুনুত ছাড়াই বিতির নামাজ পড়ে থাকেন। অবশ্যই সহীহ শুদ্ধভাবে পড়তে হবে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ
وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ
الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ
اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ

وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى
عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

অর্থ: হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট সাহায্যপ্রার্থী, আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী, আপনার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং আপনার উপর আস্থাশীল। আমরা আপনার প্রশংসা করি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা আপনাকে অস্বীকারকারী নই। যারা আপনার অবাধ্য আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করি এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না। হে আল্লাহ্! আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি, কেবল আপনার জন্যই নামাজ পড়ি, আপনার উদ্দেশ্যেই সেজদায় অবনত হই এবং আপনার নৈকট্য লাভের জন্য সাধনায় লিপ্ত হই এবং আপনারই সামনে হাজির হই ও আপনার রহমত প্রাপ্তির আশায় থাকি। আর আপনার আযাবের ভয়ে ভীত হই, যদিও জানি আপনার আযাব কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট।

(১) لَ (লাম)- কে অবশ্যই লম্বা করতে হবে, অন্যথায় অর্থ বিকৃত হয়ে যাবে।

যদি দোয়াগুলো কিছুদিন জোরে পড়েন তবে পরিবার-পরিজনের মাঝে সহজেই এ অভ্যাস গড়ে উঠবে।

১. খানা খাওয়া শুরূ করার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ-

"আল্লাহর নামে ও আল্লাহ্র বরকত চেয়ে শুরু করলাম।"

(মুসতাদরাকে হাকেম)

২. খানা খাওয়ার শেষে দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহতায়ালার জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমান বানালেন।"

(নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

৩. বিছানায় শোয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى-

"হে আল্লাহ! তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামেই জীবিত হই।"

ইশার নামাজের পর গল্প-গুজব বা দুনিয়াবী কাজ-কর্ম কিংবা দুনিয়াবী কথা-বার্তায় লিপ্ত না হয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব ঘুমানোর প্রস্তুতি নেয়া সুন্নাত। এ সুন্নাত পালন করলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য ওঠা সহজ হয় কিংবা অন্তত ফজরের নামাজের জন্য সহজেই ঘুম ভাঙে। ইশার পর ঘুমানোর পূর্বে অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা মাকরূহ।

১। মেসওয়াক করে ঘুমানো সুন্নাত।

২। অজু অবস্থায় ঘুমানো সুন্নাত।

৩। আয়াতুল কুরসী পাঠ করা সুন্নাত।

৪। তিনকুল (সূরা-এখলাস, ফালাক ও নাছ) পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে বুলানো। এভাবে তিনবার করা সুন্নাত।

৫। তাসবীহে ফাতেমী অর্থাৎ ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ্ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া সুন্নাত।

৪. ঘুম থেকে উঠার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَآ اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠিয়েছেন এবং তারই দরবারে পুনরুত্থিত হতে হবে।" (বোখারী)

৫. টয়লেটে প্রবেশের পূর্বের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ-

"হে আল্লাহ! আমি নাপাক ও অনিষ্টকারী শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৬. টয়লেট হতে বের হবার পরে দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ الْاَذٰى وَعَافَانِىْ-

"সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন এবং আমাকে নিরাপদ করেছেন।" (ইবনে মাজাহ)

৭. ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ-

"আল্লাহতায়ালার নামে তাঁরই ওপর নির্ভর করে বের হচ্ছি। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ভাল কাজ করারও কোন ক্ষমতা নাই এবং মন্দ হতে বেঁচে থাকারও কোন উপায় নাই।" (আবু দাউদ, তিরমিজি)

৮. যানবাহনে আরোহণকালে দোয়া

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ
سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ
مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-

অর্থ : আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এটাকে (এই বাহনকে) আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। (মুসলিম)

৯. রোগীর কুশল বিনিময়ের সময় দোয়া

لَا بَاسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ.

"কোন ক্ষতি নাই, ইনশাআল্লাহ্ এই রোগ তোমাকে গুনাহ্ থেকে পাক করবে।

(বুখারী)

১০. বাজারে/ মার্কেটে নেকি লাভ ও গোনাহ্ মাফের দোয়া

কোন ব্যক্তি বাজারে বের হয়ে যদি নিম্নের দোয়া পড়ে নেয়, তাহলে তার নামে এক লক্ষ নেকি লেখা হয় এবং এক লক্ষ গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। এ ছাড়া তার মর্যাদাও এক লক্ষ ধাপ উন্নীত করা হয়।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ-

"আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক ও তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চির জীবিত তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁরই অধিকারে রয়েছে সমস্ত কল্যাণ, তিনি সকল বস্তুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।"

(তিরমিযী)

সমাপ্ত

হজ্জ সমাপন শেষে নিজেকে মূল্যায়ন করুনঃ

১। এই হজ্জ আপনার জীবনকে কতটুকু পরিবর্তন করেছে?

২। বিগত জীবনের গুনাহের জন্য আপনি কি খুবই অনুতপ্ত, দুঃখিত? ভবিষ্যতে গোনাহ না করার জন্য কতটুকু দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

৩। পূনরায় হজ্জ/উমরাহ্ পালনের জন্য কতটুকু আগ্রহী?

৪। হজ্জ আপনার আক্বীদা (বিশ্বাসকে) কতটুকু সংশোধন করেছে?

৫। আপনি কতটুকু ইসলামী বই-পুস্তক কিনেছেন?

৬। সকল মুসলমানের জন্য আপনি কতটুকু দোয়া করেছেন? কারণ কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার জন্য তার মুসলমান ভাই-এর দোয়া (আল্লাহ্র দরবারে) কবুল হয়। বিস্তারিত দেখুন পৃঃ ১৫

হজ্জ কবুল হওয়ার আলামত

১। হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর ইবাদতে আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া, গোনাহের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হওয়া।

২। পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন অনুভূত হওয়া।

৩। আখিরাতের প্রতি মন ধাবিত হওয়া। দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হওয়া। যদি এমন অবস্থা অনুভূত হয়, তাহলে ধারণা করা যায় যে, আল্লাহ পাকের করুণার দৃষ্টি আরোপিত হচ্ছে, হয়েছে। তাই আল্লাহ্র এহসানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন, যাতে এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। সে জন্য গোনাহ বর্জন এবং নেক কাজের প্রতি ধাবমান থাকা বাঞ্ছনীয়।

যদি আখিরাতের দিকে মন ধাবিত না হয়, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, আরো পরীক্ষা দিতে হবে। এমতাবস্থায় যা করণীয় হয় তা করতে হবে, নিরাশ হওয়া যাবে না। নিরাশ হওয়া মহাপাপ।

গ্রন্থপঞ্জী

১। তাফসীর মা'আরিফুল কোরআন
২। রিয়াদুস সালেহীন
৩। হজ্জঃ উমরাহ্ঃ যিয়ারতঃ
৪। তোহফায়ে হজ্জ উমরাহ্ ও যিয়ারত
৫। মাসায়েলে হজ্জ উমরাহ্ যিয়ারত
৬। তালিমূল-হজ্জ
৭। হজ্জ মুবারক
৮। হজ্জ ও মাসায়েল
৯। হজ্জ, উমরাহ্ ও যিয়ারত শিক্ষা
১০। হজ্জ নির্দেশিকা
১১। ফাতাওয়া ও মাসাইল
১২। رهنمائى حجاج
১৩। رهنمائى عمرة وزيارت
১৪। مناسك الحج والعمرة
১৫। IMPORTANT FATWAS, REGARDING THE RITES OF HAJJ AND UMRAH.
১৬। HAJJ & UMRAH FROM A TO Z
১৭। A GUIDE TO HAJJ, UMRAH AND VISTING THE PROPHET`S MOSQUE.
১৮। HAJJ AND UMRAH-ACCORDING TO SUNNAH.
১৯। THE RITES OF HAJJ & UMRAH & THE VISIT TO AL-MADINA.

নামাজের স্থায়ী সময়সূচী সাহ্‌রী ও ইফতারসহ

(এ সময়সূচী খ্যাত আলেমে দ্বীন হজরত মাওলানা মুফতী সাইয়্যেদ আমিনুল এহসান (রহঃ), প্রাক্তন খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, হেড মুদাররিসি, মাদ্রাসা আলিয়া, ঢাকা-কর্তৃক প্রণীত)

মাস ও তারিখ	সাহরীর শেষ সময় ফজর শুরু	সূর্যোদয় শুরু	জোহর শুরু	আসর শুরু	মাগরিব শুরু	ইশা শুরু
০১ জানুয়ারী	৫-১৪	৬-৪১	১২-০৩	৩-৪৯	৫-৩০	৬-৪৬
০৫ "	৫-১৫	৬-৪২	১২-০৫	৩-৫২	৫-৩৩	৬-৪৯
১০ "	৫-১৬	৬-৪৩	১২-০৭	৩-৫২	৫-৩৬	৬-৫২
১৫ "	৫-১৮	৬-৪৫	১২-০৯	৩-৫৭	৫-৩৮	৬-৫৪
২০ "	৫-১৮	৬-৪৪	১২-১১	৪-০৩	৫-৪৩	৬-৫৮
২৫ "	৫-১৭	৬-৪৩	১২-১২	৪-০৬	৫-৪৬	৭-০১
০১ ফেব্রুয়ারী	৫-১৭	৬-৪১	১২-১৪	৪-১১	৫-৫২	৭-০৫
০৫ "	৫-১৫	৬-৩৯	১২-১৪	৪-১৩	৫-৫৪	৭-০৭
১০ "	৫-১২	৬-৩৬	১২-১৪	৪-১৬	৫-৫৭	৭-১০
১৫ "	৫-১০	৬-৩৩	১২-১৪	৪-১৮	৬-০০	৭-১২
২০ "	৫-০৮	৬-৩০	১২-১৪	৪-২০	৬-০৩	৭-১৪
২৫ "	৫-০৪	৬-২৬	১২-১৩	৪-২৩	৬-০৫	৭-১৬
০১ মার্চ	৪-৫৮	৬-২০	১২-১১	৪-২৫	৬-০৭	৭-১৮
০৫ "	৪-৫৭	৬-১৯	১২-১১	৪-২৭	৬-১০	৭-২১
১০ "	৪-৫৩	৬-১৫	১২-০১১	৪-২৮	৬-১২	৭-২৩
১৫ "	৪-৪৮	৬-০৯	১২-০৯	৪-২৮	৬-১৪	৭-২৪
২০ "	৪-৪৩	৬-০৫	১২-০৮	৪-৩০	৬-১৬	৭-২৭
২৫ "	৪-৩৮	৫-৫৬	১২-০৬	৪-৩০	৬-২০	৭-২৮
০১ এপ্রিল	৪-৩০	৫-৫৩	১২-০৫	৪-৩১	৬-২১	৭-৩২
০৫ "	৪-২৬	৫-৪৯	১২-৩	৪-৩১	৬-২২	৭-৩৪
১০ "	৪-২১	৫-৪৫	১২-০২	৪-৩১	৬-২৪	৭-৩৭
১৫ "	৪-১৫	৫-৪০	১২-০০	৪-৩১	৬-২৫	৭-৩৯
২০ "	৪-১১	৫-৩৬	১১-৫৭	৪-৩২	৬-২৭	৭-৪১
২৫ "	৪-০৬	৫-২৯	১১-৫৭	৪-৩২	৬-২৯	৭-৪৫
০১ মে	৪-০১	৫-২৮	১১-৫৭	৪-৩২	৬-৩১	৭-৪৭
০৫ "	৩-৫৭	৫-২৫	১১-৫৭	৪-৩৩	৬-৩৪	৭-৫১
১০ "	৩-৫২	৫-২১	১১-৫৬	৪-৩৩	৬-৩৬	৭-৫৪
১৫ "	৩-৫০	৫-১৯	১১-৫৬	৪-৩৩	৬-৩৮	৭-৫৬
২০ "	৩-৪৬	৫-১৭	১১-৫৬	৪-৩৪	৬-৪০	৮-০০
২৫ "	৩-৪৪	৫-১৬	১১-৫৭	৪-৩৫	৬-৪৩	৮-০৪
০১ জুন	৩-৪২	৫-১৪	১১-৫৭	৪-৩৭	৬-৪৫	৮-০৮
০৫ "	৩-৪০	৫-১৩	১১-৫৮	৪-৩৬	৬-৪৮	৮-১০
১০ "	৩-৪০	৫-১৩	১১-৫৯	৪-৩৮	৬-৫০	৮-১২
১৫ "	৩-৪১	৫-১৩	১২-০০	৪-৩৯	৬-৫২	৮-১৩
২০ "	৩-৪১	৫-১৪	১২-০১	৪-৪০	৬-৫৩	৮-১৬
২৫ "	৩-৪১	৫-১৫	১২-০২	৪-৪০	৬-৫৪	৮-১৭

উপরোল্লিখিত সময়সূচী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য নির্ধারিত। সংক্ষেপে করার জন্য মধ্যবর্তী তারিখগুলো লেখা হয়নি। মধ্যবর্তী তারিখগুলোর জন্য নির্ধারিত সময় হতে এক বা আধা মিনিট কম বেশি করে নিতে হবে।

১নং জ্ঞাতব্যঃ সাবধানতার জন্য সুবহে সাদিকের সময় ৫মিনিট পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই এ সময়ের ৫ মিনিট পর আজান দিবে।

২নং জ্ঞাতব্যঃ সূর্যোদয়ের সময় হতে পরবর্তী ২৩ মিনিট পর্যন্ত নামাজ পড়া নিষিদ্ধ।

মাস ও তারিখ	সাহরীর শেষ সময় ফরজ	সূর্যোদয় শুরু	যোহর শুরু	আসর শুরু	মাগরিব শুরু	ইশা শুরু

	ফজর					
০১ জুলাই	৩-৪৩	৫-১৭	১২-০৪	৪-৪১	৬-৫৫	৮-১৭
০৫ "	৩-৪৫	৫-১৯	১২-০৫	৪-৪৩	৬-৫৫	৮-১৭
১০ "	৩-৪৭	৫-২১	১২-০৫	৪-৪৫	৬-৫৪	৮-১৬
১৫ "	৩-৫১	৫-২৩	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৫৪	৮-১৫
২০ "	৩-৫৩	৫-২৪	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৫৩	৮-১৩
২৫ "	৩-৫৬	৫-২৭	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৫০	৮-১০
০১ আগস্ট	৪-০১	৫-৩০	১২-০৬	৪-৪৩	৬-৪৭	৮-০৫
০৫ "	৪-০৩	৫-৩২	১২-০৬	৪-৪২	৬-৪৫	৮-০৩
১০ "	৪-০৬	৫-৩৪	১২-০৫	৪-৪১	৬-৪১	৭-৫৮
১৫ "	৪-০৯	৫-৩৫	১২-০৪	৪-৩৯	৬-৩৮	৭-৫৩
২০ "	৪-১১	৫-৩৭	১২-০৩	৪-৩৭	৬-৩৪	৭-৪৯
২৫ "	৪-১৫	৫-৪০	১২-০২	৪-৩৪	৬-২৯	৭-৪৩
০১ সেপ্টেম্বর	৪-১৮	৫-৪২	১২-০০	৪-৩১	৬-২৩	৭-৩৬
০৫ "	৪-২২	৫-৪৩	১১-৫৯	৪-২৯	৬-২০	৭-৩২
১০ "	৪-২২	৫-৪৫	১১-৫৭	৪-২৫	৬-১৪	৭-২৬
১৫ "	৪-২৩	৫-৪৬	১১-৫৫	৪-২১	৬-০৯	৭-২১
২০ "	৪-২৬	৫-৪৮	১১-৫৪	৪-১৮	৬-০৫	৭-১৬
২৫ "	৪-২৭	৫-৪৯	১১-৫২	৪-১৪	৬-০০	৭-১১
০১ অক্টোবর	৪-৩০	৫-৫২	১১-৫০	৪-০৯	৫-৫৩	৭-০৪
০৫ "	৪-৩১	৫-৫৩	১১-৪৯	৪-০৪	৫-৫০	৭-০১
১০ "	৪-৩৪	৫-৫৫	১১-৪৮	৪-০৪	৫-৪৬	৬-৫৬
১৫ "	৪-৩৪	৫-৫৭	১১-৪৬	৩-৫৮	৫-৩৯	৬-৫১
২০ "	৪-৩৬	৫-৫৯	১১-৪৫	৩-৫৪	৫-৩৬	৬-৪৮
২৫ "	৪-৩৮	৬-০১	১১-৪৪	৩-৫০	৫-৩২	৬-৪৪
০১ নভেম্বর	৪-৪২	৬-০৩	১১-৪৪	৩-৪৭	৫-৩০	৬-৪০
০৫ "	৪-৪৪	৬-০৫	১১-৪৪	৩-৪৫	৫-২৫	৬-৩৮
১০ "	৪-৪৬	৬-১০	১১-৪৪	৩-৪২	৫-২৩	৬-৩৬
১৫ "	৪-৪৯	৬-১৪	১১-৪৫	৩-৪১	৫-২১	৬-৩৫
২০ "	৪-৫২	৬-১৭	১১-৪৬	৩-৩৯	৫-২০	৬-৩৪
২৫ "	৪-৫৪	৬-২০	১১-৪৭	৩-৩৮	৫-১৯	৬-৩৪
০১ ডিসেম্বর	৪-৫৮	৬-২৪	১১-৪৯	৩-৩৮	৫-১৯	৬-৩৪
০৫ "	৫-০৩	৬-২৭	১১-৫১	৩-৩৮	৫-১৯	৬-৩৫
১০ "	৫-০৩	৬-৩০	১১-৫৩	৩-৩৯	৫-২১	৬-৩৬
১৫ "	৫-০৬	৬-৩৩	১১-৫৫	৩-৪১	৫-২২	৬-৩৮
২০ "	৫-০৮	৬-৩৫	১১-৫৭	৩-৪৩	৫-২৪	৬-৪০
২৫ "	৫-১১	৬-৩৮	১২-০০	৩-৪৬	৫-২৭	৬-৪৩

ঢাকার সময় হতে কমাতে হবে			ঢাকার সময় হতে বাড়াতে হবে		
স্থান	সেহরী	ইফতার	স্থান	সেহরী	ইফতার
চট্টগ্রাম	৩ মিঃ	৬ মিঃ	খুলনা	৫ মিঃ	২ মিঃ
নোয়াখালী	২ মিঃ	৫ মিঃ	সৈয়দপুর	৭ মিঃ	৭ মিঃ
সিলেট	৫ মিঃ	৭ মিঃ	রাজশাহী	৭ মিঃ	৭ মিঃ
কুমিল্লা, ফেনী,	৪ মিঃ	৪ মিঃ	বগুড়া, পাবনা	৩ মিঃ	৩ মিঃ
বিলোনিয়া	১ মিঃ	১ মিঃ	রংপুর	২ মিঃ	১ মিঃ
ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল	১ মিঃ	১ মিঃ	দিনাজপুর	৬ মিঃ	৪ মিঃ
চাঁদপুর	২ মিঃ	২ মিঃ	ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া	৭ মিঃ	৭ মিঃ
কিশোরগঞ্জ	০ মিঃ	২ মিঃ	বরিশাল, পটুয়াখালী	১ মিঃ	০ মি
বরিশাল, পটুয়াখালী